BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (1st VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : WWW.BANGLAINTERNET.COM

PART : SALAT

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

সালাত অধ্যায়

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম দয়াময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

সালাত অধ্যায়

٢٤٢. بَابٌ كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلَوَاتُ فِي الْإِسْرَاءِ-

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فِيْ حَدِيْثِ هِرَقْلَ فَقَالَ يَأْمُرُنَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ-

২৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মি'রাজে কিভাবে সালাত ফরয হলো?

ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ আমার কাছে আবূ সুফিয়ান ইব্‌ন হারব (রা) হিরাকল--এর হাদীসে বর্ণনা করেছেন। তাতে তিনি এ কথাও বলেছেন যে, নবী ﷺ আমাদেরকে সালাত, সত্যবাদিতা ও চারিত্রিক পবিত্রতার নির্দেশ দিয়েছেন

٣٤٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ اَبُوْ ذَرٍّ يُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِيْ وَاَنَا بِمَكَّةَ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ فَفَرَجَ صَدْرِيْ ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَاِيْمَانًا فَاَفْرَغَهُ فِيْ صَدْرِيْ ثُمَّ اَطْبَقَهُ ثُمَّ اَخَذَ بِيَدِيْ فَعَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمَّا جِئْتُ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيْلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ قَالَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا جِبْرِيْلُ قَالَ هَلْ مَعَكَ اَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِيَ مُحَمَّدٌ ﷺ . فَقَالَ اُرْسِلَ اِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ فَلَمَّا فُتِحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا فَاِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلٰى يَمِيْنِهِ اَسْوِدَةٌ وَعَلٰى يَسَارِهِ اَسْوِدَةٌ اِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكٰى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ قُلْتُ لِجِبْرِيْلَ مَنْ هٰذَا قَالَ هٰذَا اٰدَمُ وَهٰذِهِ الْاَسْوِدَةُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيْهِ فَاَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ اَهْلُ الْجَنَّةِ وَالْاَسْوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهِ اَهْلُ النَّارِ فَاِذَا نَظَرَ عَنْ

banglainternet.com

يُمِيْنِهِ ضَحِكَ وَاِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكٰى حَتّٰى عَرَجَ بِيْ اِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْاَوَّلُ فَفَتَحَ ، قَالَ اَنَسٌ فَذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ فِى السَّمٰوَاتِ اٰدَمَ وَ اِدْرِيْسَ وَمُوْسٰى وَعِيْسٰى وَاِبْرَاهِيْمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلَهُمْ غَيْرَ اَنَّهُ ذَكَرَ اَنَّهُ وَجَدَ اٰدَمَ فِى السَّمَاءِ الدُّنْيَا ، وَاِبْرَاهِيْمَ فِىْ السَّمَاءِ السَّادِسَةِ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِاِدْرِيْسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قَالَ هٰذَا اِدْرِيْسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوْسٰى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاَخِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قَالَ هٰذَا مُوْسٰى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيْسٰى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْاَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قَالَ هٰذَا عِيْسٰى ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِاِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْاِبْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هٰذَا ، قَالَ هٰذَا اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَاَخْبَرَنِىْ ابْنُ حَزْمٍ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَاَبَا حَبَّةَ الْاَنْصَارِىَّ كَانَا يَقُوْلَانِ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ثُمَّ عُرِجَ بِىْ حَتّٰى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوٰى اَسْمَعُ فِيْهِ صَرِيْفَ الْاَقْلَامِ ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَاَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ فَفَرَضَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلٰى اُمَّتِىْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً فَرَجَعْتُ بِذٰلِكَ حَتّٰى مَرَرْتُ عَلٰى مُوْسٰى ، فَقَالَ مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَكَ عَلٰى اُمَّتِكَ ، قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِيْنَ صَلَاةً قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعَنِىْ فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى ، قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَالِكَ فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا فَرَجَعْتُ اِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ اِلٰى رَبِّكَ فَاِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذٰلِكَ فَرَاجَعْتُهُ ، فَقَالَ هِىَ خَمْسٌ وَهِىَ خَمْسُوْنَ ، لَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ ، فَرَجَعْتُ اِلٰى مُوْسٰى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ ، فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّىْ ، ثُمَّ انْطُلِقَ بِىْ حَتّٰى انْتُهِىَ بِىْ اِلَى السِّدْرَةِ الْمُنْتَهٰى وَغَشِيَهَا اَلْوَانٌ لَا اَدْرِىْ مَا هِىَ ، ثُمَّ اُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ فَاِذَا فِيْهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ ، وَاِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ .

৩৪২ ইয়াহইয়া ইবন বুকায়র (র).....আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ যার (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমার ঘরের ছাদ খুলে দেওয়া হ'ল। তখন আমি মক্কায় ছিলাম। তারপর জিব্‌রীল ('আ) এসে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তা যমযমের পানি দিয়ে ধুইলেন। এরপর হিকমত ও ঈমানে পরিপূর্ণ একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বক্ষে ঢেলে দিয়ে বক্ষ করে দিলেন। তারপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আসমানের দিকে নিয়ে চললেন। যখন দুনিয়ার আসমানে পৌঁছলাম, তখন জিব্‌রীল ('আ) আসমানের রক্ষককে বললেন ঃ দরযা খোল। তিনি বললেন ঃ কে ? উত্তর দিলেন ঃ আমি জিব্‌রীল। আবার জিজ্ঞাসা করলেন ঃ আপনার সঙ্গে আর কেউ আছে কি? তিনি বললেন ঃ হাঁ, আমার সঙ্গে মুহাম্মদ ﷺ। তিনি আবার বললেন ঃ তাঁকে কি আহবান করা হয়েছে? তিনি

banglainternet.com

উত্তরে বললেন ঃ হাঁ। তারপর আসমান খোলা হলে আমরা প্রথম আসমানে উঠলাম। সেখানে দেখলাম, এক লোক বসে আছেন এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি তাঁর ডান পাশে রয়েছে এবং অনেকগুলো মানুষের আকৃতি বাম পাশেও রয়েছে। যখন তিনি ডান দিকে তাকাচ্ছেন, হাসছেন আর যখন বাঁ দিকে তাকাচ্ছেন, কাঁদছেন। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ, হে পুণ্যবান নবী! হে নেক সন্তান! আমি জিব্‌রীল ('আ)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইনি কে? তিনি বললেন ঃ ইনি আদম ('আ)। আর তাঁর ডানে ও বাঁয়ে তাঁর সন্তানদের রূহ। ডান দিকের লোকেরা জান্নাতী আর বাঁ দিকের লোকেরা জাহান্নামী। এজন্য তিনি ডান দিকে তাকালে হাসেন আর বাঁ দিকে তাকালে কাঁদেন। তারপরে জিব্‌রীল ('আ) আমাকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিতীয় আকাশে উঠলেন। সেখানে উঠে রক্ষককে বললেন ঃ দরযা খোল। তখন রক্ষক প্রথম আসমানের রক্ষকের অনুরূপ প্রশ্ন করলেন। তারপর দরযা খুলে দিলেন। আনাস (রা) বলেন ঃ এরপর আবূ যার্ বলেন ঃ তিনি (নবী ﷺ) আসমানসমূহে আদম ('আ), ইদরীস ('আ), মূসা ('আ), 'ঈসা ('আ) ও ইব্‌রাহীম ('আ)-কে পেলেন। আবূ যার্ (রা) তাঁদের অবস্থান নির্দিষ্টভাবে বলেন নি। কেবল এতটুকু বলেছেন যে, নবী ﷺ আদম ('আ)-কে প্রথম আসমানে এবং ইব্‌রাহীম ('আ)-কে ষষ্ঠ আসমানে পেয়েছেন। আনাস (রা) বলেন ঃ যখন জিব্‌রীল ('আ) নবী ﷺ -কে ইদরীস ('আ)-এর পাশ দিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন ইদরীস ('আ) বললেন ঃ খোশ আমদেদ! পুণ্যবান নবী এবং নেক ভাই! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইনি কে? জিব্‌রীল ('আ) বললেন ঃ ইনি ইদরীস ('আ)। তারপর আমি মূসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ ! পুণ্যবান নবী ও নেক ভাই। আমি বললাম ঃ ইনি কে? জিব্‌রীল ('আ) বললেন ঃ মূসা ('আ)। তারপর আমি ঈসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ ! পুণ্যবান নবী এবং নেক ভাই ! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ইনি কে? জিব্‌রীল ('আ) বললেন ঃ ইনি ঈসা ('আ)। তারপর ইবরাহীম ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম। তিনি বললেন ঃ খোশ আমদেদ ! পুণ্যবান নবী ও নেক সন্তান! আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ ইনি কে? জিব্‌রীল ('আ) বললেন ঃ ইনি ইব্‌রাহীম ('আ)। ইব্‌ন শিহাব (র) বলেন যে, ইব্‌ন হাযম আমাকে খবর দিয়েছেন ইব্‌ন 'আব্বাস ও আবূ হাব্বা আনসারী (র) উভয়ে বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ তারপর আমাকে আরো উপরে উঠানো হ'ল, আমি এমন এক সমতল স্থানে উপনীত হলাম, যেখান থেকে কলমের লেখার শব্দ শুনতে পেলাম। ইব্‌ন হাযম (র) ও আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ বলেছেন ঃ তারপর আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করে দিলেন। আমি এ নিয়ে প্রত্যাবর্তনকালে যখন মূসা ('আ)-এর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন মূসা ('আ) বললেন ঃ আপনার উম্মতের উপর আল্লাহ কী ফরয করেছেন? আমি বললাম ঃ পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছেন। তিনি বললেন ঃ আপনি আপনার রবের কাছে ফিরে যান, কারণ আপনার উম্মত তা আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ পাক কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি মূসা ('আ)-এর কাছে আবার গেলাম আর বললাম ঃ কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন ঃ আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান। কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেওয়া হলো। আবারও মূসা ('আ)-এর কাছে গেলাম, এবারও তিনি বললেন ঃ আপনি আবার আপনার রবের কাছে যান। কারণ আপনার উম্মত এও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি আবার গেলাম, তখন আল্লাহ বললেন ঃ এই পাঁচই (সওয়াবের দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (গণ্য হবে)। আমার কথার কোন

banglainternet.com

পরিবর্তন নেই। আমি আবার মূসা ('আ)-এর কাছে আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেন ঃ আপনার রবের কাছে আবার যান। আমি বললাম ঃ আবার আমার রবের কাছে যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। তারপর জিব্‌রীল ('আ) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে ঢাকা ছিল, যার তাৎপর্য আমার জানা ছিল না। তারপর আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হ'ল। আমি দেখলাম তাতে মুক্তার হার রয়েছে আর তার মাটি কস্তুরী।

٣٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ فَرَضَ اللّٰهُ الصَّلٰوةَ حِيْنَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِى الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَاُقِرَّتْ صَلٰوةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِىْ صَلٰوةِ الْحَضَرِ .

৩৪৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....উম্মু'ল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মুকীম অবস্থায় ও সফরে দুই রাক'আত করে সালাত ফরয করেছিলেন। পরে সফরের সালাত পূর্বের মত রাখা হল আর মুকীম অবস্থার সালাত বৃদ্ধি করা হ'ল।

٢٤٣. بَابُ وُجُوْبِ الصَّلٰوةِ فِى الثِّيَابِ

وَقَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ، وَمَنْ صَلّٰى مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَيُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْاَكْوَعِ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ يَزُرُّهُ وَلَوْ بِشَوْكَةٍ - فِىْ اِسْنَادِهِ نَظَرٌ ، وَمَنْ صَلّٰى فِى الثَّوْبِ الَّذِىْ يُجَامِعُ فِيْهِ مَالَمْ يَرَ فِيْهِ اَذًى ، وَاَمَرَ النَّبِىُّ ﷺ اَنْ لَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ -

২৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ সালাত আদায়ের সময় কাপড় পরার প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন - خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ তোমরা প্রত্যেক সালাতের সময় সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করবে (৭ ঃ ৩১)। এক বস্ত্র শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করা। সালামা ইব্‌নুল আকওয়া' (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা জামায় বোতাম লাগিয়ে নাও এমন কি কাঁটা দিয়ে হলেও। এই হাদীসের সনদ সম্পর্কে কথা আছে। যে কাপড় পরে স্ত্রী সহবাস করা হয়েছে তাতে কোন নাপাকি দেখা না গেলে তা পরিধান করে সালাত আদায় করা যায়। আর নবী ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন যে, উলঙ্গ অবস্থায় যেন কেউ বায়তুল্লাহর তাওয়াফ না করে

٣٤٤ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ اُمِرْنَا اَنْ نُخْرِجَ الْحُيَّضَ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ وَذَوَاتِ الْخُدُوْرِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِيْنَ وَدَعْوَتَهُمْ وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ

banglainternet.com

مُصَلاَّهُنَّ قَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ قَالَ لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيْرِيْنَ حَدَّثَتْنَا اُمُّ عَطِيَّةَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ ﷺ بِهٰذَا ٠

৩৪৪ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)......উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : নবী ﷺ ঈদের দিনে ঋতুবতী এবং পর্দানশীন মহিলাদের বের করে আনার নির্দেশ দিলেন, যাতে তারা মুসলমানদের জামা'আত ও দু'আয় শরীক হতে পারে। অবশ্য ঋতুবতী মহিলারা সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে। এক মহিলা বললেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! আমাদের কারো কারো ওড়না নেই। তিনি বললেন : তার সাথীর উচিত তাকে নিজের ওড়না থেকে পরিয়ে দেওয়া।

আবদুল্লাহ ইব্‌ন রাজা' (র) সূত্রে উম্মে 'আতিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি নবী ﷺ -কে এরূপ বলতে শুনেছি।

٢٤٤. بَابُ عَقْدِ الْإِزَارِ عَلَى الْقَفَا فِى الصَّلَاةِ

وَقَالَ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ صَلَّوْا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ عَاقِدِىْ اُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ

২৪৪. পরিচ্ছেদ : সালাতে কাঁধে তহবন্দ বাঁধা

আর আবূ হাযিম (র) সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, সাহাবায়ে কিরাম নবী ﷺ –এর সঙ্গে তহবন্দ কাঁধে বেঁধে সালাত আদায় করেছিলেন

٣٤٥ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ صَلَّى جَابِرٌ فِىْ اِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ وَثِيَابُهُ مَوْضُوْعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ قَالَ لَهُ قَائِلٌ تُصَلِّى فِىْ اِزَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ اِنَّمَا صَنَعْتُ ذٰلِكَ لِيَرَانِىْ اَحْمَقُ مِثْلُكَ وَاَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ ﷺ ٠

৩৪৫ আহমদ ইব্‌ন ইউনুস (র)........মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : একদা জাবির (রা) কাঁধে তহবন্দ বেঁধে সালাত আদায় করেন। আর তাঁর কাপড় (জামা) আলনায় রক্ষিত ছিল। তখন তাঁকে এক ব্যক্তি বললো : আপনি যে এক তহবন্দ পরে সালাত আদায় করলেন ? তিনি উত্তরে বললেন : তোমার মত আহাম্মকদের দেখানোর জন্যে আমি এরূপ করেছি। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ –এর যুগে আমাদের মধ্যে কারই বা দু'টো কাপড় ছিল?

٣٤٦ حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ اَبُوْ مُصْعَبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِى الْمَوَالِىْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ رَاَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ ٠

৩৪৬ মুতাররিফ আবূ মুস'আব (র)......মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি জাবির (রা)-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর তিনি বলেছেন : আমি নবী ﷺ -কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

banglainternet.com

٢٤٥. بَابُ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ

قَالَ الزُّهْرِىُّ فِى حَدِيْثِهِ الْمُلْتَحِفُ الْمُتَوَشِّحُ وَهُوَ الْمُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ وَهُوَ الاِشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ الْتَحَفَ النَّبِىُّ ﷺ بِثَوْبٍ لَهُ وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ

২৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ এক কাপড় গায়ে জড়িয়ে সালাত আদায় করা

যুহরী (র) তাঁর হাদীসে বর্ণনা করেছেন যে, مُلْتَحِفُ –এর অর্থ مُتَوَشِّحُ –অর্থাৎ যে চাদরের উভয় অংশ বিপরীত কাঁধে রাখে। এভাবে কাঁধের উপর চাদর রাখাকে ইশতিমাল বলে। উম্মে হানী (রা) বলেন যে, নবী ﷺ এক চাদর গায়ে দিলেন এবং তিনি চাদরের উভয় প্রান্ত বিপরীত কাঁধে রাখলেন

٣٤٧ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

৩৪৭ 'উবায়দুল্লাহ ইবন মূসা (র).......'উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ এক কাপড় পরে সালাত আদায় করলেন, আর তার উভয় প্রান্ত বিপরীত দিকে রাখলেন।

٣٤٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ أَبِىْ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِىْ سَلَمَةَ اَنَّهُ رَاٰى النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ قَدْ اَلْقٰى طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ .

৩৪৮ মুহাম্মদ ইব্‌নুল মুসান্না (র)....'উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি নবী ﷺ -কে উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে এক কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। তিনি (নবী ﷺ) সে কাপড়ের উভয় প্রান্ত নিজের উভয় কাঁধে রেখেছিলেন।

٣٤٩ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ اَبِىْ سَلَمَةَ اَخْبَرَهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُشْتَمِلاً بِهِ فِىْ بَيْتِ اُمِّ سَلَمَةَ وَاضِعًا طَرَفَيْهِ عَلٰى عَاتِقَيْهِ .

৩৪৯ 'উবায়দ ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র)......'উমর ইব্‌ন আবূ সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে এক কাপড় জড়িয়ে উম্মে সালামা (রা)-এর ঘরে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যার উভয় প্রান্ত তাঁর উভয় কাঁধের উপর রেখেছিলেন।

٣٥٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ اَبِىْ اُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلٰى اُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ اَبِىْ طَالِبٍ تَقُوْلُ ذَهَبْتُ اِلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ وَفَاطِمَةُ اِبْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هٰذِهِ فَقُلْتُ اَنَا اُمُّ هَانِئٍ

banglainternet.com

بِنْتُ اَبِىْ طَالِبٍ فَقَالَ مَرْحَبًا بِاُمِّ هَانِئٍ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِىَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ زَعَمَ ابْنُ اُمِّىْ اَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ اَجَرْتُهُ فُلاَنَ بْنَ هُبَيْرَةَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اَجَرْنَا مَنْ اَجَرْتِ يَا اُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ اُمُّ هَانِئٍ وَذَاكَ ضُحًى .

৩৫০ ইসমা'ঈল ইব্‌ন আবূ উওয়ায়স (র).....উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব (রা) বলেন ঃ আমি বিজয়ের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন আর তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা) তাঁকে পর্দা করে রেখেছেন। তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে সালাম করলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ এ কে ? আমি উত্তর দিলাম ঃ আমি উম্মে হানী বিনত আবূ তালিব। তিনি বললেন ঃ মারহাবা, হে উম্মে হানী! গোসল করার পরে তিনি এক কাপড় জড়িয়ে আট রাক'আত সালাত আদায় করলেন। সালাত শেষ করলে তাঁকে আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার সহোদর ভাই ['আলী ইব্‌ন আবূ তালিব (রা)] এক লোককে হত্যা করতে চায়, অথচ আমি সে লোকটিকে আশ্রয় দিয়েছি। সে লোকটি হুবায়রার ছেলে অমুক। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ হে উম্মে হানী ! তুমি যাকে আশ্রয় দিয়েছ, আমিও তাকে আশ্রয় দিলাম। উম্মে হানী (রা) বলেন ঃ তখন ছিল চাশতের সময়।

٣٥١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ سَائِلاً سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ .

৩৫১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হুকুম জিজ্ঞাসা করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে ?

٢٤٦. بَابٌ اِذَا صَلَّى فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ

২৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ কেউ এক কাপড়ে সালাত আদায় করলে সে যেন উভয় কাঁধের উপরে (কিছু অংশ) রাখে

٣٥٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَ يُصَلِّى اَحَدُكُمْ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَىْءٌ .

৩৫২ আবূ 'আসিম (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ এক কাপড় পরে এমনভাবে যেন সালাত আদায় না করে যে, তার উভয় কাঁধে এর কোন অংশ নেই।

٣٥٣ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى بْنِ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ سَمِعْتُهُ اَوْ كُنْتُ سَاَلْتُهُ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ اَشْهَدُ اَنِّىْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ صَلَّى فِىْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .

banglainternet.com

৩৫৩ আবূ নু'আয়ম (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি এক কাপড়ে সালাত আদায় করে, সে যেন কাপড়ের দু' প্রান্ত বিপরীত পার্শ্বে রাখে।

٢٤٧. بَابٌ اِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا

২৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ কাপড় যদি সংকীর্ণ হয়

٣٥٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ بَعْضِ اَسْفَارِهِ فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ اَمْرِيْ فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّيْ وَ عَلَيَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَاشْتَمَلْتُ بِهِ وَصَلَّيْتُ اِلَى جَانِبِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَا السُّرَى يَاجَابِرُ فَاَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِيْ فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ مَا هٰذَا الاِشْتِمَالُ الَّذِيْ رَاَيْتُ قُلْتُ كَانَ ثَوْبٌ يَعْنِيْ ضَاقَ قَالَ فَاِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ وَاِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْبِهِ .

৩৫৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সালিহ (র).....সা'ঈদ ইব্ন হারিস (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমরা জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে এক কাপড়ে সালাত আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর সঙ্গে কোন সফরে বের হয়েছিলাম। এক রাতে আমি কোন প্রয়োজনে তাঁর কাছে গেলাম। দেখলাম, তিনি সালাতে রত আছেন। তখন আমার শরীরে মাত্র একখানা কাপড় ছিল। আমি কাপড় দিয়ে শরীর জড়িয়ে নিলাম আর তাঁর পার্শ্বে সালাতে দাঁড়ালাম। তিনি সালাত শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ জাবির! রাতের বেলা আসার কারণ কি? তখন আমি তাঁকে আমার প্রয়োজনের কথা জানালাম। আমার কাজ শেষ হলে তিনি বললেন ঃ এ কিরূপ জড়ানো অবস্থায় তোমাকে দেখলাম? আমি বললাম ঃ কাপড় একটিই ছিল (তাই এভাবে করেছি)। তিনি বললেন ঃ কাপড় যদি বড় হয়, তাহলে শরীরে জড়িয়ে পরবে। আর যদি ছোট হয় তাহলে তহবন্দরূপে ব্যবহার করবে।

٣٥٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبُوْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّوْنَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِيْ اُزْرِهِمْ عَلٰى اَعْنَاقِهِمْ كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ وَيُقَالُ لِلنِّسَاءِ لاَتَرْفَعْنَ رُؤُسَكُنَّ حَتّٰى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوْسًا .

৩৫৫ মুসাদ্দাদ (র)..... সাহল (রা) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা বাচ্চাদের মত নিজেদের তহবন্দ কাঁধে বেঁধে নবী (সা)-এর সাথে সালাত আদায় করতেন। আর মহিলাদের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তারা যেন পুরুষদের ঠিকমত বসে যাওয়ার পূর্বে সিজদা থেকে মাথা না উঠায়।

banglainternet.com

٢٤٨. بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْجُبَّةِ الشَّامِيَّةِ

وَقَالَ الْحَسَنُ فِي الثِّيَابِ يَنْسُجُهَا الْمَجُوْسِيُّ لَمْ يَرَبِهَا بَأْسًا ، وَقَالَ مَعْمَرٌ رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مِنْ ثِيَابِ الْيَمَنِ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ ، وَصَلَّى عَلِيُّ بْنُ أَبِيْ طَالِبٍ فِيْ ثَوْبٍ غَيْرِ مَقْصُوْرٍ

২৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ শামী জুব্বা পরে সালাত আদায় করা

হাসান (র) বলেন ঃ মাজূসী (অগ্নিপূজক)-দের তৈরী কাপড়ে সালাত আদায় করায় কোন ক্ষতি নেই। আর মা'মার (র) বলেন ঃ আমি যুহরী (র)-কে ইয়ামানের তৈরী কাপড়ে সালাত আদায় করতে দেখেছি, যা পেশাবের দ্বারা রঞ্জিত ছিল।[১] 'আলী ইব্ন আবূ তালিব (রা) অধোয়া নতুন কাপড়ে সালাত আদায় করেছেন

٣٥٦ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ مُغِيْرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِيْ سَفَرٍ فَقَالَ يَا مُغِيْرَةُ خُذِ الْإِدَاوَةَ فَأَخَذْتُهَا فَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى تَوَارٰى عَنِّيْ فَقَضٰى حَاجَتَهُ وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ شَامِيَّةٌ فَذَهَبَ لِيُخْرِجَ يَدَهُ مِنْ كُمِّهَا فَضَاقَتْ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ أَسْفَلِهَا فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ فَتَوَضَّأَ وُضُوْءَهُ لِلصَّلاَةِ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ صَلّٰى .

৩৫৬ ইয়াহইয়া (র).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি কোন এক সফরে নবী ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। তিনি বললেন ঃ হে মুগীরা! লোটাটি লও। আমি তা নিলাম। তিনি আমার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে প্রয়োজন সমাধা করলেন। তখন তাঁর দেহে ছিল শামী জুব্বা। তিনি জুব্বার আস্তিন থেকে হাত বের করতে চাইলেন। কিন্তু আস্তিন সংকীর্ণ হওয়ায় তিনি নীচের দিক দিয়ে হাত বের করলেন। আমি পানি ঢেলে দিলাম এবং তিনি সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করলেন। আর তাঁর উভয় মোজার উপর মসেহ করলেন ও পরে সালাত আদায় করলেন।

٢٤٩. بَابُ كَرَاهِيَةِ التَّعَرِّيْ فِي الصَّلاَةِ وَغَيْرِهَا

২৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতে ও তার বাইরে বিবস্ত্র হওয়া অপসন্দনীয়

٣٥٧ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْقُلُ مَعَهُمُ الْحِجَارَةَ لِلْكَعْبَةِ وَعَلَيْهِ إِزَارُهُ فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ يَا ابْنَ أَخِيْ لَوْ حَلَلْتَ إِزَارَكَ فَجَعَلْتَ عَلٰى مَنْكِبَيْكَ دُوْنَ الْحِجَارَةِ قَالَ فَحَلَّهُ فَجَعَلَهُ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ فَسَقَطَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ فَمَا رُؤِيَ بَعْدَ ذٰلِكَ عُرْيَانًا .

banglainternet.com

১. কাপড় ধৌত করার পরও পেশাবের দাগ যায়নি এমন কাপড়ে।

৩৫৭ মাতার ইব্‌ন ফযল (র).....জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ (নবুওয়াতের পূর্বে) কুরাইশদের সাথে কা'বার (মেরামতের) জন্যে পাথর তুলে দিচ্ছিলেন। তাঁর পরনে ছিল লুঙ্গী। তাঁর চাচা 'আব্বাস (রা) তাঁকে বললেন ঃ ভাতিজা ! তুমি লুঙ্গী খুলে কাঁধে পাথরের নীচে রাখলে ভাল হ'ত। জাবির (রা) বলেন ঃ তিনি লুঙ্গী খুলে কাঁধে রাখলেন এবং তৎক্ষণাৎ বেহুশ হয়ে পড়লেন। এরপর তাঁকে আর কখনো বিবস্ত্র অবস্থায় দেখা যায়নি।

٢٥٠. بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْقَمِيْصِ وَالسَّرَاوِيْلِ وَالتُّبَّانِ وَالْقَبَاءِ

২৫০. পরিচ্ছেদ ঃ জামা, পায়জামা, জাঙ্গিয়া ও কাবা [১] পরে সালাত আদায় করা

٣٥٨ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ، فَقَالَ أَوَ كُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ ، ثُمَّ سَأَلَ رَجُلٌ عُمَرَ ، فَقَالَ إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ فَأَوْسِعُوْا ، جَمَعَ رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ ، صَلَّى رَجُلٌ فِيْ إِزَارٍ وَرِدَاءٍ ، فِيْ إِزَارٍ وَقَمِيْصٍ ، فِيْ إِزَارٍ وَقَبَاءٍ ، فِيْ سَرَاوِيْلَ وَرِدَاءٍ ، فِيْ سَرَاوِيْلَ وَقَمِيْصٍ ، فِيْ سَرَاوِيْلَ وَقَبَاءٍ ، فِيْ تُبَّانٍ وَقَبَاءٍ ، فِيْ تُبَّانٍ وَقَمِيْصٍ ، قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ فِيْ تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ .

৩৫৮ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে দাঁড়িয়ে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হুকুম জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দু'খানা করে কাপড় আছে? এরপর এক ব্যক্তি 'উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ যখন তোমাদের সামর্থ্য দিয়েছেন তখন তোমরাও নিজেদের সামর্থ্য প্রকাশ কর। লোকেরা যেন পুরো পোশাক একত্রে পরিধান করে অর্থাৎ মানুষ তহবন্দ ও চাদর, তহবন্দ ও জামা, তহবন্দ ও কাবা, পায়জামা ও চাদর, পায়জামা ও জামা, পায়জামা ও কাবা, জাঙ্গিয়া ও কাবা, জাঙ্গিয়া ও জামা পরে সালাত আদায় করে। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, আমার মনে হয় 'উমর (রা) জাঙ্গিয়া ও চাদরের কথাও বলেছিলেন।

٣٥٩ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ فَقَالَ لاَ يَلْبَسُ الْقَمِيْصَ وَلاَ السَّرَاوِيْلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ وَرْسٌ ، فَمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُوْنَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ - وَعَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৫৯ 'আসিম ইব্‌ন 'আলী (র).....ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ

banglainternet.com

১. কাবা ঃ সাধারণত জামার উপরিভাগে যে ঢিলাঢালা জোব্বা আচকান পরা হয়।

-কে জিজ্ঞাসা করলো, ইহরামকারী কি পরিধান করবে? তিনি বললেন ঃ সে জামা পরবে না, পায়জামা পরবে না, টুপি পরবে না, যাফরান বা ওয়ারস[১] রঙে রঞ্জিত কাপড় পরবে না। আর জুতা না পেলে মোজা পরবে। তবে তা পায়ের গিরার নীচে পর্যন্ত কেটে নেবে। নাফি' (র), ইব্ন 'উমর (রা)-সূত্রে নবী ﷺ থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٢٥١. بَابُ مَا يَسْتُرُ مِنَ الْعَوْرَةِ

২৫১. পরিচ্ছেদ ঃ লজ্জাস্থান ঢাকা

٣٦٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ اِشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَاَنْ يُحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلٰى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْئٌ .

৩৬০ কুতায়বা (র).....আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ইশতিমালে সাম্মা[২] এবং এক কাপড়ে ইহতিবা[৩] করতে নিষেধ করেছেন যাতে তার লজ্জাস্থানে কাপড়ের কোন অংশ না থাকে।

٣٦١ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ وَاَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ وَاَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

৩৬১ কাবীসা ইব্ন 'উক্‌বা (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ দু'ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তা হল লিমাস ও নিবায[৪] আর ইশতিমালে সাম্মা এবং এক কাপড়ে ইহতিবা করতে নিষেধ করেছেন।

٣٦٢ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِيْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ اَخْبَرَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِيْ اَبُوْ بَكْرٍ فِيْ تِلْكَ الْحَجَّةِ فِيْ مُؤَذِّنِيْنَ يَوْمَ النَّحْرِ نُؤَذِّنُ بِمِنًى اَلَا لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ قَالَ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلِيًّا فَاَمَرَهُ اَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةٍ ، قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَاَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ فِيْ اَهْلِ مِنًى يَوْمَ النَّحْرِ لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ

---

১. ওয়ারস ঃ এক প্রকার হলুদ রঙের তৃণ জাতীয় সুগন্ধি।

২. সাম্মা ঃ একই কাপড়ে সমস্ত শরীর এমনভাবে জড়ানো যাতে হাত-পা নড়াচড়া করতে অসুবিধা হয়।

৩. ইহতিবা ঃ পা ও হাঁটু দাঁড় করিয়ে বাহু বা কাপড় দিয়ে তা এমনভাবে বেষ্টন করে নিতম্বের উপর বসা যাতে লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার আশংকা থাকে।

৪. জাহিলী যুগের ক্রয়-বিক্রয়ের দুটি পদ্ধতি। লিমাস বলতে ক্রেতা কর্তৃক কোন বস্তুকে স্পর্শ করামাত্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রয় করতে বাধ্য হওয়া বুঝায়। আর নিবায বলতে ক্রেতা বা বিক্রেতা কর্তৃক কোন বস্তুর উপর পাথর ছুড়ে মারামাত্র অনিচ্ছা সত্ত্বেও ক্রয় করতে বাধ্য হওয়া বুঝায় (বুখারী, ১ম খণ্ড, হাশিয়া নং ৪, পৃ. ৫৬)। বিস্তারিত জানার জন্য ক্রয়-বিক্রয় (بيع) অধ্যায় দেখুন।

banglainternet.com

مُشْرِكٌ وَلاَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ .

৩৬২ ইসহাক (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমাকে আবূ বকর (রা) [যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর পক্ষ থেকে তাঁকে হজ্জের আমীর বানানো হয়েছিল] কুরবানীর দিন ঘোষকদের সাথে মিনায় এ ঘোষণা করার জন্যে পাঠালেন যে, এ বছরের পরে কোন মুশরিক বায়তুল্লাহর হজ্জ করতে পারবে না। আর কোন উলঙ্গ লোকও বায়তুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না। হুমায়দ ইব্ন 'আবদুর রহমান (র) বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ 'আলী (রা)-কে আবূ বকর (রা)-এর পেছনে প্রেরণ করেন আর তাঁকে সূরা বারাআতের (প্রথম অংশের) ঘোষণা করার নির্দেশ দেন। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ তখন আমাদের সঙ্গে 'আলী (রা) কুরবানীর দিন মিনায় ঘোষণা দেন যে, এ বছরের পর থেকে আর কোন মুশরিক হজ্জ করতে পারবে না এবং কোন উলঙ্গ ব্যক্তিও আর তওয়াফ করতে পারবে না।

٢٥٢. بَابُ الصَّلاَةِ بِغَيْرِ رِدَاءٍ

২৫২. পরিচ্ছেদ ঃ চাদর গায়ে না দিয়ে সালাত আদায় করা

٣٦٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ اَبِي الْمَوَالِيْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلٰى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، مُلْتَحِفًا بِهِ وَرِدَاؤُهُ مَوْضُوْعٌ فَلَمَّا انْصَرَفَ قُلْنَا يَا اَبَا عَبْدِ اللّٰهِ تُصَلِّيْ وَرِدَاؤُكَ مَوْضُوْعٌ قَالَ نَعَمْ اَحْبَبْتُ اَنْ يَرَانِيَ الْجُهَّالُ مِثْلُكُمْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ هٰكَذَا .

৩৬৩ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....মুহাম্মদ ইব্নুল মুনকাদির (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা)-এর কাছে গিয়ে দেখি তিনি একটি মাত্র কাপড় নিজের শরীরে জড়িয়ে সালাত আদায় করছেন অথচ তাঁর একটা চাদর সেখানে রাখা ছিল। সালাতের পর আমরা বললাম ঃ হে আবূ 'আবদুল্লাহ। আপনি সালাত আদায় করছেন, অথচ আপনার চাদর তুলে রেখেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, তোমাদের মত নির্বোধদের দেখানোর জন্যে আমি এরূপ করেছি। আমি নবী ﷺ -কে এভাবে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٢٥٣. بَابُ مَا يُذْكَرُ فِي الْفَخِذِ

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُرْوٰى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَرْهَدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَلْفَخِذُ عَوْرَةٌ ، وَقَالَ اَنَسٌ حَسَرَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ فَخِذِهِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَحَدِيْثُ اَنَسٍ اَسْنَدُ وَحَدِيْثُ جَرْهَدٍ اَحْوَطُ حَتّٰى يُخْرَجَ مِنْ اخْتِلاَفِهِمْ ، وَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى غَطّٰى النَّبِيُّ ﷺ رُكْبَتَيْهِ حِيْنَ دَخَلَ عُثْمَانُ ، وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهِ ﷺ وَفَخِذُهُ عَلٰى فَخِذِيْ فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتّٰى خِفْتُ اَنْ تَرُضَّ فَخِذِيْ

banglainternet.com

২৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ উরু সম্পর্কে বর্ণনা

আবূ 'আবদুল্লাহ (র) বলেন, বর্ণিত আছে যে, ইব্ন 'আব্বাস, জারহাদ ও মুহাম্মদ ইব্ন জাহ্শ (রা) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, উরু সতরের অন্তর্ভুক্ত। আর আনাস (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ তাঁর উরু থেকে কাপড় সরিয়েছিলেন (আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী [র] বলেন) সনদের দিক থেকে আনাস (রা)—এর হাদীস অধিক সহীহ্ আর জারহাদ (রা)—এর হাদীস অধিকতর সতর্কতামূলক। এভাবেই আমরা (উম্মতের মধ্যে) মতবিরোধ এড়াতে পারি। আর আবূ মূসা (রা) বলেছেন ঃ 'উসমান (রা)—এর আগমনে নবী ﷺ তাঁর হাঁটু ঢেকে নেন। যায়িদ ইব্ন সাবিত (রা) বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ﷺ—এর উপর ওহী নাযিল করেছেন এমন অবস্থায় যখন তাঁর উরু ছিল আমার উরুর উপর। আমার কাছে তাঁর উরু এত ভারী বোধ হচ্ছিল যে, আমি আশংকা করছিলাম, হয়ত আমার উরুর হাড় ভেঙ্গে যাবে

٣٦٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ غَزَا خَيْبَرَ فَصَلَّيْنَا عِنْدَهَا صَلاَةَ الْغَدَاةِ بِغَلَسٍ فَرَكِبَ نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ وَرَكِبَ اَبُوْ طَلْحَةَ وَاَنَا رَدِيْفُ اَبِيْ طَلْحَةَ فَاَجْرَى نَبِيُّ اللّٰهِ ﷺ فِيْ زُقَاقِ خَيْبَرَ وَاِنَّ رُكْبَتِيْ لَتَمَسُّ فَخِذَ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ حَسَرَ الْاِزَارَ عَنْ فَخِذِهِ حَتّٰى اِنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى بَيَاضِ فَخِذِ نَبِيِّ اللّٰهِ ﷺ فَلَمَّا دَخَلَ الْقَرْيَةَ قَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ اِنَّا اِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِيْنَ قَالَهَا ثَلاَثًا قَالَ وَخَرَجَ الْقَوْمُ اِلٰى اَعْمَالِهِمْ فَقَالُوْا مُحَمَّدٌ ، قَالَ عَبْدُ الْعَزِيْزِ ، وَقَالَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا وَالْخَمِيْسُ يَعْنِي الْجَيْشَ قَالَ فَاَصَبْنَاهَا عَنْوَةً فَجُمِعَ السَّبْيُ فَجَاءَ دِحْيَةُ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ قَالَ اذْهَبْ فَخُذْ جَارِيَةً فَاَخَذَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ فَجَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ اَعْطَيْتَ دِحْيَةَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَيٍّ سَيِّدَةَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرِ لاَ تَصْلُحُ اِلاَّ لَكَ قَالَ ادْعُوْهُ بِهَا فَجَاءَ بِهَا فَلَمَّا نَظَرَ اِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ خُذْ جَارِيَةً مِنَ السَّبْيِ غَيْرَهَا قَالَ فَاَعْتَقَهَا النَّبِيُّ ﷺ وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ لَهُ ثَابِتٌ يَا اَبَا حَمْزَةَ مَا اَصْدَقَهَا قَالَ نَفْسَهَا اَعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا حَتّٰى اِذَا كَانَ بِالطَّرِيْقِ جَهَّزَتْهَا لَهُ اُمُّ سُلَيْمٍ فَاَعْتَدَّتْهَا لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَاَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ عَرُوْسًا فَقَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْئٌ فَلْيَجِئْ بِهِ وَبَسَطَ نِطَعًا فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالتَّمْرِ وَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِئُ بِالسَّمْنِ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَدْ ذَكَرَ السَّوِيْقَ قَالَ فَحَاسُوْا حَيْسًا فَكَانَتْ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

banglainternet.com

৩৬৪ ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ খায়বর যুদ্ধে বের হয়েছিলেন। সেখানে আমরা ফজরের সালাত খুব ভোরে আদায় করলাম। তারপর নবী ﷺ সওয়ার হলেন। আবূ তাল্‌হা (রা)-ও সওয়ার হলেন, আর আমি আবূ তাল্‌হার পেছনে বসা ছিলাম। নবী ﷺ তাঁর সওয়ারীকে খায়বরের পথে চালিত করলেন। আমার হাঁটু নবী ﷺ-এর উরুতে লাগছিল। এরপর নবী ﷺ -এর উরু থেকে ইযার সরে গেল। এমনকি নবী ﷺ -এর উরুর উজ্জ্বলতা যেন এখনো আমি দেখছি। তিনি যখন নগরে প্রবেশ করলেন তখন বললেন ঃ আল্লাহু আকবার। খায়বর ধ্বংস হউক। আমরা যখন কোন কওমের প্রাঙ্গণে অবতরণ করি তখন সতর্কীকৃতদের ভোর হবে কতই না মন্দ! এ কথা তিনি তিনবার উচ্চারণ করলেন। আনাস (রা) বলেন ঃ খায়বরের অধিবাসীরা নিজেদের কাজে বেরিয়েছিল। তারা বলে উঠল ঃ মুহাম্মদ ﷺ! 'আবদুল 'আযীয (র) বলেন ঃ আমাদের কোন কোন সাথী "পূর্ণ বাহিনীসহ" (ওয়াল খামীস) শব্দও যোগ করেছেন। পরে যুদ্ধের মাধ্যমে আমরা খায়বর জয় করলাম। তখন যুদ্ধবন্দীদের সমবেত করা হলো। দিহ্‌য়া (রা) এসে বললেন ঃ হে আল্লাহ্‌র নবী ! বন্দীদের থেকে আমাকে একটি দাসী দিন। তিনি বললেন ঃ যাও, তুমি একটি দাসী নিয়ে যাও। তিনি সাফিয়্যা বিনত হুয়াই (রা)-কে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী ﷺ -এর কাছে এসে বলল ঃ ইয়া নবীয়াল্লাহ! বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীরের অন্যতম নেত্রী সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে আপনি দিহ্‌য়াকে দিচ্ছেন? তিনি তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বললেন ঃ দিহ্‌য়াকে সাফিয়্যাসহ ডেকে আন। তিনি সাফিয়্যাসহ উপস্থিত হলেন। যখন নবী ﷺ সাফিয়্যা (রা)-কে দেখলেন তখন (দিহ্‌য়াকে) বললেন ঃ তুমি বন্দীদের থেকে অন্য একটি দাসী দেখে নাও। রাবী বলেন ঃ নবী ﷺ সাফিয়্যা (রা)-কে আযাদ করে দিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করলেন। রাবী সাবিত (র) আবূ হামযা (আনাস) (রা)-কে জিজ্ঞেসা করলেন ঃ নবী ﷺ তাঁকে কি মাহর দিলেন? আনাস (রা) জওয়াব দিলেন ঃ তাঁকে আযাদ করাই তাঁর মাহর। এর বিনিময়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেছেন। এরপর পথে উম্মে সুলায়ম (রা) সাফিয়্যা (রা)-কে সাজিয়ে রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর খিদমতে পেশ করলেন। নবী ﷺ বাসর রাত যাপন করে ভোরে উঠলেন। তিনি ঘোষণা দিলেন ঃ যার কাছে খানার কিছু থাকে সে যেন তা নিয়ে আসে। এ বলে তিনি একটা চামড়ার দস্তরখান বিছালেন। কেউ খেজুর নিয়ে আসলো, কেউ ঘি আনলো। 'আবদুল 'আযীয (র) বলেন ঃ আমার মনে হয় আনাস (রা) ছাতুর কথাও উল্লেখ করেছেন। তারপর তাঁরা এসব মিশিয়ে খাবার তৈরী করলেন। এ-ই ছিল রাসূল ﷺ-এর ওয়ালীমা।

٢٥٤. بَابٌ فِيْ كَمْ تُصَلِّى الْمَرْأَةُ فِى الثِّيَابِ

وَقَالَ عِكْرِمَةُ لَوْ وَارَتْ جَسَدَهَا فِيْ ثَوْبٍ لَا جَزْئَهُ

২৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলারা সালাত আদায় করতে কয়টি কাপড় পরবে

'ইকরিমা (র) বলেন ঃ যদি একটি কাপড়ে মহিলার সমস্ত শরীর ঢেকে যায় তবে তাতেই সালাত জায়েয হবে

banglainternet.com

٣٦٥ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ

اللهِ ﷺ يُصَلِّى الْفَجْرَ فَتَشْهَدُ مَعَهُ نِسَاءٌ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ مُتَلَفِّعَاتٍ فِىْ مُرُوْطِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ اِلَى بُيُوْتِهِنَّ مَا يَعْرِفُهُنَّ اَحَدٌ.

৩৬৫ আবুল ইয়ামান (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ফজরের সালাত আদায় করতেন আর তাঁর সঙ্গে অনেক মু'মিন মহিলা চাদর দিয়ে গা ঢেকে শরীক হতো। তারপর তারা নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতো। আর তাদের কেউ চিনতে পারতো না।

٢٥٥. بَابٌ اِذَا صَلَّى فِىْ ثَوْبٍ لَهُ اَعْلاَمٌ وَنَظَرَ اِلَى عَلَمِهَا

২৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ কারুকার্য খচিত কাপড়ে সালাত আদায় করা এবং ঐ কারুকার্যে দৃষ্টি পড়া

٣٦٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلَّى فِىْ خَمِيْصَةٍ لَّهَا اَعْلاَمٌ فَنَظَرَ اِلَى اَعْلاَمِهَا نَظْرَةً فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ اذْهَبُوْا بِخَمِيْصَتِىْ هٰذِهِ اِلَى اَبِىْ جَهْمٍ وَاْتُوْنِىْ بِاَنْبِجَانِيَّةِ اَبِىْ جَهْمٍ فَاِنَّهَا اَلْهَتْنِىْ اٰنِفًا عَنْ صَلاَتِىْ * وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ كُنْتُ اَنْظُرُ اِلَى عَلَمِهَا وَاَنَا فِى الصَّلاَةِ فَاَخَافُ اَنْ تَفْتِنَنِىْ .

৩৬৬ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা একটি কারুকার্য খচিত চাদর গায়ে দিয়ে সালাত আদায় করলেন। আর সালাতে সে চাদরের কারুকার্যের প্রতি তাঁর দৃষ্টি পড়ল। সালাত শেষে তিনি বললেন ঃ এ চাদরখানা আবূ জাহমের কাছে নিয়ে যাও, আর তার কাছ থেকে আমবিজানিয়্যা (কারুকার্য ছাড়া মোটা চাদর) নিয়ে আস। এটা তো আমাকে সালাত থেকে অমনোযোগী করে দিচ্ছিল। হিশাম ইব্ন 'উরওয়া (র) তাঁর পিতা থেকে এবং তিনি 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমি সালাত আদায়ের সময় এর কারুকার্যের প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ে। তখন আমি আশংকা করছিলাম যে, এটা আমাকে ফিতনায় ফেলে দিতে পারে।

٢٥٦. بَابٌ اِنْ صَلَّى فِىْ ثَوْبٍ مُصَلِّبٍ اَوْ تَصَاوِيْرَ هَلْ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ ، وَمَا يُنْهٰى عَنْ ذٰلِكَ

২৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রুশ চিহ্ন অথবা ছবিযুক্ত কাপড়ে সালাত ফাসিদ হবে কিনা এবং এ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা

٣٦٧ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ كَانَ قِرَامٌ لِعَائِشَةَ سَتَرَتْ بِهِ جَانِبَ بَيْتِهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اَمِيْطِىْ عَنَّا قِرَامَكِ هٰذَا فَاِنَّهُ لاَتَزَالُ تَصَاوِيْرُهُ تَعْرِضُ فِىْ صَلاَتِىْ .

banglainternet.com

৩৬৭ আবূ মা'মার 'আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা (রা)-এর কাছে একটা বিচিত্র রঙের পাতলা পর্দার কাপড় ছিল। তিনি তা ঘরের এক দিকে পর্দা হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। নবী ﷺ বললেন ঃ আমার সম্মুখ থেকে এই পর্দা সরিয়ে নাও। কারণ সালাত আদায় করার সময় এর ছবিগুলো আমার সামনে ভেসে ওঠে।

٢٥٧. بَابُ مَنْ صَلَّى فِيْ فَرُّوْجٍ حَرِيْرٍ ثُمَّ نَزَعَهُ

২৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ রেশমী জুব্বা পরে সালাত আদায় করা ও পরে তা খুলে ফেলা

٣٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ عَنْ اَبِى الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أُهْدِىَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ فَرُّوْجُ حَرِيْرٍ فَلَبِسَهُ فَصَلّٰى فِيْهِ ثُمَّ انْصَرَفَ فَنَزَعَهُ نَزْعًا شَدِيْدًا كَالْكَارِهِ لَهُ وَقَالَ لاَ يَنْبَغِىْ هٰذَا لِلْمُتَّقِيْنَ .

৩৬৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'উকবা ইব্ন 'আমির (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ -কে একটা রেশমী জুব্বা হাদিয়া হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। তিনি তা পরিধান করে সালাত আদায় করলেন। কিন্তু সালাত শেষ হওয়ার সাথে সাথে দ্রুত তা খুলে ফেললেন, যেন তিনি তা পরা অপসন্দ করছিলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ মুত্তাকীদের জন্যে এই পোশাক সমীচীন নয়।

٢٥٨. بَابُ الصَّلاَةِ فِى الثَّوْبِ الْاَحْمَرِ

২৫৮. পরিচ্ছেদ ঃ লাল কাপড় পরে সালাত আদায় করা

٣٦٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُمَرُ بْنُ اَبِىْ زَائِدَةَ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فِىْ قُبَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ أُدَمٍ وَرَأَيْتُ بِلاَلاً اَخَذَ وَضُوْءَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَرَأَيْتُ النَّاسَ يَبْتَدِرُوْنَ ذَاكَ الْوَضُوْءَ فَمَنْ اَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا تَمَسَّحَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يُصِبْ مِنْهُ شَيْئًا اَخَذَ مِنْ بَلَلِ يَدِ صَاحِبِهِ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بِلاَلاً اَخَذَا عَنَزَةً لَهُ فَرَكَزَهَا وَخَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مُشَمِّرًا صَلّٰى اِلَى الْعَنَزَةِ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ وَرَأَيْتُ النَّاسَ وَالدَّوَابَّ يَمُرُّوْنَ مِنْ بَيْنِ يَدَىِ الْعَنَزَةِ .

৩৬৯ মুহাম্মদ ইব্ন 'আর'আরা (র).....আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে চামড়ার একটি লাল তাঁবুতে দেখলাম এবং তাঁর জন্য উযূর পানি নিয়ে বিলাল (রা)-কে উপস্থিত দেখলাম। আর লোকেরা তাঁর উযূর পানির জন্যে প্রতিযোগিতা করছে। কেউ সামান্য পানি পাওয়া মাত্র তা দিয়ে শরীর মুছে নিচ্ছে। আর যে পায়নি সে তার সাথীর ভিজা হাত থেকে নিয়ে নিচ্ছে। তারপর বিলাল (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর একটি লৌহফলকযুক্ত ছড়ি নিয়ে এসে তা মাটিতে পুঁতে দিলেন। নবী ﷺ একটা লাল

banglainternet.com

ডোরাযুক্ত পোশাক পরে বের হলেন, তাঁর তহবন্দ কিঞ্চিত উঁচু করে পরা ছিল। সে ছড়িটি সামনে রেখে লোকদের নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। আর মানুষ ও জন্তু-জানোয়ার ঐ ছড়িটির বাইরে চলাফেরা করছিলো।

٢٥٩. بَابُ الصَّلاَةِ فِي السُّطُوحِ وَالْمِنْبَرِ وَالْخَشَبِ

قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْجُمْدِ وَالْقَنَاطِرِ وَإِنْ جَرَى تَحْتَهَا بَوْلٌ أَوْ فَوْقَهَا أَوْ أَمَامَهَا إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا سُتْرَةٌ وَصَلَّى أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَلَى سَقْفِ الْمَسْجِدِ بِصَلاَةِ الإِمَامِ وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى الثَّلْجِ

২৫৯. ছাদ, মিম্বর ও কাঠের উপর সালাত আদায় করা

আবূ 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন ঃ হাসান বসরী (র) বরফ ও পুলের উপর সালাত আদায় করা দূষণীয় মনে করতেন না–যদিও তার নীচ দিয়ে, উপর দিয়ে অথবা সামনের দিক দিয়ে পেশাব প্রবাহিত হয় ; যদি উভয়ের মাঝে কোন ব্যবধান থাকে। আবূ হুরায়রা (রা) মসজিদের ছাদে ইমামের সাথে সালাত আদায় করেছিলেন। ইব্ন 'উমর (রা) বরফের উপর সালাত আদায় করেছেন

٣٧٠ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ حَازِمٍ قَالَ سَأَلُوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ الْمِنْبَرُ فَقَالَ مَا بَقِيَ بِالنَّاسِ أَعْلَمُ مِنِّيْ هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ عَمِلَهُ فُلاَنٌ مَوْلَى فُلاَنَةَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَقَامَ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ حِيْنَ عُمِلَ وَوُضِعَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ كَبَّرَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ فَقَرَأَ وَرَكَعَ وَرَكَعَ النَّاسُ خَلْفَهُ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى فَسَجَدَ عَلَى الأَرْضِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالأَرْضِ فَهٰذَا شَأْنُهُ * قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ قَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَلَنِيْ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَإِنَّمَا أَرَدْتُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَكُوْنَ الإِمَامُ أَعْلَى مِنَ النَّاسِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ فَقُلْتُ إِنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ كَانَ يُسْأَلُ عَنْ هٰذَا كَثِيْرًا فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْهُ قَالَ لاَ .

৩৭০ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....আবূ হাযিম (র) থেকে বর্ণিত যে, লোকেরা সাহল ইব্ন সা'দ (রা)-কে জিজ্ঞাসা করল ঃ (নবী ﷺ -এর) মিম্বর কিসের তৈরী ছিল? তিনি বললেন ঃ এ বিষয়ে আমার চাইতে বেশী জ্ঞাত আর কেউ নেই। তা ছিল গাবা নামক স্থানের ঝাউগাছের কাঠ দিয়ে তৈরী। অমুক মহিলার আযাদকৃত দাস অমুক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্যে তা তৈরী করেছিল। তা পুরোপুরি তৈরী ও স্থাপিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তার উপর দাঁড়িয়ে কিবলার দিকে মুখ করে তাকবীর বললেন। লোকেরা

banglainternet.com

তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে গেলেন। তারপর তিনি কিরাআত পড়লেন ও রুকূতে গেলেন। সকলেই তাঁর পেছনে রুকূতে গেলেন। তারপর তিনি মাথা তুলে পেছনে সরে গিয়ে মাটিতে সিজদা করলেন। আবার মিম্বরে ফিরে আসলেন এবং কিরাআত পড়ে রুকূতে গেলেন। তারপর তাঁর মাথা তুললেন এবং পেছনে সরে গিয়ে মাটিতে সিজদা করলেন। এ হলো মিম্বরের ইতিহাস। আবূ 'আবদুল্লাহ (ইমাম বুখারী) (র) বলেন ঃ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র) বলেছেন যে, আমাকে আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এবং বলেছিলেন ঃ আমার ধারণা, নবী ﷺ সবচাইতে উঁচু স্থানে ছিলেন। সুতরাং ইমামের মুক্তাদীদের চাইতে উঁচু স্থানে দাঁড়ানোতে কোন দোষ নেই।

'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র) বলেন ঃ আমি আহমদ ইব্ন হাম্বল (র)-কে বললাম ঃ সুফিয়ান ইব্ন 'উয়ায়না (র)-কে এ বিষয়ে বহুবার প্রশ্ন করা হয়েছে, আপনি তাঁর কাছে এ বিষয়ে কিছু শোনেন নি? তিনি জবাব দিলেন ঃ না।

٣٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ قَالَ أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَقَطَ عَنْ فَرَسِهِ فَجُحِشَتْ سَاقُهُ أَوْ كَتِفُهُ وَآلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَجَلَسَ فِيْ مَشْرُبَةٍ لَهُ دَرَجَتُهَا مِنْ جُذُوْعٍ النَّخْلِ فَأَتَاهُ أَصْحَابُهُ يَعُوْدُوْنَهُ فَصَلَّى بِهِمْ جَالِسًا وَهُمْ قِيَامٌ . فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا ، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوْا قِيَامًا ، وَنَزَلَ لِتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ ، فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ .

৩৭১ মুহাম্মদ ইব্ন 'আবদুর রহীম (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন, এতে তাঁর পায়ের 'গোছায়' অথবা (রাবী বলেছেন) 'কাঁধে' আঘাত পান। তিনি তাঁর স্ত্রীদের থেকে এক মাসের জন্যে পৃথক হয়ে থাকেন। তখন তিনি ঘরের উপরের কক্ষে অবস্থান করেন যার সিঁড়ি ছিল খেজুর গাছের কাণ্ডের তৈরী। সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে এলেন, তিনি তাঁদের নিয়ে বসে সালাত আদায় করলেন, আর তাঁরা ছিলেন দাঁড়ানো। সালাম ফিরিয়ে তিনি বললেন ঃ ইমাম এজন্যে যে, মুক্তাদীরা তার অনুসরণ করবে।[১] সুতরাং ইমাম তাকবীর বললে তোমরাও তাকবীর বলবে, তিনি রুকূ করলে তোমরাও রুকূ করবে। তিনি সিজদা করলে তোমরাও করবে। ইমাম দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলে তোমরাও দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। তারপর উনত্রিশ দিন পূর্ণ হলে তিনি নেমে আসলেন। তখন লোকেরা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনি তো এক মাসের শপথ করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ এ মাস উনত্রিশ দিনের।

٢٦٠. بَابٌ إِذَا أَصَابَ ثَوْبُ الْمُصَلِّيْ امْرَأَتَهُ إِذَا سَجَدَ

২৬০. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর কাপড় সিজদা করার সময় স্ত্রীর গায়ে লাগা

٣٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ

pathagar.net

১. রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর আখেরী আমলের দ্বারা ওযরবশতঃ ইমাম বসে সালাত আদায় করলে মুক্তাদীগণেরও বসে সালাত আদায় করার হুকুম রহিত হয়ে গিয়েছে। (উমদাতুল ক্বারী ৪খ, পৃ. ১০৬)

اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَاَنَا حِذَاءَهُ وَاَنَا حَائِضٌ وَرُبَّمَا اَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ اِذَا سَجَدَ قَالَتْ وَكَانَ يُصَلِّيْ عَلَى الْخُمْرَةِ .

৩৭২ মুসাদ্দাদ (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন সালাত আদায় করতেন তখন হায়েয অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমি তাঁর বরাবর বসে থাকতাম। কখনো কখনো তিনি সিজদা করার সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ে লাগতো। আর তিনি ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।

٢٦١. بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْحَصِيْرِ

وَصَلَّى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ وَاَبُوْ سَعِيْدٍ فِي السَّفِيْنَةِ قَائِمًا ، وَقَالَ الْحَسَنُ تُصَلِّيْ قَائِمًا مَالَمْ تَشُقَّ عَلَى اَصْحَابِكَ تَدُوْرُ مَعَهَا وَاِلاَّ فَقَاعِدًا

২৬১. পরিচ্ছেদ ঃ চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা

জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ ও আবূ সাঈদ (রা) নৌকায় দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করেছেন। হাসান (র) বলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সাথীদের জন্যে কষ্টকর না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে। আর নৌকার দিক পরিবর্তনের সাথে সাথে ঘুরে যাবে। অন্যথায় বসে সালাত আদায় করবে

٣٧٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ جَدَّتَهُ مُلَيْكَةَ دَعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ لَهُ فَاَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ قُوْمُوْا فَلِاُصَلِّ لَكُمْ قَالَ اَنَسٌ فَقُمْتُ اِلٰى حَصِيْرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُوْلِ مَالُبِسَ فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَصَفَفْتُ وَالْيَتِيْمُ وَرَاءَهُ وَالْعَجُوْزُ مِنْ وَرَائِنَا فَصَلّٰى لَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ .

৩৭৩ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর দাদী মুলায়কাহ্ (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে খাওয়ার দাওয়াত দিলেন, যা তাঁর জন্যই তৈরী করেছিলেন। তিনি তা থেকে খেলেন, এরপর বললেন ঃ উঠ, তোমাদের নিয়ে আমি সালাত আদায় করি। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি আমাদের একটি চাটাই আনার জন্য উঠলাম, তা অধিক ব্যবহারে কাল হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি সেটি পানি দিয়ে পরিষ্কার করে নিলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতের জন্যে দাঁড়ালেন। আর আমি এবং একজন ইয়াতীম বালক (যুমায়রা) তাঁর পেছনে দাঁড়ালাম আর বৃদ্ধা দাদী আমাদের পেছনে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি চলে গেলেন।

٢٦٢. بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

২৬২. পরিচ্ছেদ ঃ ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করা

banglainternet.com

٣٧٤ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ مَيْمُوْنَةَ

قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ .

৩৭৪ আবুল ওলীদ (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ছোট চাটাইয়ের উপর সালাত আদায় করতেন।

٢٦٣. بَابُ الصَّلاَةِ عَلَى الْفِرَاشِ وَصَلَّى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَلَى فِرَاشِهِ وَقَالَ أَنَسٌ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَسْجُدُ أَحَدُنَا عَلَى ثَوْبِهِ

২৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ বিছানায় সালাত আদায় করা

আনাস ইব্ন মালিক (রা) নিজের বিছানায় সালাত আদায় করতেন। আনাস (রা) বলেন ঃ আমরা নবী ﷺ –এর সঙ্গে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ নিজ কাপড়ের উপর সিজদা করতো

٣٧٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

৩৭৫ ইসমা'ঈল (র).....নবী ﷺ -এর স্ত্রী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সামনে ঘুমাতাম, আমার পা দু'খানা তাঁর কিবলার দিকে ছিল। তিনি সিজদায় গেলে আমার পায়ে মৃদু চাপ দিতেন, তখন আমি পা দু'খানা সংকুচিত করতাম। আর তিনি দাঁড়িয়ে গেলে আমি পা দু'খানা সম্প্রসারিত করতাম। তিনি বলেন ঃ সে সময় ঘরগুলোতে বাতি ছিল না।

٣٧٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ .

৩৭৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).....'আয়িশা (রা) 'উরওয়া (রা)-কে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করতেন আর তিনি ['আয়িশা (রা)] রাসূলুল্লাহ ﷺ ও তাঁর কিবলার মধ্যে পারিবারিক বিছানায় জানাযার মত আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতেন।

٣٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَعَائِشَةُ مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى الْفِرَاشِ الَّذِي يَنَامَانِ عَلَيْهِ .

৩৭৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন, আর 'আয়িশা (রা) তাঁর ও তাঁর কিবলার মাঝখানে তাঁদের বিছানায় শুয়ে থাকতেন।

banglainternet.com

٢٦٤. بَابُ السُّجُوْدِ عَلَى الثَّوْبِ فِيْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَقَالَ الْحَسَنُ كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُوْنَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِيْ كُمِّهِ

২৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ প্রচণ্ড গরমের সময় কাপড়ের উপর সিজদা করা

হাসান বসরী (র) বলেন, লোকেরা পাগড়ী ও টুপির উপর সিজদা করতো আর তাদের হাত থাকতো আস্তিনের ভিতর

٣٧٨ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنِيْ غَالِبُ الْقَطَّانُ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَيَضَعُ اَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ فِيْ مَكَانِ السُّجُوْدِ .

৩৭৮ আবুল ওলীদ হিশাম ইব্ন 'আবদুল মালিক (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, আমরা নবী ﷺ-এর সাথে সালাত আদায় করতাম। আমাদের কেউ কেউ সিজদার সময় অধিক গরমের কারণে কাপড়ের প্রান্ত সিজদার স্থানে রাখতো।

٢٦٥. بَابُ الصَّلاَةِ فِي النِّعَالِ

২৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ জুতা পরে সালাত আদায় করা

٣٧٩ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُوْمَسْلَمَةَ سَعِيْدُ بْنُ يَزِيْدَ الْاَزْدِيُّ قَالَ سَاَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ اَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ نَعْلَيْهِ قَالَ نَعَمْ .

৩৭৯ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র).....আবূ মাসলামা সা'ঈদ ইব্ন ইয়াযীদ আল-আয্দী (র) বলেন ঃ আমি আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, নবী ﷺ কি তাঁর না'লাইন (চপ্পল) পরে সালাত আদায় করতেন? তিনি বললেন, হাঁ।

٢٦٦. بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْخِفَافِ

২৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ মোজা পরে সালাত আদায় করা

٣٨٠ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَعْمَشِ قَالَ سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ يُحَدِّثُ عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ رَاَيْتُ جَرِيْرَبْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بَالَ ثُمَّ تَوَضَّاَ وَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ ثُمَّ قَامَ فَصَلّٰى فَسُئِلَ فَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَنَعَ مِثْلَ هٰذَا * قَالَ اِبْرَاهِيْمُ فَكَانَ يُعْجِبُهُمْ لِاَنَّ جَرِيْرًا كَانَ مِنْ اٰخِرِ مَنْ اَسْلَمَ .

banglainternet.com

৩৮০ আদম (র).....হাম্মাম ইব্ন হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি জারীর ইব্ন 'আবদুল্লাহ

(র)-কে দেখলাম যে, তিনি পেশাব করলেন। তারপর উযূ করলেন আর উভয় মোজার উপরে মসেহ্ করলেন। তারপর তিনি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করলেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন ঃ আমি নবী ﷺ-কেও এরূপ করতে দেখেছি। ইবরাহীম (র) বলেন ঃ এই হাদীস মুহাদ্দিসীনের কাছে অত্যন্ত পসন্দনীয়। কারণ জারীর (রা) ছিলেন নবী ﷺ-এর শেষ যুগের ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন।

٣٨١ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ وَضَّأْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَمَسَحَ عَلٰى خُفَّيْهِ وَصَلّٰى .

৩৮১ ইসহাক ইব্ন নাসর (র).....মুগীরা ইব্ন শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে উযূ করিয়েছি। তিনি (উযূর সময়) মোজা দু'টির উপর মসেহ্ করলেন ও সালাত আদায় করলেন।

٢٦٧. بَابُ اِذَا لَمْ يُتِمَّ السُّجُوْدَ

২৬৭. সিজদা পূর্ণভাবে না করলে

٣٨٢ اَخْبَرَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا مَهْدِيٌّ عَنْ وَاصِلٍ عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ حُذَيْفَةَ رَاٰى رَجُلاً لاَ يُتِمُّ رُكُوْعَهُ وَلاَ سُجُوْدَهُ فَلَمَّا قَضٰى صَلاَتَهُ قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مَا صَلَّيْتَ قَالَ وَاَحْسِبُهُ قَالَ لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ .

৩৮২ সাল্‌ত ইব্ন মুহাম্মদ (র).....হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার রুকূ-সিজদা পুরোপুরি আদায় করছিল না। সে যখন সালাত শেষ করলো তখন তাকে হুযায়ফা (রা) বললেন ঃ তোমার সালাত ঠিক হয়নি। রাবী বলেন ঃ আমার মনে হয় তিনি (হুযায়ফা) এ কথাও বলেছেন, (এ অবস্থায়) তোমার মৃত্যু হলে তা মুহাম্মদ ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী হবে না।

٢٦٨. بَابٌ يُبْدِيْ ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِيْ جَنْبَيْهِ فِي السُّجُوْدِ

২৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ সিজদায় বাহুমূল খোলা রাখা এবং দু'পাশ আলগা রাখা

٣٨٣ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ * وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ نَحْوَهُ .

৩৮৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ সালাতের সময় উভয় বাহু পৃথক রাখতেন। এমনকি তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ পেতো। লাইস (র) বলেন ঃ জা'ফর ইব্ন রবী'আহ্ (র) আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

٢٦٩. بَابُ فَضْلِ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ

يَسْتَقْبِلُ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ قَالَهُ أَبُوْ حُمَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

২৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কিবলামুখী হওয়ার ফযীলত

পায়ের আঙুলকেও কিবলামুখী রাখবে। আবূ হুমায়দ (রা) নবী ﷺ থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٨٤ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَهْدِيِّ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ سِيَاهٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِيْ لَهُ ذِمَّةُ اللهِ وَ ذِمَّةُ رَسُوْلِهِ فَلاَ تُخْفِرُوا اللهَ فِيْ ذِمَّتِهِ .

৩৮৪ 'আমর ইব্ন 'আব্বাস (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহ্র যিম্মাদারীতে খিয়ানত করো না।

٣٨٥ حَدَّثَنَا نُعَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ . فَإِذَا قَالُوْهَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوْا قِبْلَتَنَا، وَأَكَلُوْا ذَبِيْحَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ * وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قَالَ سَأَلَ مَيْمُوْنُ بْنُ سِيَاهٍ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ وَمَا يُحَرِّمُ دَمَ الْعَبْدِ وَمَالَهُ فَقَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا ، وَصَلَّى صَلاَتَنَا ، وَأَكَلَ ذَبِيْحَتَنَا فَهُوَ الْمُسْلِمُ لَهُ مَا لِلْمُسْلِمِ وَعَلَيْهِ مَا عَلَى الْمُسْلِمِ * وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

৩৮৫ নু'আইম (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমাকে লোকের বিরুদ্ধে জিহাদ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তারা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" স্বীকার করবে। যখন তারা তা স্বীকার করে নেয়, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয় এবং আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, তখন তাদের জান-মালসমূহ আমাদের জন্যে হারাম হয়ে যায়। অবশ্য রক্তের বা সম্পদের দাবীর কথা ভিন্ন। আর তাদের হিসাব আল্লাহ্র কাছে। 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র) হুমায়দ (র) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মায়মূন ইব্ন সিয়াহ আনাস ইব্ন মালিক (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেনঃ

banglainternet.com

হে আবূ হামযাহ, কিসে মানুষের জান-মাল হারাম হয়? তিনি জবাব দিলেন, যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু-র সাক্ষ্য দেয়, আমাদের কেবলামুখী হয়, আমাদের মত সালাত আদায় করে, আর আমাদের যবেহ করা প্রাণী খায়, সে-ই মুসলিম। অন্য মুসলমানের মতই তার অধিকার রয়েছে। আর অন্য মুসলমানদের মতই তার দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। ইব্ন আবূ মারয়াম, ইয়াহ্ইয়া ইব্ন আয়ূব (র).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে (অনুরূপ) বর্ণনা করেন।

٢٧٠. بَابُ قِبْلَةِ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَأَهْلِ الشَّامِ وَالْمَشْرِقِ

لَيْسَ فِي الْمَشْرِقِ وَلاَ فِي الْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا

২৭০. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনা, সিরিয়া ও (মদীনার) পূর্ব দিকের অধিবাসীদের কিবলা

কিবলা পূর্বে বা পশ্চিমে নয়। কারণ নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা পায়খানা বা পেশাব করতে কিবলামুখী হবে না, বরং তোমরা (উত্তর অঞ্চলের অধিবাসীরা) পূর্বদিকে কিংবা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাবে

٣٨٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِيْ أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلاَ تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلاَ تَسْتَدْبِرُوْهَا وَلَكِنْ شَرِّقُوْا أَوْ غَرِّبُوْا قَالَ أَبُوْ أَيُّوْبَ فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيْضَ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ * وَعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَيُّوْبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩৮৬ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যখন তোমরা পায়খানা করতে যাও, তখন কিবলার দিকে মুখ করবে না কিংবা পিঠও দিবে না, বরং তোমরা পূর্ব দিকে অথবা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে। আবূ আয়্যূব আনসারী (রা) বলেন ঃ আমরা যখন সিরিয়ায় এলাম তখন পায়খানাগুলো কিবলামুখী বানানো পেলাম। আমরা কিছুটা ঘুরে বসতাম এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতাম। যুহরী (র) 'আতা (র) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আমি আবূ আয়্যূব (রা)-কে নবী ﷺ -এর নিকট থেকে অনুরূপ বর্ণনা করতে শুনেছি।

٢٧١. بَابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ إِبْرَهِيْمَ مُصَلًّى

২৭১. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর (২ ঃ ১২৫)

banglainternet.com

٣٨٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَافَ

بِالْبَيْتِ الْعُمْرَةَ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ اَيَأْتِيْ امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ لاَ يَقْرَبَنَّهَا حَتّٰى يَطُوْفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

৩৮৭ হুমায়দী (র)..... 'আমর ইব্ন দীনার (র) বলেন ঃ আমরা ইব্ন 'উমর (রা)-কে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম—যে ব্যক্তি 'উমরার জন্যে বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করেছে কিন্তু সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করে নি, সে কি তার স্ত্রীর সাথে সঙ্গত হতে পারবে? তিনি জবাব দিলেন, নবী ﷺ এসে সাতবার বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করেছেন, মাকামে ইবরাহীমের কাছে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন আর সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করেছেন। তোমাদের জন্যে আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমরা জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেছি, তিনি বলেছেন ঃ সাফা-মারওয়ায় সা'ঈ করার আগ পর্যন্ত স্ত্রীর কাছে যাবে না।

٣٨٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ سَيْفٍ يَعْنِي ابْنِ اَبِيْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا قَالَ اُتِيَ ابْنُ عُمَرَ فَقِيْلَ لَهُ هٰذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ فَاَقْبَلْتُ وَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ خَرَجَ وَاَجِدُ بِلاَلاً قَائِمًا بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقُلْتُ اَصَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ اللَّتَيْنِ عَلٰى يَسَارِهِ اِذَا دَخَلْتَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلّٰى فِيْ وَجْهِ الْكَعْبَةِ رَكْعَتَيْنِ .

৩৮৮ মুসাদ্দাদ (র).....মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি ইব্ন 'উমর (রা)-এর নিকট এলেন, এবং বললেন ঃ ইনি হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, তিনি কা'বা ঘরে প্রবেশ করেছেন। ইব্ন 'উমর বলেন ঃ আমি সেদিকে এগিয়ে গেলাম এবং দেখলাম যে, নবী ﷺ কা'বা থেকে বেরিয়ে পড়েছেন। আমি বিলাল (রা)-কে উভয় কপাটের মাঝখানে দাঁড়ানো দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, নবী ﷺ কি কা'বা ঘরের অভ্যন্তরে সালাত আদায় করছেন? তিনি জবাব দিলেন, হাঁ, কা'বায় প্রবেশ করার সময় তোমার বাঁ দিকের দুই স্তম্ভের মধ্যখানে দুই রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। তারপর তিনি বের হলেন এবং কা'বার সামনে দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

٣٨٩ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ دَعَا فِيْ نَوَاحِيْهِ كُلِّهَا وَلَمْ يُصَلِّ حَتّٰى خَرَجَ مِنْهُ فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ فِيْ قُبُلِ الْكَعْبَةِ وَقَالَ هٰذِهِ الْقِبْلَةُ .

৩৮৯ ইসহাক ইব্ন নসর (র).....ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ যখন নবী ﷺ কা'বায় প্রবেশ করেন, তখন তার সকল দিকে দু'আ করেছেন, সালাত আদায় না করেই বেরিয়ে এসেছেন এবং বের হওয়ার পর কা'বার সামনে দু'রাক'আত সালাত আদায় করেছেন, আর বলেছেন, এই কিবলা।

banglainternet.com

٢٧٢. بَابُ التَّوَجُّهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ حَيْثُ كَانَ

وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ

২৭২. পরিচ্ছেদ ঃ যেখানেই হোক (সালাতে) কিবলামুখী হওয়া

আবূ হুরায়রা (রা) বলেন যে, নবী ﷺ বলেছেন ঃ কিবলামুখী হও এবং তাকবীর বল

٣٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ اِسْحٰقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلّٰى نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا اَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُحِبُّ اَنْ يُوَجَّهَ اِلَى الْكَعْبَةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِى السَّمَاءِ فَتَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ وَقَالَ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ وَهُمُ الْيَهُوْدُ مَا وَلّٰهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ، فَصَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ ثُمَّ خَرَجَ بَعْدَ مَا صَلّٰى فَمَرَّ عَلٰى قَوْمٍ مِنَ الْاَنْصَارِ فِىْ صَلٰوةِ الْعَصْرِ يُصَلُّوْنَ نَحْوَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ فَقَالَ هُوَ يَشْهَدُ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاَنَّهُ تَوَجَّهَ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَتَحَرَّفَ الْقَوْمُ حَتّٰى تَوَجَّهُوْا نَحْوَ الْكَعْبَةِ .

৩৯০ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন রাজা' (র).....বারা' ইব্ন 'আযিব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল মুকাদ্দাসমুখী হয়ে ষোল বা সতের মাস সালাত আদায় করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার দিকে কিবলা করা পসন্দ করতেন। মহান আল্লাহ নাযিল করেন ঃ "আকাশের দিকে আপনার বারবার তাকানোকে আমি অবশ্য লক্ষ্য করছি।" (২ ঃ ১৪৪) তারপর তিনি কা'বার দিকে মুখ করেন। আর নির্বোধ লোকেরা— তারা ইয়াহুদী, বলতো, "তারা এ যাবত যে কিবলা অনুসরণ করে আসছিলো, তা থেকে কিসে তাদেরকে ফিরিয়ে দিল ? বলুন ঃ (হে নবী) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।" (২ ঃ ১৪২) তখন নবী ﷺ-এর সঙ্গে এক ব্যক্তি সালাত আদায় করলেন এবং বেরিয়ে গেলেন। তিনি আসরের সালাতের সময় আনসারগণের এক গোত্রের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁরা বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করছিলেন। তখন তিনি বললেন ঃ (তিনি নিজেই) সাক্ষী যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে তিনি সালাত আদায় করেছেন, আর তিনি (রাসূলুল্লাহ ﷺ) কা'বার দিকে মুখ করেছেন। তখন সে গোত্রের লোকজন ঘুরে কা'বার দিকে মুখ করলেন।

٣٩١ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ اَبِىْ كَثِيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّىْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ فَاِذَا اَرَادَ الْفَرِيْضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ .

banglainternet.com

৩৯১ মুসলিম ইব্ন ইবরাহীম (র).....জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ নিজের সওয়ারীর উপর (নফল) সালাত আদায় করতেন—সওয়ারী তাঁকে নিয়ে যে দিকেই মুখ করত না কেন। কিন্তু যখন ফরয সালাত আদায়ের ইচ্ছা করতেন, তখন নেমে পড়তেন এবং কিবলার দিকে মুখ করতেন।

٣٩٢ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لاَ اَدْرِيْ زَادَ اَوْ نَقَصَ ، فَلَمَّا سَلَّمَ قِيْلَ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَحَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ ، قَالَ وَمَا ذَاكَ ، قَالُوْا صَلَّيْتَ كَذَا وَكَذَا فَثَنٰى رِجْلَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ، فَلَمَّا اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَالَ اِنَّهُ لَوْ حَدَثَ فِي الصَّلاَةِ شَيْءٌ لَنَبَّاْتُكُمْ بِهِ - وَلٰكِنْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ اَنْسٰى كَمَا تَنْسَوْنَ فَاِذَا نَسِيْتُ فَذَكِّرُوْنِيْ، وَاِذَا شَكَّ اَحَدُكُمْ فِيْ صَلاَتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ ثُمَّ لِيُسَلِّمْ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ .

৩৯২ 'উসমান (র).....'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ সালাত আদায় করলেন। রাবী ইব্রাহীম (র) বলেন ঃ আমার জানা নেই, তিনি বেশী করেছেন বা কম করেছেন। সালাম ফিরানোর পর তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সালাতের মধ্যে নতুন কিছু হয়েছে কি? তিনি বললেন ঃ তা কী? তাঁরা বললেন ঃ আপনি তো এরূপ এরূপ সালাত আদায় করলেন। তিনি তখন তাঁর দু'পা ঘুরিয়ে কিবলামুখী হলেন। আর দু'টি সিজদা আদায় করলেন। এরপর সালাম ফিরালেন। পরে তিনি আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ যদি সালাত সম্পর্কে নতুন কিছু হতো, তবে অবশ্যই তোমাদের তা জানিয়ে দিতাম। কিন্তু আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। তোমরা যেমন ভুল করে থাক, আমিও তোমাদের মত ভুলে যাই। আমি কোন সময় ভুলে গেলে তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেবে। তোমাদের কেউ সালাত সম্বন্ধে সন্দেহে পতিত হলে সে যেন নিঃসন্দেহ হওয়ার চেষ্টা করে এবং সে অনুযায়ী সালাত পূর্ণ করে। তারপর যেন সালাম ফিরিয়ে দু'টি সিজদা আদায় করে।

٢٧٣. بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِبْلَةِ وَمَنْ لَمْ يَرَ الْاِعَادَةَ عَلَى مَنْ سَهٰى فَصَلّٰى اِلٰى غَيْرِ الْقِبْلَةِ وَقَدْ سَلَّمَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْ رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ وَاَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ ثُمَّ اَتَمَّ مَا بَقِيَ

২৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ কিবলা সম্পর্কে বর্ণনা

ভুলবশত কিবলার পরিবর্তে অন্যদিকে মুখ করে সালাত আদায় করলে তা পুনরায় আদায় করা যাদের মতে আবশ্যকীয় নয়। নবী ﷺ যুহরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরিয়ে মুসল্লীগণের দিকে মুখ করলেন। তার পরে বাকী সালাত পূর্ণ করলেন।

٣٩٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَافَقْتُ رَبِّيْ فِيْ ثَلاَثٍ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوِ اتَّخَذْنَا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى فَنَزَلَتْ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرٰهِيْمَ

banglainternet.com

مُصَلًّى ، وَايَةُ الْحِجَابِ - قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَمَرْتَ نِسَاءَكَ اَنْ يَحْتَجِبْنَ فَاِنَّهُ يُكَلِّمُهُنَّ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَنَزَلَتْ اٰيَةُ الْحِجَابِ ، وَاجْتَمَعَ نِسَاءُ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْغَيْرَةِ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ عَسٰى رَبُّهُ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهُ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ .

قَالَ ابْنُ اَبِيْ مَرْيَمَ قَالَ اَخْبَرَنَا يَحْيٰى بْنُ اَيُّوْبَ قَالَ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدٌ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا بِهٰذَا .

৩৯৩ 'আমর ইব্ন 'আওন (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'উমর (রা) বলেছেন ঃ তিনটি বিষয়ে আমার অভিমত আল্লাহ্‌র ওহীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। আমি বলেছিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা যদি মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানাতে পারতাম! তখন এ আয়াত নাযিল হয় ঃ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهِيْمَ مُصَلًّى "তোমরা মাকামে ইবরাহীমকে সালাতের স্থান বানাও ।"(২ ঃ ১২৫) (দ্বিতীয়) পর্দার আয়াত, আমি বললাম ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি যদি আপনার সহধর্মিণীগণকে পর্দার আদেশ করতেন! কেননা, সৎ ও অসৎ সবাই তাঁদের সাথে কথা বলে। তখন পর্দার আয়াত নাযিল হয়। আর একবার নবী ﷺ -এর সহধর্মিণীগণ অভিমান সহকারে একত্রে তাঁর নিকট উপস্থিত হন। তখন আমি তাঁদেরকে বললাম ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি তোমাদের তালাক দেন, তাহলে তাঁর রব তাঁকে তোমাদের পরিবর্তে তোমাদের চাইতে উত্তম অনুগত স্ত্রী দান করবেন। (৬৬ ঃ ৫) তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

অপর সনদে ইব্ন আবূ মারয়াম (র)..... আনাস (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٣٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءٍ فِيْ صَلَاةِ الصُّبْحِ اِذْ جَاءَهُمْ اٰتٍ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَدْ اُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْاٰنٌ ، وَقَدْ اُمِرَ اَنْ يَّسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ فَاسْتَقْبِلُوْهَا ، وَكَانَتْ وُجُوْهُهُمْ اِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوْا اِلَى الْكَعْبَةِ .

৩৯৪ 'আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র)..... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক সময় লোকেরা কূবা নামক স্থানে ফজরের সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাদের নিকট এক ব্যক্তি এসে বললেন যে, এ রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর প্রতি ওহী নাযিল হয়েছে। আর তাঁকে কা'বামুখী হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই তোমরা কা'বার দিকে মুখ কর। তখন তাঁদের চেহারা ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে। এ কথা শুনে তাঁরা কা'বার দিকে মুখ করে নিলেন।

٣٩٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ صَلّٰى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ خَمْسًا فَقَالُوْا اَزِيْدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالُوْا صَلَّيْتَ خَمْسًا فَثَنٰى رِجْلَيْهِ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ .

banglainternet.com

৩৯৫ মুসাদ্দাদ (র).....'আবদুল্লাহ (ইব্ন মাস'উদ) (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার নবী ﷺ যুহরের সালাত পাঁচ রাক'আত আদায় করেন। তখন মুসল্লীগণ জিজ্ঞাসা করলেন ঃ সালাতে কি কিছু বৃদ্ধি করা

হয়েছে? তিনি বললেন ঃ তা কি? তারা বললেন ঃ আপনি যে পাঁচ রাক'আত সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তিনি নিজের পা ঘুরিয়ে (কিবলামুখী হয়ে) দুই সিজদা (সিজদা সাহু) করে নিলেন।

٢٧٤. بَابُ حَكِّ الْبُزَاقِ بِالْيَدِ مِنَ الْمَسْجِدِ

২৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে থুথু হাতের সাহায্যে পরিষ্কার করা

٣٩٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِ حَتّٰى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِي صَلَاتِهِ فَاِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ اَوْ اِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْقِبْلَةِ فَلَا يَبْزُقَنَّ اَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَصَقَ فِيهِ ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ فَقَالَ اَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا .

৩৯৬ কুতায়বা (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিবলার দিকে (দেয়ালে) 'কফ' দেখলেন। এটা তাঁর কাছে কষ্টদায়ক মনে হলো। এমনকি তাঁর চেহারায় তা ফুটে উঠলো। তিনি উঠে গিয়ে তা হাত দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে তার রবের সাথে একান্তে কথা বলে। অথবা বলেছেন, তার ও কিবলার মাঝখানে তার রব আছেন। কাজেই, তোমাদের কেউ যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে। বরং সে যেন তার বাম দিকে অথবা পায়ের নীচে তা ফেলে। তারপর চাদরের আঁচল নিয়ে তাতে তিনি থুথু ফেললেন এবং তার এক অংশকে অন্য অংশের উপর ভাঁজ করলেন এবং বললেন ঃ অথবা সে এরূপ করবে।

٣٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ اِذَا كَانَ اَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقْ قِبَلَ وَجْهِهِ فَاِنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ قِبَلَ وَجْهِهِ اِذَا صَلّٰى .

৩৯৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)..... 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে থুথু দেখে তা পরিষ্কার করে দিলেন। তারপর লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সালাত আদায় করে সে যেন তার সামনের দিকে থুথু না ফেলে। কেননা, সে যখন সালাত আদায় করে তখন তার সামনের দিকে আল্লাহ তা'আলা থাকেন।

٣٩٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِينَ اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا اَوْ بُصَاقًا اَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ .

banglainternet.com

৩৯৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ.(র).....উম্মুল মু'মিনীন হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কিবলার দিকের দেওয়ালে নাকের শ্লেষ্মা, থুথু কিংবা কফ দেখলেন এবং তা পরিষ্কার করলেন।

٢٧٥. بَابُ حَكِّ الْمُخَاطِ بِالْحَصٰى مِنَ الْمَسْجِدِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اِنْ وَطِئْتَ عَلٰى قَذَرٍ رَطْبٍ فَاغْسِلْهُ - وَاِنْ كَانَ يَابِسًا فَلَا

২৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ কাঁকর দিয়ে মসজিদ থেকে নাকের শ্লেষ্মা পরিষ্কার করা

ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ যদি আর্দ্র আবর্জনায় তোমার পা ফেল, তখন তা ধুইয়ে ফেলবে, আর শুকনো হলে ধোয়ার প্রয়োজন নেই

٣٩٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِيْ جِدَارِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا فَقَالَ اِذَا تَنَخَّمَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهٖ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى .

৩৯৯ মূসা ইব্ন ইসমা'ঈল (র).....আবূ হুরায়রা ও আবূ সা'ঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখে কাঁকর নিয়ে তা মুছে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ যেন সামনের দিকে অথবা ডান দিকে কফ না ফেলে, বরং সে যেন তা তার বাম দিকে অথবা তার বাঁ পায়ের নীচে ফেলে।

٢٧٦. بَابُ لَا يَبْصُقُ عَنْ يَمِيْنِهٖ فِي الصَّلَاةِ

২৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতে ডান দিকে থুথু ফেলবে না

٤٠٠ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ وَاَبَا سَعِيْدٍ اَخْبَرَاهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِيْ حَائِطِ الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَصَاةً فَحَتَّهَا ثُمَّ قَالَ اِذَا تَنَخَّمَ اَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَخَّمْ قِبَلَ وَجْهِهٖ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرٰى .

৪০০ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র).....আবূ হুরায়রা (রা) ও আবূ সা'ঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদের দেওয়ালে কফ দেখলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু কাঁকর নিলেন এবং তা মুছে ফেললেন। তারপর তিনি বললেন ঃ তোমাদের কেউ কফ ফেললে তা যেন সে সামনে অথবা ডানে না ফেলে। বরং (প্রয়োজনে) সে বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলবে।

٤٠١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسًا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَتْفُلَنَّ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهٖ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهٖ اَوْ تَحْتَ رِجْلِهٖ .

banglainternet.com

৪০১ হাফস ইব্ন 'উমর (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন তার সামনে বা ডানে থুথু না ফেলে; বরং তার বাঁয়ে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে।

٢٧٧. بَابٌ لِيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى

২৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ থুথু যেন বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলে

٤٠٢ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ .

৪০২ আদম (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মু'মিন যখন সালাতে থাকে, তখন সে তার রবের সঙ্গে একান্তে কথা বলে। কাজেই সে যেন তার সামনে, ডানে থুথু না ফেলে, বরং তার বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে ফেলে।

٤٠٣ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ ، ثُمَّ نَهٰى أَنْ يَبْزُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى .

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ حُمَيْدًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَهُ -

৪০৩ 'আলী (র).....আবূ সা'ঈদ (খুদরী) (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ একবার মসজিদের কিবলার দিকের দেওয়ালে কফ দেখলেন, তখন তিনি কাঁকর দিয়ে তা মুছে দিলেন। তারপর সামনের দিকে অথবা ডান দিকে থুথু ফেলতে নিষেধ করলেন। কিন্তু (প্রয়োজনে) বাঁ দিকে অথবা বাঁ পায়ের নীচে ফেলতে বললেন।

যুহরী (র) হুমাইদ (র)-এর মাধ্যমে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٧٨. بَابُ كَفَّارَةِ الْبُزَاقِ فِي الْمَسْجِدِ

২৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে থুথু ফেলার কাফ্‌ফারা

٤٠٤ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْبُزَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا .

৪০৪ আদম (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ্, আর তার কাফফারা (প্রতিকার) হল তা পুঁতে ফেলা।

٢٧٩. بَابُ دَفْنِ النُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে কফ পুঁতে ফেলা

banglainternet.com

٤٠٥ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

قَالَ اِذَا قَامَ اَحَدُكُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَا يَبْصُقْ اَمَامَهُ فَاِنَّمَا يُنَاجِيْ اللّٰهَ مَا دَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ وَلَا عَنْ يَمِيْنِهِ فَاِنَّ عَنْ يَمِيْنِهِ مَلَكًا وَ لْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ فَيَدْفِنُهَا .

৪০৫ ইসহাক ইব্ন নাসর (র).....আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ালে সে তার সামনের দিকে থুথু ফেলবে না। সে যতক্ষণ তার মুসল্লায় থাকে, ততক্ষণ মহান আল্লাহর সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলে। আর ডান দিকেও ফেলবে না। কেননা, তার ডান দিকে থাকেন ফিরিশতা। সে যেন তার বাঁ দিকে অথবা পায়ের নীচে থুথু ফেলে এবং পরে তা পুঁতে ফেলে।

٢٨٠. بَابٌ اِذَا بَدَرَهُ الْبُزَاقُ فَلْيَأْخُذْ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ

২৮০. পরিচ্ছেদ ঃ থুথু ফেলতে বাধ্য হলে তা কাপড়ের কিনারে ফেলবে

٤٠٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَاٰى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَحَكَّهَا بِيَدِهِ وَرُئِيَ مِنْهُ كَرَاهِيَةٌ اَوْ رُئِيَ كَرَاهِيَتُهُ لِذٰلِكَ وَشِدَّتُهُ عَلَيْهِ . وَقَالَ اِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا قَامَ فِيْ صَلٰوتِهِ فَاِنَّمَا يُنَاجِيْ رَبَّهُ . اَوْ رَبُّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قِبْلَتِهِ فَلَا يَبْزُقَنَّ فِيْ قِبْلَتِهِ وَلٰكِنْ عَنْ يَسَارِهِ اَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ ثُمَّ اَخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ فَبَزَقَ فِيْهِ وَرَدَّ بَعْضَهُ عَلٰى بَعْضٍ قَالَ اَوْ يَفْعَلُ هٰكَذَا .

৪০৬ মালিক ইব্ন ইসমা'ঈল (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ কিবলার দিকে (দেওয়ালে) কফ দেখে তা নিজ হাতে মুছে ফেললেন আর তাঁর চেহারায় অসন্তোষ প্রকাশ পেল। বা সে কারণে তাঁর চেহারায় অসন্তোষ প্রকাশ পেলো এবং এর প্রতি তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ পেল। তিনি বললেন ঃ যখন তোমাদের কেউ সালাতে দাঁড়ায়, তখন সে তার রবের সঙ্গে চুপে চুপে কথা বলে। অথবা (বলেছেন) তখন তার রব কিবলা ও তার মাঝখানে থাকেন। কাজেই সে যেন কিবলার দিকে থুথু না ফেলে, বরং (প্রয়োজনে) তার বাঁ দিকে বা পায়ের নীচে ফেলবে। তারপর তিনি চাদরের কোণ ধরে তাতে থুথু ফেলে এক অংশের উপর অপর অংশ ভাঁজ করে দিলেন এবং বললেন ঃ অথবা এরূপ করবে।

٢٨١. بَابُ عِظَةِ الْاِمَامِ النَّاسَ فِيْ اِتْمَامِ الصَّلٰوةِ وَذِكْرِ الْقِبْلَةِ

২৮১. পরিচ্ছেদ ঃ সালাত পূর্ণ করার ও কিবলার ব্যাপারে লোকদেরকে ইমামের উপদেশ দান

٤٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ هَلْ تَرَوْنَ قِبْلَتِيْ هَاهُنَا فَوَ اللّٰهِ مَا يَخْفٰى عَلَيَّ خُشُوْعُكُمْ وَلَا رُكُوْعُكُمْ اِنِّيْ لَاَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِيْ.

৪০৭ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা কি মনে কর যে, আমার দৃষ্টি (কেবল) কিবলার দিকে? আল্লাহর কসম! আমার কাছে তোমাদের

banglainternet.com

খুশূ' (বিনয়) ও রুকূ' কিছুই গোপন থাকে না। অবশ্যই আমি আমার পেছন থেকেও তোমাদের দেখি।

٤٠٨ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِلاَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ صَلَّى بِنَا النَّبِيُّ ﷺ صَلٰوةً ثُمَّ رَقِيَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ فِي الصَّلٰوةِ وَفِي الرُّكُوْعِ اِنِّيْ لَاَرَاكُمْ مِنْ وَرَائِيْ كَمَا أَرَاكُمْ .

৪০৮ ইয়াহইয়া ইব্‌ন সালিহ (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ নবী ﷺ আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি মিম্বরে উঠলেন এবং ইরশাদ করলেন ঃ তোমাদের সালাতে ও রুকূ'তে আমি অবশ্যই তোমাদের আমার পেছন থেকে দেখি, যেমন এখন তোমাদের দেখছি।

٢٨٢. بَابٌ هَلْ يُقَالُ مَسْجِدُ بَنِيْ فُلاَنٍ

২৮২. পরিচ্ছেদ ঃ অমুক গোত্রের মসজিদ বলা যায় কি?

٤٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ اُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَاَمَدُهَا ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ اِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا .

৪০৯ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)....'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যুদ্ধের জন্যে তৈরী ঘোড়াকে 'হাফ্‌য়া' (নামক স্থান) থেকে 'সানিয়াতুল ওয়াদা' পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর যে ঘোড়া যুদ্ধের জন্যে তৈরী নয়, সে ঘোড়াকে 'সানিয়া' থেকে যুরাইক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত দৌড় প্রতিযোগিতা করিয়েছিলেন। আর এই প্রতিযোগিতায় 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) অগ্রগামী ছিলেন।

٢٨٣. بَابُ الْقِسْمَةِ وَتَعْلِيْقِ الْقِنْوِ فِي الْمَسْجِدِ

قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ اَلْقِنْوُ الْعِذْقُ وَالْاِثْنَانِ قِنْوَانِ الْجَمَاعَةُ اَيْضًا قِنْوَانٌ مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانٍ

২৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে কোন কিছু ভাগ করা ও (খেজুরের) ছড়া ঝুলানো

আবূ 'আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, اَلْقِنْوُ - الْعِذْقُ একই জিনিসের নাম। এর দ্বিবচন صِنْوَانُ ও صِنْوٌ যেমন قِنْوَانٌ এবং বহুবচনেও قِنْوَانٌ

وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ يَعْنِيْ اَبْنَ تَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ انْثُرُوْهُ فِي الْمَسْجِدِ وَكَانَ اَكْثَرَ مَالٍ اُتِيَ بِهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهِ فَلَمَّا قَضَى الصَّلٰوةَ جَاءَ فَجَلَسَ اِلَيْهِ فَمَا كَانَ يَرَى اَحَدًا اِلاَّ اَعْطَاهُ اِذْ جَاءَهُ

banglainternet.com

الْعَبَّاسُ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ فَاِنِّيْ فَادَيْتُ نَفْسِيْ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خُذْ فَحَثَا فِيْ ثَوْبِهِ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ اِلَيَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اُؤْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ قَالَ لاَ قَالَ فَارْفَعْهُ اَنْتَ عَلَيَّ قَالَ لاَ فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمَّ احْتَمَلَهُ فَاَلْقَاهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَمَا زَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتّٰى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ فَمَا قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَثَمَّ مِنْهَا دِرْهَمٌ .

ইবরাহীম (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ-এর কাছে বাহরাইন থেকে কিছু মাল এলো। তিনি বললেন ঃ এগুলো মসজিদে রেখে দাও। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর কাছে এ যাবত যত মাল আনা হয়েছে তার মধ্যে এ মালই ছিল পরিমাণে সবচে' বেশী। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাতে চলে গেলেন এবং এর দিকে ভ্রুক্ষেপও করলেন না। সালাত শেষ করে তিনি এসে মালের কাছে গিয়ে বসলেন। তিনি যাকেই দেখলেন, কিছু মাল দিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে 'আব্বাস (রা) এসে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ ! আমাকেও কিছু দিন। কারণ আমি নিজের ও 'আকীলের (এ দু'জন বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের কয়েদী ছিলেন) পক্ষ থেকে মুক্তিপণ দিয়েছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ নিয়ে যান। তিনি তা কাপড়ে ভরে নিলেন। তারপর তা উঠাতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাউকে বলুন, যেন আমাকে এটি উঠিয়ে দেয়। তিনি বললেন ঃ না। 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ তাহলে আপনি নিজেই তা তুলে দিন। তিনি বললেন ঃ না। তারপর 'আব্বাস (রা) তা থেকে কিছু মাল রেখে দিলেন। তারপর আবার তা তুলতে চেষ্টা করলেন। (এবারও তুলতে না পেরে) তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কাউকে আদেশ করুন যেন আমাকে তুলে দেয়। তিনি বললেন ঃ না। 'আব্বাস (রা) বললেন ঃ তাহলে আপনিই আমাকে তুলে দিন। তিনি বললেন ঃ না। তারপর 'আব্বাস (রা) আরো কিছু মাল নামিয়ে রাখলেন। এবার তিনি উঠাতে পারলেন এবং তা নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর এই লোভ দেখে এতই অবাক হয়েছিলেন যে, তিনি চোখের আড়াল না হওয়া পর্যন্ত 'আব্বাসের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সেখানে একটি দিরহাম বাকী থাকা পর্যন্ত উঠলেন না।

٢٨٤. بَابُ مَنْ دُعِيَ لِطَعَامٍ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْ اَجَابَ فِيْهِ

২৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে যাকে খাওয়ার দাওয়াত দেওয়া হয়, আর যিনি তা কবূল করেন

٤١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ اَنَسًا قَالَ وَجَدْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ نَاسٌ فَقُمْتُ فَقَالَ لِيْ اَرْسَلَكَ اَبُوْ طَلْحَةَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِطَعَامٍ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ قُوْمُوْا فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ .

banglainternet.com

৪১০ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে

মসজিদে পেলাম আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন কয়েকজন সাহাবী। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তিনি আমাকে বললেন ঃ তোমাকে কি আবূ তাল্‌হা পাঠিয়েছেন? আমি বললাম ঃ জী হাঁ। তিনি বললেন ঃ খাবার জন্য? আমি বললাম ঃ জী হাঁ। তখন তাঁর আশেপাশে যাঁরা ছিলেন, তিনি তাঁদেরকে বললেন ঃ উঠ। তারপর তিনি চলতে শুরু করলেন। (রাবী বলেন) আর আমি তাঁদের সামনে সামনে চললাম।

٢٨٥. بَابُ الْقَضَاءِ وَاللِّعَانِ فِي الْمَسْجِدِ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

২৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে বিচার করা ও নারী–পুরুষের মধ্যে 'লি'আন' করা

٤١١ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ.

৪১১ ইয়াহ্ইয়া (র).....সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কেউ তার স্ত্রীর সাথে অন্য ব্যক্তিকে দেখতে পেলে কি তাকে সে হত্যা করবে? পরে মসজিদে সে ও তার স্ত্রী একে অন্যকে 'লি'আন' করল। তখন আমি উপস্থিত ছিলাম।

٢٨٦. بَابٌ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا يُصَلِّي حَيْثُ شَاءَ أَوْ حَيْثُ أُمِرَ وَلاَ يَتَجَسَّسُ

২৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ কারো ঘরে প্রবেশ করলে যেখানে ইচ্ছা বা যেখানে নির্দেশ করা হয় সেখানেই সালাত আদায় করবে। এ ব্যাপারে বেশী খোঁজাখুঁজি করবে না

٤١٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ عَنْ عِتْبَانَ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَاهُ فِي مَنْزِلِهِ فَقَالَ أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ لَكَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَأَشَرْتُ لَهُ إِلَى مَكَانٍ فَكَبَّرَ النَّبِيُّ ﷺ فَصَفَفْنَا خَلْفَهُ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ.

৪১২ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসলামা (র).....'ইতবান ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁর ঘরে এলেন এবং বললেন ঃ তোমার ঘরের কোন্ স্থানে সালাত আদায় করা পসন্দ কর? তিনি বলেন ঃ তখন আমি তাঁকে একটি স্থানের দিকে ইশারা করলাম। নবী ﷺ তাকবীর বললেন। আমরা তাঁর পেছনে কাতার করে দাঁড়ালাম। তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন।

٢٨٧. بَابُ الْمَسَاجِدِ فِي الْبُيُوْتِ

وَصَلَّى الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فِي مَسْجِدِ دَارِهِ جَمَاعَةً

২৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ ঘরে মসজিদ তৈরী করা

বারা' ইব্‌ন 'আযিব (রা) নিজের বাড়ীর মসজিদে জামা'আত করে সালাত আদায় করেছিলেন

banglainternet.com

٤١٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِى مَحْمُوْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِىُّ اَنَّ عِتْبَانَ ابْنَ مَالِكٍ وَهُوَ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْاَنْصَارِ اَنَّهُ اَتَى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَنْكَرَتْ بَصَرِىْ وَاَنَا اُصَلِّىْ لِقَوْمِىْ فَاِذَا كَانَتِ الْاَمْطَارُ سَالَ الْوَادِى الَّذِىْ بَيْنِىْ وَبَيْنَهُمْ لَمْ اَسْتَطِعْ اَنْ اٰتِىَ مَسْجِدَهُمْ فَاُصَلِّىَ بِهِمْ وَوَدِدْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَّكَ تَاْتِيْنِىْ فَتُصَلِّىَ فِىْ بَيْتِىْ فَاَتَّخِذَهُ مُصَلًّى قَالَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَاَفْعَلُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى قَالَ عِتْبَانُ فَغَدَا عَلَىَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاَبُوْ بَكْرٍ حِيْنَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَاْذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجْلِسْ حِيْنَ دَخَلَ الْبَيْتَ ، ثُمَّ قَالَ اَيْنَ تُحِبُّ اَنْ اُصَلِّىَ مِنْ بَيْتِكَ قَالَ فَاَشَرْتُ لَهُ اِلٰى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَكَبَّرَ فَقُمْنَا فَصَفَفْنَا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ قَالَ وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيْرَةٍ صَنَعْنَاهَا لَهُ قَالَ فَثَابَ فِى الْبَيْتِ رِجَالٌ مِّنْ اَهْلِ الدَّارِ ذَوُوْ عَدَدٍ فَاجْتَمَعُوْا فَقَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اَيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّخَيْشِنِ اَوْ ابْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذٰلِكَ مُنَافِقٌ لَا يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَقُلْ ذٰلِكَ اَلَا تَرَاهُ قَدْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ قَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّا نَرٰى وَجْهَهُ وَنَصِيْحَتَهُ اِلَى الْمُنَافِقِيْنَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاِنَّ اللّٰهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ * قَالَ ابْنُ شِهَابٍ ثُمَّ سَاَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْاَنْصَارِىَّ وَهُوَ اَحَدُ بَنِىْ سَالِمٍ وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيْثِ مَحْمُوْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَصَدَّقَهُ بِذٰلِكَ .

৪১৩ সা'ঈদ ইব্ন 'উফায়র (র).....মাহমূদ ইব্ন রাবী' আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত যে, 'ইতবান ইব্ন মালিক (রা), যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে বদরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকারী আনসারগণের অন্যতম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে হাযির হয়ে আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়েছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করি। কিন্তু বৃষ্টি হলে আমার ও তাদের বাসস্থানের মধ্যবর্তী নিম্নভূমিতে পানি জমে যাওয়াতে তা পার হয়ে তাদের মসজিদে পৌঁছতে এবং তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করতে সমর্থ হই না। আর ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি আমার ঘরে তাশরিফ নিয়ে কোন এক স্থানে সালাত আদায় করেন এবং আমি সেই স্থানকে সালাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিই। রাবী বলেন ঃ তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ ইনশা আল্লাহ অচিরেই আমি তা করব। 'ইতবান (রা) বলেন ঃ পরদিন সূর্যোদয়ের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও আবূ বকর (রা) আমার ঘরে তাশরীফ আনেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলে আমি তাঁকে অনুমতি দিলাম। ঘরে প্রবেশ করে তিনি না বসেই জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার ঘরের কোন স্থানে সালাত আদায় করা পসন্দ কর? তিনি বলেন ঃ আমি তাঁকে ঘরের এক প্রান্তের দিকে ইংগিত করলাম। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন এবং তাকবীর বললেন। তখন আমরাও দাঁড়ালাম

banglainternet.com

এবং কাতারবন্দী হলাম। তিনি দু'রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন। তিনি ('ইতবান) বলেন ঃ আমরা তাঁকে কিছুক্ষণের জন্য বসালাম এবং তাঁর জন্য তৈরী 'খাযীরাহ' নামক খাবার তাঁর সামনে পেশ করলাম। রাবী বলেন ঃ এ সময় মহল্লার কিছু লোক ঘরে ভীড় জমালেন। তখন উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বলে উঠলেন, 'মালিক ইব্ন দুখাইশিন' কোথায় ? অথবা বললেন ঃ 'ইব্ন দুখশুন' কোথায় ? তখন তাঁদের একজন জওয়াব দিলেন, সে মুনাফিক। সে মহান আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসে না। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এরূপ বলো না। তুমি কি দেখছ না যে, সে আল্লাহর সন্তোষ লাভের জন্যে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলেছে ? তখন সে ব্যক্তি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভাল জানেন। আমরা তো তার সম্পর্ক ও হিত কামনা মুনাফিকদের সাথেই দেখি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তো এমন ব্যক্তির প্রতি জাহান্নাম হারাম করে দিয়েছেন, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। রাবী' ইব্ন শিহাব (র) বলেন ঃ তারপর আমি মাহমূদ ইব্ন রাবী' (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে হুসায়ন ইব্ন মুহাম্মদ আনসারী (র)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, যিনি বানূ সালিম গোত্রের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এ হাদীস সমর্থন করলেন।

٢٨٨. بَابُ التَّيَمُّنِ فِيْ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَبْدَأُ بِرِجْلِهِ الْيُمْنٰى فَاِذَا خَرَجَ بَدَأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرٰى

২৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে প্রবেশ ও অন্যান্য কাজ ডান দিক থেকে আরম্ভ করা

ইব্ন 'উমর (রা) প্রবেশের সময় প্রথম ডান পা দিয়ে শুরু করতেন এবং বের হওয়ার সময় প্রথম বাঁ পা দিয়ে শুরু করতেন

٤١٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْاَشْعَثِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِيْ شَاْنِهِ كُلِّهِ فِيْ طُهُوْرِهِ وَتَرَجُّلِهِ وَتَنَعُّلِهِ .

৪১৪ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ নিজের সমস্ত কাজে যথাসম্ভব ডানদিক থেকে আরম্ভ করা পসন্দ করতেন। পবিত্রতা হাসিলের সময়, মাথা আঁচড়ানোর সময় এবং জুতা পরিধানের সময়ও।

٢٨٩. بَابُ هَلْ يُنْبَشُ قُبُوْرُ مُشْرِكِي الْجَاهِلِيَّةِ وَيُتَّخَذُ مَكَانُهَا مَسَاجِدَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ لَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلٰوةِ فِي الْقُبُوْرِ وَرَاٰى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّيْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ الْقَبْرَ الْقَبْرَ وَلَمْ يَاْمُرْهُ بِالْاِعَادَةِ

banglainternet.com

২৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ জাহিলী যুগের মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলে মসজিদ নির্মাণ করা

নবী ﷺ বলেছেন ঃ ইয়াহূদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিশাপ, তারা নবীগণের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে।

আর কবরের উপর সালাত আদায় করা মাকরূহ হওয়া প্রসঙ্গে 'উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) আনাস ইব্‌ন মালিক (রা)--কে একটি কবরের কাছে সালাত আদায় করতে দেখে বললেন ঃ কবর ! কবর ! কিন্তু তিনি তাঁকে সালাত পুনরায় আদায় করতে বলেন নি

٤١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ هِشَامٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ حَبِيْبَةَ وَاُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتَا كَنِيْسَةً رَاَيْتَهَا بِالْحَبَشَةِ فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَذَكَرَتَا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اُولٰئِكَ اِذَاكَانَ فِيْهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهٖ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ فَاُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

৪১৫ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুসান্না (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে হাবীবা ও উম্মে সালামা (রা) হাবশায় তাঁদের দেখা একটা গির্জার কথা বলেছিলেন, যাতে বেশ কিছু মূর্তি ছিল। তাঁরা উভয়ে বিষয়টি নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলেন। তিনি ইরশাদ করলেন ঃ তাদের অবস্থা ছিল এমন যে, কোন সৎ লোক মারা গেলে তারা তার কবরের উপর মসজিদ বানাতো। আর তার ভিতরে ঐ লোকের মূর্তি তৈরী করে রাখতো। কিয়ামতের দিন তারাই আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে নিকৃষ্ট সৃষ্টি বলে গণ্য হবে।

٤١٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِيْ التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِيْنَةَ فَنَزَلَ اَعْلَى الْمَدِيْنَةِ فِيْ حَيٍّ يُقَالُ لَهُمْ بَنُوْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَاَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فِيْهِمْ اَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ثُمَّ اَرْسَلَ اِلٰى بَنِي النَّجَّارِ فَجَاؤُا مُتَقَلِّدِي السُّيُوْفِ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ وَاَبُوْ بَكْرٍ رِدْفُهٗ وَمَلَاُ بَنِي النَّجَّارِ حَوْلَهٗ حَتّٰى اَلْقٰى بِفِنَاءِ اَبِيْ اَيُّوْبَ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يُّصَلِّيَ حَيْثُ اَدْرَكَتْهُ الصَّلٰوةُ وَيُصَلِّيْ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَاَنَّهٗ اَمَرَ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَاَرْسَلَ اِلٰى مَلَاِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِيْ بِحَائِطِكُمْ هٰذَا قَالُوْا لَا وَاللّٰهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهٗ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ فَقَالَ اَنَسٌ فَكَانَ فِيْهِ مَا اَقُوْلُ لَكُمْ قُبُوْرُ الْمُشْرِكِيْنَ وَفِيْهِ خَرِبٌ وَفِيْهِ نَخْلٌ فَاَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقُبُوْرِ الْمُشْرِكِيْنَ فَنُبِشَتْ ثُمَّ بِالْخَرِبِ فَسُوِّيَتْ وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ فَصَفُّوا النَّخْلَ قِبْلَةَ الْمَسْجِدِ وَجَعَلُوْا عِضَادَتَيْهِ الْحِجَارَةَ وَجَعَلُوْا يَنْقُلُوْنَ الصَّخْرَ وَهُمْ يَرْتَجِزُوْنَ وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ وَهُوَ يَقُوْلُ

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُ الْاٰخِرَهْ + فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ .

৪১৬ মুসাদ্দাদ (র).....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ মদীনায় পৌঁছে প্রথমে মদীনার উচ্চ এলাকায় অবস্থিত বানূ 'আমর ইব্‌ন 'আওফ নামক গোত্রে উপনীত হন। তাদের সঙ্গে নবী ﷺ চৌদ্দ দিন (অপর বর্ণনায় চব্বিশ দিন) অবস্থান করেন। তারপর তিনি বানূ নাজ্জারকে ডেকে

banglainternet.com

পাঠালেন। তারা কাঁধে তলোয়ার ঝুলিয়ে উপস্থিত হলো। আমি যেন এখনো সে দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি যে, নবী ﷺ ছিলেন তাঁর বাহনের উপর, আবূ বকর (রা) সে বাহনেই তাঁর পেছনে আর বানূ নাজ্জারের দল তাঁর আশেপাশে। অবশেষে তিনি আবূ আয়্যূব আনসারী (রা)-র ঘরের সামনে অবতরণ করলেন। নবী ﷺ যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হয় সেখানেই সালাত আদায় করতে পসন্দ করতেন এবং তিনি ছাগল-ভেড়ার খোয়াড়েও সালাত আদায় করতেন। এখন তিনি মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দেন। তিনি বানূ নাজ্জারকে ডেকে বললেন ঃ হে বানূ নাজ্জার! তোমরা আমার কাছ থেকে তোমাদের এই বাগিচার মূল্য নির্ধারণ কর। তারা বললো ঃ না, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা এর দাম নেব না। এর দাম আমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই আশা করি। আনাস (রা) বলেন ঃ আমি তোমাদের বলছি, এখানে মুশরিকদের কবর এবং ভগ্নাবশেষ ছিল। আর ছিল খেজুর গাছ। নবী ﷺ-এর নির্দেশে মুশরিকদের কবর খুঁড়ে ফেলা হলো, তারপর ভগ্নাবশেষ সমতল করে দেওয়া হলো, খেজুর গাছগুলো কেটে ফেলা হলো এবং তার দুই পাশে পাথর বসানো হলো। সাহাবীগণ পাথর তুলতে তুলতে ছন্দোবদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করছিলেন। আর নবী ﷺ-ও তাঁদের সাথে ছিলেন। তিনি তখন বলছিলেন ঃ

اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ اِلاَّ خَيْرُ الْاٰخِرَهْ + فَاغْفِرْ لِلْاَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهْ .

"ইয়া আল্লাহ ! আখিরাতের কল্যাণ ছাড়া (প্রকৃতপক্ষে) আর কোন কল্যাণ নেই। আপনি আনসার ও মুহাজিরগণকে ক্ষমা করে দিন।"

٢٩٠. بَابُ الصَّلاَةِ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ

২৯০. পরিচ্ছেদ ঃ ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করা

٤١٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ يُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُوْلُ كَانَ يُصَلِّىْ فِىْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ قَبْلَ اَنْ يُبْنَى الْمَسْجِدُ .

৪১৭ সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র)....আনাস ইব্‌ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করেছেন। রাবী বলেন, তারপর আমি হযরত আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি যে, মসজিদ নির্মাণের আগে তিনি (নবী ﷺ) ছাগল থাকার স্থানে সালাত আদায় করেছেন।

٢٩١. بَابُ الصَّلاَةِ فِىْ مَوَاضِعِ الْاِبِلِ

২৯১. পরিচ্ছেদ ঃ উট রাখার স্থানে সালাত আদায় করা

٤١٨ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ اَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ رَاَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّىْ اِلَى بَعِيْرِهِ وَقَالَ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَفْعَلُهُ

banglainternet.com

৪১৮ সাদাকা ইব্‌ন ফাযল (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি ইব্‌ন 'উমর (রা)-কে

তাঁর উটের দিকে সালাত আদায় করতে দেখেছি। আর ইব্ন 'উমর (রা) বলেছেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে তা করতে দেখেছি।

٢٩٢. بَابُ مَنْ صَلَّى وَقُدَّامَهُ تَنُّوْرٌ اَوْ نَارٌ اَوْ شَىْءٌ مِمَّا يُعْبَدُ فَاَرَادَ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ

وَقَالَ الزُّهْرِىُّ اَخْبَرَنِىْ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ عُرِضَتْ عَلَىَّ النَّارُ وَاَنَا اُصَلِّىْ

২৯২. পরিচ্ছেদ ঃ চুলা, আগুন বা এমন কোন বস্তু যার উপাসনা করা হয়, তা সামনে রেখে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করারই উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করা

যুহরী (র) বলেন ঃ আমাকে আনাস ইব্ন মালিক (রা) জানিয়েছেন, নবী ﷺ বলেছেন ঃ আমার সামনে আগুন (জাহান্নাম) পেশ করা হলো, তখন আমি সালাতে ছিলাম

٤١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ اُرِيْتُ النَّارَ فَلَمْ اَرَ مَنْظَرًا كَالْيَوْمِ قَطُّ اَفْظَعَ .

৪১৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার সূর্য গ্রহণ হলো। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করলেন। তারপর বললেন ঃ আমাকে জাহান্নাম দেখানো হয়েছে। আজকের মত ভয়াবহ দৃশ্য আমি আর কখনো দেখিনি।

٢٩٣. بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّلاَةِ فِى الْمَقَابِرِ

২৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ কবরস্থানে সালাত আদায় করা মাকরূহ

٤٢٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَنِىْ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا فِىْ بُيُوْتِكُمْ مِنْ صَلاَتِكُمْ وَلاَ تَتَّخِذُوْهَا قُبُوْرًا .

৪২০ মুসাদ্দাদ (র).....ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের ঘরেও কিছু সালাত আদায় করবে এবং ঘরকে তোমরা কবরে পরিণত করবে না।

٢٩٤. بَابُ الصَّلاَةِ فِىْ مَوَاضِعِ الْخَسْفِ وَالْعَذَابِ ،

وَيُذْكَرُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ كَرِهَ الصَّلاَةَ بِخَسْفِ بَابِلَ

২৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর গযবে বিধ্বস্ত ও আযাবের স্থানে সালাত আদায় করা

উল্লেখ রয়েছে যে, 'আলী (রা) ব্যাবিলনের ধ্বংসস্তূপে সালাত আদায় করা মাকরূহ মনে করতেন

banglainternet.com

٤٢١ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَدْخُلُوْا عَلٰى هٰؤُلاَءِ الْمُعَذَّبِيْنَ اِلاَّ اَنْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَاِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا بَاكِيْنَ فَلاَ تَدْخُلُوْا عَلَيْهِمْ لاَيُصِيْبُكُمْ مَا اَصَابَهُمْ .

৪২১ ইসমা'ঈল ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমরা এসব 'আযাবপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ের লোকালয়ে ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতীত প্রবেশ করবে না। কান্না না আসলে সেখানে প্রবেশ করো না, যেন তোমাদের প্রতিও এমন 'আযাব না আসে যা তাদের উপর আপতিত হয়েছিল।

٢٩٥. بَابُ الصَّلاَةِ فِي الْبِيْعَةِ

وَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِنَّا لاَ نَدْخُلُ كَنَائِسَكُمْ مِنْ اَجْلِ التَّمَاثِيْلِ الَّتِيْ فِيْهَا الصُّوَرُ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّيْ فِي الْبِيْعَةِ اِلاَّ بِيْعَةً فِيْهَا تَمَاثِيْلُ

২৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ গির্জায় সালাত আদায় করা

'উমর (রা) বলেছেন ঃ আমরা তোমাদের গির্জাসমূহে প্রবেশ করি না, কারণ তাতে মূর্তি রয়েছে। ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) গির্জায় সালাত আদায় করতেন। তবে যেগুলোতে মূর্তি ছিল সেগুলোতে নয়

٤٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ اُمَّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كَنِيْسَةً رَاَتْهَا بِاَرْضِ الْحَبَشَةِ يُقَالُ لَهَا مَارِيَةُ فَذَكَرَتْ لَهُ مَارَاَتْ فِيْهَا مِنَ الصُّوَرِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُولٰئِكَ قَوْمٌ اِذَا مَاتَ فِيْهِمُ الْعَبْدُ الصَّالِحُ اَوِ الرَّجُلُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيْهِ تِلْكَ الصُّوَرَ اُولٰئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ .

৪২২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম (র)....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, উম্মে সালামা (রা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তাঁর হাবশায় দেখা মারিয়া নামক একটা গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। তিনি সেখানে যে সব প্রতিচ্ছবি দেখেছিলেন, সেগুলোর বর্ণনা দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ এরা এমন সম্প্রদায় যে, এদের মধ্যে কোন সৎ বান্দা অথবা বলেছেন কোন সৎ লোক মারা গেলে তার কবরের উপর তারা মসজিদ বানিয়ে নিত। আর তাতে ঐ সব ব্যক্তির প্রতিচ্ছবি স্থাপন করতো। এরা আল্লাহ্‌র কাছে নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।

٢٩٦. بَابٌ

banglainternet.com

২৯৬. পরিচ্ছেদ

٤٢٣ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَائِشَةَ

وَعَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ قَالاَ لَمَّا نَزَلَ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَاِذَا اغْتَمَّ بِهَا كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذٰلِكَ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا .

৪২৩ আবুল ইয়ামান (র).....'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উতবা (র) থেকে বর্ণিত, 'আয়িশা ও 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেছেন ঃ নবী ﷺ -এর ওফাত নিকটবর্তী হলে তিনি তাঁর একটা চাদরে নিজ মুখমণ্ডল আবৃত করতে লাগলেন। যখন শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো, তখন মুখ থেকে চাদর সরিয়ে দিলেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন ঃ ইয়াহূদী ও নাসারাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অভিশাপ, তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। (এ বলে) তারা যে (বিদ'আতী) কার্যকলাপ করত তা থেকে তিনি সতর্ক করলেন।

٤٢٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ .

৪২৪ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).....আবূ হুরায়রা (র) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা ইয়াহূদীদের ধ্বংস করুন। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে।

٢٩٧. بَابُ قَوْلِ النَّبِىِّ ﷺ جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا

২৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ – এর উক্তি ঃ আমার জন্যে যমীনকে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা হাসিলের উপায় করা হয়েছে

٤٢٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا سَيَّارٌ هُوَ اَبُو الْحَكَمِ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ قَالَ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اُعْطِيْتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ مِنَ الْاَنْبِيَاءِ قَبْلِىْ ، نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا ، وَاَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ اُمَّتِىْ اَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ ، وَاُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِىُّ يُبْعَثُ اِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً ، وَبُعِثْتُ اِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَاُعْطِيْتُ الشَّفَاعَةَ .

৪২৫ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র).....জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন ঃ আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় প্রদান করা হয়েছে, যা আমার আগে কোন নবীকে দেওয়া হয়নি। (১) আমাকে এমন প্রভাব দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে যা একমাসের দূরত্ব পর্যন্ত অনুভূত হয় । (২) সমস্ত যমীন আমার জন্যে সালাত আদায়ের স্থান ও পবিত্রতা অর্জনের উপায় করা হয়েছে। কাজেই আমার উম্মতের যে কেউ যেখানে সালাতের ওয়াক্ত হয় (সেখানেই) যেন সালাত আদায় করে নেয়। (৩) আমার জন্যে গনীমত হালাল করা হয়েছে। (৪) অন্যান্য নবী নিজেদের বিশেষ গোত্রের প্রতি প্রেরিত হতেন আর আমাকে সকল মানবের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। (৫) আমাকে (ব্যাপক) শাফা'আতের অধিকার প্রদান করা হয়েছে।

banglainternet.com

٢٩٨. بَابُ نَوْمِ الْمَرْأَةِ فِي الْمَسْجِدِ

২৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে মহিলাদের ঘুমানো

٤٢٦ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ اُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ وَلِيْدَةً كَانَتْ سَوْدَاءَ لِحَيٍّ مِنَ الْعَرَبِ فَاَعْتَقُوْهَا فَكَانَتْ مَعَهُمْ قَالَتْ فَخَرَجَتْ صَبِيَّةٌ لَهُمْ عَلَيْهَا وِشَاحٌ اَحْمَرُ مِنْ سُيُوْرٍ قَالَتْ فَوَضَعَتْهُ اَوْ وَقَعَ مِنْهَا فَمَرَّتْ بِهِ حُدَيَّاةٌ وَهُوَ مُلْقًى فَحَسِبَتْهُ لَحْمًا فَخَطِفَتْهُ قَالَتْ فَالْتَمَسُوْهُ فَلَمْ يَجِدُوْهُ قَالَتْ فَاتَّهَمُوْنِيْ بِهِ قَالَتْ فَطَفِقُوْا يُفَتِّشُوْنَ حَتَّى فَتَّشُوْا قُبُلَهَا قَالَتْ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَقَائِمَةٌ مَعَهُمْ اِذْ مَرَّتِ الْحُدَيَّاةُ فَاَلْقَتْهُ قَالَتْ فَوَقَعَ بَيْنَهُمْ قَالَتْ فَقُلْتُ هٰذَا الَّذِيْ اتَّهَمْتُمُوْنِيْ بِهِ زَعَمْتُمْ وَاَنَا مِنْهُ بَرِيْئَةٌ وَهُوَ ذَاهُوَ قَالَتْ فَجَاءَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَاَسْلَمَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَ لَهَا خِبَاءٌ فِي الْمَسْجِدِ اَوْ حِفْشٌ قَالَتْ فَكَانَتْ تَاْتِيْنِيْ فَتَحَدَّثُ عِنْدِيْ قَالَتْ فَلَا تَجْلِسُ عِنْدِيْ مَجْلِسًا اِلَّا قَالَتْ :

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَحَاجِيْبِ رَبِّنَا * اَلَا اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِيْ -

قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَهَا مَا شَاْنُكِ لَا تَقْعُدِيْنَ مَعِيْ مَقْعَدًا اِلَّا قُلْتِ هٰذَا قَالَتْ فَحَدَّثَتْنِيْ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ .

৪২৬ 'উবাইদ ইব্ন ইসমা'ঈল (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, কোন আরব গোত্রের একটা কালো দাসী ছিল। তারা তাকে আযাদ করে দিল। সে তাদের সাথেই থেকে গেল। সে বলেছে যে, তাদের একটি মেয়ে গলায় লাল চামড়ার ওপর মূল্যবান পাথর খচিত হার পরে বাইরে গেল। দাসী বলেছে ঃ সে হারটা হয়তো নিজে কোথাও রেখে দিয়েছিল, অথবা কোথাও পড়ে গিয়েছিল। তখন একটা চিল তা পড়ে থাকা অবস্থায় গোশ্তের টুকরা মনে করে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। দাসী বলেছে ঃ তারপর গোত্রের লোকেরা বেশ খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো। কিন্তু তারা তা পেল না। তখন তারা আমার উপর এর দোষ চাপাল। সে বলেছে ঃ তারা আমার উপর তল্লাশী শুরু করলো, এমন কি তারা আমার লজ্জাস্থানেও তল্লাশী চালাল। দাসীটি বলেছে ঃ আল্লাহর কসম! আমি তাদের সাথে সেই অবস্থায় দাঁড়ানো ছিলাম, এমন সময় চিলটি উড়ে যেতে যেতে হারটি ফেলে দিল। সে বলেছে ঃ তাদের সামনেই তা পড়লো। তখন আমি বললাম ঃ তোমরা তো এর জন্যেই আমার উপর দোষ চাপিয়েছিলে! তোমরা আমার সম্পর্কে সন্দেহ করেছিলে অথচ আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দোষ। এই তো সেই হার! সে বলেছে ঃ তারপর সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে ইসলাম গ্রহণ করলো। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ তার জন্যে মসজিদে (নববীতে) একটা তাঁবু অথবা ছাপড়া করে দেওয়া হয়েছিল। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ সে (দাসীটি) আমার কাছে আসতো আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতো। সে আমার কাছে যখনই বসতো তখনই বলতো ঃ

وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَحَاجِيْبِ رَبِّنَا * اَلَا اِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ اَنْجَانِيْ-

"সেই হারের দিনটি আমার রবের আশ্চর্য ঘটনা বিশেষ। জেনে রাখুন সে ঘটনাটি আমাকে কুফরের শহর থেকে মুক্তি দিয়েছে।"

banglainternet.com

'আয়িশা (রা) বলেন, আমি তাকে বললাম ঃ কি ব্যাপার, তুমি আমার কাছে বসলেই যে এ কথাটা বলে থাক ? 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ সে তখন আমার কাছে উক্ত ঘটনা বর্ণনা করল।

٢٩٩. بَابُ نَوْمِ الرِّجَالِ فِي الْمَسْجِدِ

وَقَالَ أَبُوْ قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ رَهْطٌ مِّنْ عُكْلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَكَانُوْا فِي الصُّفَّةِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ أَبِيْ بَكْرٍ كَانَ أَصْحَابُ الصُّفَّةِ الْفُقَرَاءَ

২৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে পুরুষদের ঘুমানো

আবূ কিলাবা (র) আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ 'উক্‌ল গোত্রের কতিপয় ব্যক্তি নবী ﷺ –এর কাছে আসলেন এবং সুফ্‌ফায় অবস্থান করলেন। 'আবদুর রহমান ইব্ন আবূ বকর (রা) বলেন ঃ সুফ্‌ফাবাসিগণ ছিলেন দরিদ্র।

٤٢٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ قَالَ أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لاَ أَهْلَ لَهُ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ .

৪২৭ মুসাদ্দাদ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদে নববীতে ঘুমাতেন। তিনি ছিলেন অবিবাহিত। তাঁর কোন পরিবার-পরিজন ছিল না।

٤٢٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْتَ فَاطِمَةَ فَلَمْ يَجِدْ عَلِيًّا فِي الْبَيْتِ فَقَالَ أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ قَالَتْ كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُ شَيْءٌ فَغَاضَبَنِيْ فَخَرَجَ فَلَمْ يَقِلْ عِنْدِيْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لِإِنْسَانٍ اُنْظُرْ أَيْنَ هُوَ ، فَجَاءَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هُوَ فِي الْمَسْجِدِ رَاقِدٌ فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ قَدْ سَقَطَ رِدَاؤُهُ عَنْ شِقِّهِ وَأَصَابَهُ تُرَابٌ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَمْسَحُهُ عَنْهُ وَيَقُوْلُ قُمْ أَبَا تُرَابٍ ، قُمْ أَبَا تُرَابٍ .

৪২৮ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র).....সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা)-এর ঘরে এলেন, কিন্তু 'আলী (রা)-কে ঘরে পেলেন না। তিনি ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার চাচাত ভাই কোথায়? তিনি বললেন ঃ আমার ও তাঁর মধ্যে কিছু ঘটেছে। তিনি আমার সাথে রাগ করে বাইরে চলে গেছেন। আমার কাছে দুপুরের বিশ্রামও করেন নি। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ দেখ তো সে কোথায় ? সে ব্যক্তি খুঁজে এসে বললো ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ, তিনি মসজিদে শুয়ে আছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এলেন, তখন 'আলী (রা) কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। তাঁর শরীরের এক পাশের চাদর পড়ে গিয়েছে এবং তাঁর শরীরে মাটি লেগেছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর শরীরের মাটি ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন ঃ উঠ, হে আবূ তুরাব ! উঠ, হে আবূ তুরাব!

banglainternet.com

٤٢٩ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ رِدَاءٌ إِمَّا إِزَارٌ وَإِمَّا كِسَاءٌ قَدْ رَبَطُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقَيْنِ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تُرَى عَوْرَتُهُ .

৪২৯ ইউসুফ ইব্‌ন 'ঈসা (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সত্তরজন আসহাবে সুফফাকে দেখেছি, তাঁদের কারো গায়ে বড় চাদর ছিল না। হয়ত ছিল কেবল তহবন্দ কিংবা ছোট চাদর, যা তাঁরা ঘাড়ে বেঁধে রাখতেন। (নীচের দিকে) কারো নিসফে সাক বা অর্ধ হাঁটু পর্যন্ত আর কারো টাখনু পর্যন্ত ছিল। তাঁরা লজ্জাস্থান দেখা যাওয়ার ভয়ে কাপড় হাতে ধরে একত্র করে রাখতেন।

٣٠٠. بَابُ الصَّلاَةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ، وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ

৩০০. পরিচ্ছেদ ঃ সফর থেকে ফিরে আসার পর সালাত

কা'ব ইব্‌ন মালিক (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করতেন

٤٣٠ حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ ابْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي .

৪৩০ খাল্লাদ ইব্‌ন ইয়াহ্‌ইয়া (র).....জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর কাছে আসলাম। তিনি তখন মসজিদে ছিলেন। রাবী মিস'আর (র) বলেন ঃ আমার মনে পড়ে রাবী মুহারিব (র) চাশতের সময়ের কথা বলেছেন। তখন নবী ﷺ বললেন ঃ তুমি দু' রাক'আত সালাত আদায় কর। জাবির (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ-এর কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল। তিনি তা দিয়ে দিলেন এবং কিছু বেশীও দিলেন।

٣٠١. بَابٌ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

৩০১. পরিচ্ছেদ ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়

banglainternet.com

٤٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ

الزُّرَقِيِّ عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسَ .

৪৩১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ কাতাদা সালামী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে নেয়।

٣٠٢. بَابُ الْحَدَثِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০২. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে হাদাস হওয়া (উযূ নষ্ট হওয়া)

٤٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمَلٰئِكَةَ تُصَلِّيْ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَادَامَ فِيْ مُصَلَّاهُ الَّذِيْ صَلّٰى فِيْهِ مَالَمْ يُحْدِثْ تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ .

৪৩২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ মসজিদে সালাতের পরে হাদাসের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে সে সালাত আদায় করেছে সেখানে যতক্ষণ বসে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতারা তার জন্যে দু'আ করতে থাকেন। তাঁরা বলেন ঃ হে আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ ! তার প্রতি রহম করুন।

٣٠٣. بَابُ بُنْيَانِ الْمَسْجِدِ ،

وَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ كَانَ سَقْفُ الْمَسْجِدِ مِنْ جَرِيْدِ النَّخْلِ وَاَمَرَ عُمَرُ بِبِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَالَ اَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ وَاِيَّاكَ اَنْ تُحَمِّرَ اَوْ تُصَفِّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسَ ، وَقَالَ اَنَسٌ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُوْنَهَا اِلَّا قَلِيْلًا ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَتُزَخْرِفُنَّهَا كَمَا زَخْرَفَتِ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى

৩০৩. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ নির্মাণ করা

আবূ সা'ঈদ (রা) বলেন ঃ মসজিদে নববীর ছাদ ছিল খেজুর গাছের ডালের তৈরী। 'উমর (রা) মসজিদ নির্মাণের হুকুম দিয়ে বলেন ঃ আমি লোকদেরকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করতে চাই। মসজিদে লাল বা হলুদ রং লাগানো থেকে সাবধান থাক, এতে মানুষকে তুমি ফিতনায় ফেলবে। আনাস (রা) বলেন ঃ লোকেরা মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে অথচ তারা একে কমই (ইবাদতের মাধ্যমে) আবাদ রাখবে। ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ তোমরা তো ইয়াহূদী ও নাসারাদের মত মসজিদকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে ফেলবে

banglainternet.com

٤٣٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ وَسَقْفُهُ الْجَرِيْدُ وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ فَلَمْ يَزِدْ فِيْهِ اَبُوْ بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيْهِ عُمَرُ وَبَنَاهُ عَلَى بُنْيَانِهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيْدِ وَاَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ فَزَادَ فِيْهِ زِيَادَةً كَثِيْرَةً وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوْشَةِ وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوْشَةٍ وَسَقَفَهُ بِالسَّاجِ .

৪৩৩ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সময়ে মসজিদ তৈরী হয় কাঁচা ইট দিয়ে, তার ছাদ ছিল খেজুরের ডালের, খুঁটি ছিল খেজুর গাছের। আবূ বকর (রা) এতে কিছু বাড়ান নি। অবশ্য 'উমর (রা) বাড়িয়েছেন। আর তার ভিত্তি তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর যুগে যে ভিত্তি ছিল তার উপর কাঁচা ইট ও খেজুরের ডাল দিয়ে নির্মাণ করেন এবং তিনি খুঁটিগুলো পরিবর্তন করে কাঠের (খুঁটি) লাগান। তারপর 'উসমান (রা) তাতে পরিবর্তন সাধন করেন এবং অনেক বৃদ্ধি করেন। তিনি দেওয়াল তৈরী করেন নক্‌শী পাথর ও চুন-সুরকি দিয়ে। খুঁটিও দেন নক্‌শা করা পাথরের, আর ছাদ বানান সেগুন কাঠ দিয়ে।

٣٠٤. بَابُ التَّعَاوُنِ فِيْ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّوَجَلَّ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسَاجِدَ اللّٰهِ اِلَى الاٰيَةِ

৩০৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা

আর আল্লাহ তা'আলার বাণী ঃ এমন হতে পারে না যে, মুশরিকরা আল্লাহ্‌র মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ করবে.....(৯ ঃ ১৭)

٤٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُخْتَارٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْحَذَّاءُ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ لِيْ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلِابْنِهِ عَلِيٍّ انْطَلِقَا اِلَى اَبِيْ سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْثِهِ فَانْطَلَقْنَا فَاِذَا هُوَ فِيْ حَائِطٍ يُصْلِحُهُ فَاَخَذَ رِدَاءَهُ فَاحْتَبَى ثُمَّ اَنْشَاَ يُحَدِّثُنَا حَتّٰى اَتَى عَلَى ذِكْرِ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ كُنَّا نَحْمِلُ لَبِنَةً لَبِنَةً وَعَمَّارٌ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَرَاٰهُ النَّبِيُّ ﷺ فَجَعَلَ يَنْفُضُ التُّرَابَ عَنْهُ وَيَقُوْلُ وَيْحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوْهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُوْنَهُ اِلَى النَّارِ قَالَ يَقُوْلُ عَمَّارٌ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ .

৪৩৪ মুসাদ্দাদ (র).....'ইকরিমা (র) বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ ইব্ন 'আব্বাস (রা) আমাকে ও তাঁর ছেলে 'আলী (র)-কে বললেন ঃ তোমরা উভয়ই আবূ সা'ঈদ (রা)-এর কাছে যাও এবং তাঁর থেকে হাদীস শুনে আস। আমরা গেলাম। তখন তিনি এক বাগানে কাজ করছেন। তিনি আমাদেরকে দেখে চাদরে হাঁটু মুড়ি

banglainternet.com

দিয়ে বসলেন এবং পরে হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। শেষ পর্যায়ে তিনি মসজিদে নববী নির্মাণ আলোচনায় আসলেন। তিনি বললেন ঃ আমরা একটা একটা করে কাঁচা ইট বহন করছিলাম আর 'আম্মার (রা) দুটো দুটো করে কাঁচা ইট বহন করছিলেন। নবী ﷺ তা দেখে তাঁর দেহ থেকে মাটি ঝাড়তে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন ঃ 'আম্মারের জন্য আফসোস, তাকে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। সে তাদেরকে আহবান করবে জান্নাতের দিকে আর তারা তাকে আহবান করবে জাহান্নামের দিকে। আবূ সা'ঈদ (রা) বলেন ঃ তখন 'আম্মার (রা) বললেন ঃ "আমি ফিতনা থেকে আল্লা হ্র কাছে পানাহ চাই।"

٣٠٥. بَابُ الْاِسْتِعَانَةِ بِالنُّجَّارِ وَالصُّنَّاعِ فِيْ اَعْوَادِ الْمِنْبَرِ وَالْمَسْجِدِ

৩০৫. পরিচ্ছেদ ঃ কাঠের মিম্বর তৈরী ও মসজিদ নির্মাণে কাঠমিস্ত্রী ও রাজমিস্ত্রীর সাহায্য গ্রহণ করা

٤٣٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ قَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى امْرَاَةٍ مُرِيْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِيْ اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ .

৪৩৫ কুতায়বা ইব্ন সা'ঈদ (র).....সাহল (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক মহিলার নিকট লোক পাঠিয়ে বললেন ঃ তুমি তোমার গোলাম কাঠমিস্ত্রীকে বল, সে যেন আমার বসার জন্যে কাঠের মিম্বর তৈরী করে দেয়।

٤٣٦ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ امْرَاَةً قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا اَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَاِنَّ لِيْ غُلَامًا نَجَّارًا قَالَ اِنْ شِئْتِ فَعَمِلَتِ الْمِنْبَرَ .

৪৩৬ খাল্লাদ (র) ইব্ন ইয়াহইয়া.....জাবির ইব্ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, এক মহিলা বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি আপনার বসার জন্যে কিছু তৈরী করে দিব? আমার এক কাঠমিস্ত্রী গোলাম আছে। তিনি বললেন ঃ যদি তোমার ইচ্ছা হয়। তারপর তিনি একটি মিম্বর তৈরী করিয়ে দিলেন।

٣٠٦. بَابُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا

৩০৬. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে

٤٣٧ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِيْ ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ عَمْرٌو اَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ اَنَّ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ حَدَّثَهُ اَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللّٰهِ الْخَوْلَانِيَّ اَنَّهُ سَمِعَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُوْلُ عِنْدَ قَوْلِ النَّاسِ فِيْهِ حِيْنَ بَنٰى مَسْجِدَ الرَّسُوْلِ ﷺ اِنَّكُمْ اَكْثَرْتُمْ وَاِنِّيْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ مَنْ بَنٰى مَسْجِدًا قَالَ بُكَيْرٌ حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ يَبْتَغِيْ بِهِ وَجْهَ اللّٰهِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ .

৪৩৭ ইয়াহইয়া ইব্ন সুলায়মান (র).....'উবায়দুল্লাহ খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত, তিনি 'উসমান ইব্ন

banglainternet.com

'আফ্ফান (রা)-কে বলতে শুনেছেন, তিনি যখন মসজিদে নববী নির্মাণ করেছিলেন তখন লোকজনের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বলেছিলেন ঃ তোমরা আমার উপর অনেক বাড়াবাড়ি করছ অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি মসজিদ নির্মাণ করে, বুকায়র (র) বলেন ঃ আমার মনে হয় রাবী 'আসিম (র) তাঁর বর্ণনায় উল্লেখ করেছেন, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্যে জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরী করবেন।

٣٠٧. بَابُ يَأْخُذُ بِنُصُوْلِ النَّبْلِ اِذَا مَرَّ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৭. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ অতিক্রমকালে তীরের ফলক ধরে রাখবে

٤٣٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قُلْتُ لِعَمْرٍو اَسَمِعْتَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَقُوْلُ مَرَّ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ سِهَامٌ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . اَمْسِكْ بِنِصَالِهَا .

৪৩৮ কুতায়বা ইব্‌ন সা'ঈদ (র).....জাবির ইব্‌ন 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি তীর সাথে করে মসজিদে নববী অতিক্রম করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বললেন ঃ এর ফলকগুলো হাতে ধরে রাখ।

٣٠٨. بَابُ الْمُرُوْرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৮. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ অতিক্রম করা

٤٣٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَرَّ فِيْ شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا اَوْ اَسْوَاقِنَا بِنَبْلٍ فَلْيَأْخُذْ عَلٰى نِصَالِهَا لاَ يَعْقِرْ بِكَفِّهِ مُسْلِمًا .

৪৩৯ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র).....আবূ বুরদা (র)-এর পিতা 'আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তীর নিয়ে আমাদের মসজিদ অথবা বাজার দিয়ে চলে সে যেন তার ফলক হাতে ধরে রাখে, যাতে করে তার হাতে কোন মুসলমান আঘাত না পায়।

٣٠٩. بَابُ الشِّعْرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩০৯. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে কবিতা পাঠ

٤٤٠ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ اَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْاَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ اَبَا هُرَيْرَةَ اَنْشُدُكَ اللّٰهَ هَلْ سَمِعْتَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ يَا حَسَّانُ اَجِبْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُمَّ اَيِّدْهُ بِرُوْحِ الْقُدُسِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ نَعَمْ .

banglainternet.com

৪৪০ আবুল ইয়ামান (র).....আবূ সালামা ইব্ন 'আবদুর রহমান ইব্ন 'আওফ (র) থেকে বর্ণিত, হাস্‌সান ইব্ন সাবিত আনসারী (রা) আবূ হুরায়রা (রা)-কে আল্লাহর কসম দিয়ে এ কথার সাক্ষ্য চেয়ে বলেন ঃ আপনি কি নবী ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছেন, হে হাস্‌সান! রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে (কবিতার মাধ্যমে মুশরিকদের) জওয়াব দাও। হে আল্লাহ ! হাসসানকে রূহুল কুদুস (জিবরাঈল) ('আ) দ্বারা সাহায্য করুন। আবূ হুরায়রা (রা) জওয়াবে বললেন ঃ হাঁ।

٣١٠. بَابُ أَصْحَابِ الْحِرَابِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১০. পরিচ্ছেদ ঃ বর্শা নিয়ে মসজিদে প্রবেশ

٤٤١ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ لَقَدْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَوْمًا عَلَى بَابِ حُجْرَتِيْ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ فِي الْمَسْجِدِ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَسْتُرُنِيْ بِرِدَائِهِ اَنْظُرُ اِلَى لَعِبِهِمْ * زَادَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ رَاَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُوْنَ بِحِرَابِهِمْ .

৪৪১ 'আবদুল 'আযীয ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ -কে আমার ঘরের দরজায় দেখলাম। তখন হাবশার লোকেরা মসজিদে (বর্শা দ্বারা) অনুশীলন করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করে রাখছিলেন। আমি ওদের অনুশীলন দেখছিলাম।

ইবরাহীম ইব্ন মুনযির (র).....'আয়িশা (রা) থেকে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন ঃ আমি নবী ﷺ -কে দেখলাম এমতাবস্থায় হাবশীরা তাদের বর্শা নিয়ে অনুশীলন করছিল।

٣١١. بَابُ ذِكْرِ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الْمِنْبَرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১১. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদের মিম্বরে ক্রয়–বিক্রয়ের আলোচনা

٤٤٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْاَلُهَا فِيْ كِتَابَتِهَا فَقَالَتْ اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتُ اَهْلَكِ وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لِيْ وَقَالَ اَهْلُهَا اِنْ شِئْتِ اَعْطَيْتِهَا مَا بَقِيَ . وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً اِنْ شِئْتِ اَعْتَقْتِهَا وَيَكُوْنُ الْوَلَاءُ لَنَا . فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَكَرَتْهُ ذٰلِكَ فَقَالَ ابْتَاعِيْهَا فَاَعْتِقِيْهَا فَاِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ . وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَصَعِدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ

banglainternet.com

فَلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ . رَوَاهُ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ أَنَّ بَرِيرَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ . قَالَ عَلِيٌّ قَالَ يَحْيَى وَعَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ يَحْيَى عَنْ عَمْرَةَ نَحْوَهُ وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ .

৪৪২ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা) তাঁর কাছে এসে কিতাবতের দেনা শোধের জন্য সাহায্য চাইলেন। তখন তিনি বললেন ঃ তুমি চাইলে আমি (তোমার মূল্য) তোমার মালিককে দিয়ে দিব এ শর্তে যে, উত্তরাধিকারস্বত্ব থাকবে আমার। তার মালিক 'আয়িশা (রা)-কে বললো ঃ আপনি চাইলে বাকী মূল্য বারীরাকে দিতে পারেন। রাবী সুফিয়ান (র) আর একবার বলেছেন ঃ আপনি চাইলে তাকে আযাদ করতে পারেন, তবে উত্তরাধিকারস্বত্ব থাকবে আমাদের। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আসলেন তখন আমি তাঁর কাছে ব্যাপারটি বললাম। তিনি বললেন ঃ তুমি তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দাও। কারণ উত্তরাধিকারস্বত্ব থাকে তারই, যে আযাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরের উপর দাঁড়ালেন। সুফিয়ান (র) আর একবার বলেন ঃ এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে আরোহণ করে বললেন ঃ লোকদের কি হলো? তারা এমন সব শর্ত করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই। কেউ যদি এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহর কিতাবে নেই, তার সে শর্তের কোন মূল্য নেই। এমনকি এরূপ শর্ত একশবার আরোপ করলেও। মালিক (র).....'আমরা (র) থেকে রাবী'য়া (রা)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তবে মিম্বরে আরোহণ করার কথা উল্লেখ করেন নি।

'আলী (রা)....'আমরা (র) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। জাফর ইব্ন 'আওন (র) ইয়াহইয়া (র)-এর মাধ্যমে 'আমরা (র) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আমি 'আয়িশা (রা) থেকে শুনেছি।

٣١٢. بَابُ التَّقَاضِي وَالْمُلاَزَمَةِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১২. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে ঋণ পরিশোধের তাগাদা দেওয়া ও চাপ সৃষ্টি করা

٤٤٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ كَعْبٍ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا حَتَّى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى يَا كَعْبُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَيِ الشَّطْرَ ، قَالَ لَقَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ قُمْ فَاقْضِهِ .

৪৪৩ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র).....কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি মসজিদের ভিতরে ইব্ন আবূ হাদরাদ (র)-এর কাছে তাঁর পাওনা ঋণের তাগাদা করলেন। দু'জনের মধ্যে এ নিয়ে বেশ উচ্চৈঃস্বরে কথাবার্তা হলো। এমনকি রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘর থেকেই তাদের কথার আওয়ায শুনলেন এবং তিনি পর্দা

banglainternet.com

সরিয়ে তাদের কাছে বেরিয়ে গেলেন। আর ডাক দিয়ে বললেন ঃ হে কা'ব! কা'ব (রা) উত্তর দিলেন, লাব্বাইক ইয়া রাসূলাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন ঃ তোমার পাওনা ঋণ থেকে এতটুকু ছেড়ে দাও। আর হাতে ইশারা করে বোঝালেন, অর্থাৎ অর্ধেক পরিমাণ। তখন কা'ব (রা) বললেন ঃ আমি তাই করলাম ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন তিনি ইব্ন আবূ হাদরাদকে বললেন ঃ উঠ আর বাকীটা দিয়ে দাও।

٣١٣. بَابُ كَنْسِ الْمَسْجِدِ وَالْتِقَاطِ الْخِرَقِ وَالْقَذَى وَالْعِيدَانِ

৩১৩. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ ঝাড়ু দেওয়া এবং ন্যাকড়া, আবর্জনা ও কাঠ খড়ি কুড়ানো

٤٤٤ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَسْوَدَ أَوِ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلاَ كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا .

৪৪৪ সুলায়মান ইব্ন হারব (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একজন কাল বর্ণের পুরুষ অথবা বলেছেন কাল বর্ণের মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিত। সে ইনতিকাল করল। নবী ﷺ তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে ইনতিকাল করেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে খবর দিলে না কেন? আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি তার কবরের কাছে গেলেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করলেন।

٣١٤. بَابُ تَحْرِيمِ تِجَارَةِ الْخَمْرِ فِي الْمَسْجِدِ

৩১৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করা

٤٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا أُنْزِلَ الآيَاتُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرِّبَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى الْمَسْجِدِ فَقَرَأَهُنَّ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ تِجَارَةَ الْخَمْرِ .

৪৪৫ 'আবদান (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মদ সম্পর্কীয় সূরা বাকারার আয়াতসমূহ নাযিল হলে নবী ﷺ মসজিদে গিয়ে সে সব আয়াত সাহাবীগণকে পাঠ করে শুনালেন। তারপর তিনি মদের ব্যবসা হারাম ঘোষণা করলেন।

٣١٥. بَابُ الْخَدَمِ لِلْمَسْجِدِ ،

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا لِلْمَسْجِدِ يَخْدُمُهَا

banglainternet.com

৩১৫. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদের জন্য খাদিম

ইব্ন 'আব্বাস (রা) (এ আয়াত) 'আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত আপনার জন্য উৎসর্গ

করলাম' (৩ ঃ ৩৫)—এর ব্যাখ্যায় বলেন ঃ মসজিদের খিদমতের জন্য উৎসর্গ করলাম।

٤٤٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ وَافِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ اَبِىْ رَافِعٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ امْرَاَةً اَوْ رَجُلاً كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ وَلاَ اُرَاهُ اِلاَّ امْرَاَةً فَذَكَرَ حَدِيْثَ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ صَلَّى عَلَى قَبْرِهَا .

৪৪৬ আহমদ ইব্‌ন ওয়াফিদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, একজন পুরুষ অথবা বলেছেন একজন মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিতেন। [রাবী সাবিত (র) বলেন ঃ] আমার মনে হয় তিনি বলেছেন একজন মহিলা। তারপর তিনি নবী ﷺ -এর হাদীস বর্ণনা করে বলেন, নবী ﷺ তার কবরে জানাযার সালাত আদায় করেছেন।

٣١٦. بَابُ الْاَسِيْرِ اَوِ الْغَرِيْمِ يُرْبَطُ فِى الْمَسْجِدِ

৩১৬. পরিচ্ছেদ ঃ কয়েদী অথবা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে মসজিদে বেঁধে রাখা

٤٤٧ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنَا رَوْحٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنْ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ عَلَىَّ الْبَارِحَةَ اَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَةَ فَاَمْكَنَنِىَ اللّٰهُ مِنْهُ فَاَرَدْتُ اَنْ اَرْبِطَهُ اِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِى الْمَسْجِدِ حَتّٰى تُصْبِحُوْا وَ تَنْظُرُوْا اِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ اَخِىْ سُلَيْمَانَ رَبِّ هَبْ لِىْ مُلْكًا لاَ يَنْبَغِىْ لِاَحَدٍ مِّنْ بَعْدِىْ قَالَ رَوْحٌ فَرَدَّهُ خَاسِئًا .

৪৪৭ ইসহাক ইব্‌ন ইবরাহীম (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ গত রাতে একটা অবাধ্য জিন হঠাৎ আমার সামনে প্রকাশ পেল। রাবী বলেন, অথবা তিনি অনুরূপ কোন কথা বলেছেন, যেন সে আমার সালাতে বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু আল্লাহ আমাকে তার উপর ক্ষমতা দিলেন। আমি ইচ্ছা করেছিলাম যে, তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখি, যাতে ভোরবেলা তোমরা সবাই তাকে দেখতে পাও। কিন্তু তখন আমার ভাই সুলায়মান ('আ)-এর এই উক্তি আমার স্মরণ হলো, "হে রব! আমাকে দান কর এমন রাজত্ব, যার অধিকারী আমার পরে আর কেউ না হয়।" (৩৮ ঃ ৩৫) (বর্ণনাকারী) রাওহ্ (র) বলেন ঃ নবী ﷺ সেই শয়তানটিকে অপমানিত অবস্থায় তাড়িয়ে দিলেন।

٣١٧. بَابُ الْاِغْتِسَالِ اِذَا اَسْلَمَ وَرَبْطِ الْاَسِيْرِ اَيْضًا فِى الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ شُرَيْحٌ يَاْمُرُ الْغَرِيْمَ اَنْ يُحْبَسَ اِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ

৩১৭. পরিচ্ছেদ ঃ ইসলাম গ্রহণের সময় গোসল করা এবং কয়েদীকে মসজিদে বাঁধা

কাযী শুরাইহ (র) দেনাদার ব্যক্তিকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখার নির্দেশ দিতেন

banglainternet.com

٤٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِىْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ

بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ فَخَرَجَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ فَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

৪৪৮ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ কয়েকজন অশ্বারোহী মুজাহিদকে নজদের দিকে পাঠালেন। তারা বানূ হানীফা গোত্রের সুমামা ইব্ন উসাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসে তাকে মসজিদের খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন। নবী ﷺ তার কাছে গেলেন এবং বললেন ঃ সুমামাকে ছেড়ে দাও। (ছাড়া পেয়ে) তিনি মসজিদে নববীর নিকটে এক খেজুর বাগানে গিয়ে সেখানে গোসল করলেন, এরপর মসজিদে প্রবেশ করে বললেন ঃ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ .

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল।"

٣١٨. بَابُ الْخَيْمَةِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمَرْضَى وَغَيْرِهِمْ

৩১৮. পরিচ্ছেদ ঃ রোগী ও অন্যদের জন্য মসজিদে তাঁবু স্থাপন

٤٤٩ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أُصِيبَ سَعْدٌ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فِي الأَكْحَلِ فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعُودَهُ مِنْ قَرِيبٍ فَلَمْ يَرُعْهُمْ وَفِي الْمَسْجِدِ خَيْمَةٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ إِلاَّ الدَّمُ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْذُو جُرْحُهُ دَمًا فَمَاتَ فِيهَا .

৪৪৯ যাকারিয়্যা ইব্ন ইয়াহইয়া (র).....'আয়িশা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ খন্দকের যুদ্ধে সা'দ (রা)-এর হাতের শিরা যখম হয়েছিল। নবী ﷺ মসজিদে (তাঁর জন্য) একটা তাঁবু স্থাপন করলেন, যাতে কাছে থেকে তাঁর দেখাশুনা করতে পারেন। মসজিদে বানূ গিফারেরও একটা তাঁবু ছিল। সা'দ (রা)-এর প্রচুর রক্ত তাঁদের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ হে তাঁবুর লোকেরা! তোমাদের তাঁবু থেকে আমাদের দিকে কি প্রবাহিত হচ্ছে? তখন দেখা গেল যে, সা'দের যখম থেকে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। অবশেষে এতেই তিনি ইনতিকাল করলেন।

٣١٩. بَابُ إِدْخَالِ الْبَعِيرِ فِي الْمَسْجِدِ لِلْعِلَّةِ - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ طَافَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ

৩১৯. পরিচ্ছেদ ঃ প্রয়োজনে উট নিয়ে মসজিদে প্রবেশ করা
ইব্ন 'আব্বাস (রা) বলেন ঃ নবী ﷺ নিজের উটে সওয়ার হয়ে তওয়াফ করেছেন

banglainternet.com

٤٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنِّي أَشْتَكِي قَالَ طُوْفِي مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ وَأَنْتِ رَاكِبَةٌ فَطُفْتُ وَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي إِلَى جَنْبِ الْبَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّوْرِ وَ كِتَابٍ مَسْطُوْرٍ .

৪৫০ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে (বিদায় হজ্জে) আমার অসুস্থতার কথা জানালাম। তিনি বললেন ঃ সাওয়ার হয়ে লোকদের হতে বাইরে থেকে তওয়াফ করে নাও। তখন আমি (সেভাবে) তওয়াফ করলাম। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ বায়তুল্লাহর পাশে সালাত আদায় করছিলেন তিনি "সূরা ওয়াত্-তূরি ওয়া কিতাবিম্-মাস্তূর" তিলাওয়াত করছিলেন।

٣٢٠. بَابٌ

৩২০. পরিচ্ছেদ

٤٥١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَأَحْسِبُ الثَّانِي أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ يُضِيْئَانِ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا فَلَمَّا افْتَرَقَا صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاحِدٌ حَتّٰى أَتٰى أَهْلَهُ .

৪৫১ মুহাম্মদ ইব্নুল মুসান্না (র).....আনাস (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ-এর দু'জন সাহাবী নবী ﷺ-এর নিকট থেকে অন্ধকার রাতে বের হলেন। তাঁদের একজন 'আব্বাদ ইব্ন বিশ্র (রা) আর দ্বিতীয় জন সম্পর্কে আমার ধারণা যে, তিনি ছিলেন উসাইদ ইব্ন হুযাইর (রা), আর উভয়ের সাথে চেরাগ সদৃশ কিছু ছিল, যা তাঁদের সামনের দিকটাকে আলোকিত করছিল। তাঁরা উভয়ে যখন পৃথক হয়ে গেলেন, তখন প্রত্যেকের সাথে একটা করে রয়ে গেল। অবশেষে এভাবে তাঁরা নিজেদের বাড়ীতে পৌঁছলেন।

٣٢١. بَابُ الْخَوْخَةِ وَالْمَمَرِّ فِي الْمَسْجِدِ

৩২১. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে ছোট দরজা ও পথ বানানো

٤٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ اللّٰهَ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ فَبَكٰى أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقُلْتُ فِي نَفْسِي مَا يُبْكِي هٰذَا الشَّيْخَ إِنْ يَكُنِ اللّٰهُ خَيَّرَ عَبْدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَهُ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ الْعَبْدَ ، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ أَعْلَمَنَا قَالَ يَا أَبَا بَكْرٍ

banglainternet.com

لاَ تَبْكِ اِنَّ أَمَنَّ النَّاسِ عَلَىَّ فِىْ صُحْبَتِهِ وَمَالِهِ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلاً مِنْ اُمَّتِىْ لاَتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ وَلٰكِنْ اُخُوَّةُ الْاِسْلاَمِ وَمَوَدَّتُهُ لاَ يَبْقَيَنَّ فِى الْمَسْجِدِ بَابٌ اِلاَّ سُدَّ اِلاَّ بَابُ اَبِىْ بَكْرٍ .

৪৫২ মুহাম্মদ ইব্‌ন সিনান (র).....আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক ভাষণে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা আছে–এ দুয়ের মধ্যে একটি গ্রহণের ইখতিয়ার দিলেন। তিনি আল্লাহর কাছে যা আছে—তা গ্রহণ করলেন। তখন আবূ বকর (রা) কাঁদতে লাগলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, এই বৃদ্ধ কাঁদছেন কেন? আল্লাহ তাঁর এক বান্দাকে দুনিয়া ও আল্লাহর কাছে যা রয়েছে–এ দুয়ের একটা গ্রহণ করার ইখতিয়ার দিলে তিনি আল্লাহর কাছে যা রয়েছে তা গ্রহণ করেছেন (এতে কাঁদার কি আছে?)। মূলতঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -ই ছিলেন সেই বান্দা। আর আবূ বকর (রা) ছিলেন আমাদের মাঝে সর্বাধিক জ্ঞানী। নবী ﷺ বললেন ঃ হে আবূ বকর, তুমি কাঁদবে না। নিজের সাহচর্য ও সম্পদ দিয়ে আমাকে যিনি সবচাইতে বেশী ইহসান করেছেন তিনি আবূ বকর। আমার কোন উম্মতকে যদি আমি খলীল (অন্তরঙ্গ বন্ধু) রূপে গ্রহণ করতাম, তবে তিনি হতেন আবূ বকর। কিন্তু তাঁর সাথে রয়েছে ইসলামের ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দ্য। আবূ বকরের দরজা ব্যতীত মসজিদের কোন দরজাই রাখা হবে না, সবই বন্ধ করা হবে।

٤٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْفِىُّ قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ سَمِعْتُ يَعْلَى بْنَ حَكِيْمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ مَرَضِهِ الَّذِىْ مَاتَ فِيْهِ عَاصِبًا رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ اَحَدٌ اَمَنَّ عَلَىَّ فِىْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ مِنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ قُحَافَةَ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيْلاً لاَتَّخَذْتُ اَبَابَكْرٍ خَلِيْلاً وَلٰكِنْ خُلَّةُ الْاِسْلاَمِ اَفْضَلُ سُدُّوْا عَنِّىْ كُلَّ خَوْخَةٍ فِىْ هٰذَا الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةِ اَبِىْ بَكْرٍ.

৪৫৩ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন মুহাম্মদ জু'ফী (র).....ইব্‌ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তিম রোগের সময় এক টুকরা কাপড় মাথায় পেঁচিয়ে বাইরে এসে মিম্বরে বসলেন। আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও সানা সিফাত বর্ণনার পর বললেন ঃ জান-মাল দিয়ে আবূ বকর ইব্‌ন আবূ কুহাফার চাইতে অধিক কেউ আমার প্রতি ইহসান করেনি। আমি কাউকেও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে অবশ্যই আবূ বকরকে গ্রহণ করতাম। তবে ইসলামের বন্ধুত্বই উত্তম। আবূ বকরের দরজা ব্যতীত এই মসজিদের সকল ছোট দরজা বন্ধ করে দাও।

٣٢٢. بَابُ الْاَبْوَابِ وَالْغَلَقِ لِلْكَعْبَةِ وَالْمَسْجِدِ

قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ لِىْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِىْ ابْنُ اَبِىْ مُلَيْكَةَ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ لَوْ رَاَيْتَ مَسَاجِدَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَاَبْوَابَهَا

banglainternet.com

৩২২. পরিচ্ছেদ ঃ বায়তুল্লাহ শরীফে ও অন্যান্য মসজিদে দরজা রাখা ও তালা লাগানো

আবূ 'আবদুল্লাহ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন ঃ আমাকে 'আবদুল্লাহ ইব্ন মুহাম্মদ (র) বলেছেন যে, আমাকে সুফিয়ান (র) ইব্ন জুরাইজ (র) থেকে বর্ণনা করছেন, তিনি বলেন ঃ আমাকে ইব্ন আবী মুলায়কা (র) বলেছেন, "হে 'আবদুল মালিক! তুমি ইব্ন 'আব্বাস (রা)-এর মসজিদ ও তার দরজাগুলো যদি দেখতে"

٤٥٤ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ وَ قُتَيْبَةُ قَالاَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدِمَ مَكَّةَ فَدَعَا عُثْمَانَ بْنَ طَلْحَةَ فَفَتَحَ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ وَبِلاَلٌ وَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ ثُمَّ أَغْلَقَ الْبَابُ فَلَبِثَ فِيْهِ سَاعَةً ثُمَّ خَرَجُوْا قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَبَدَرْتُ فَسَأَلْتُ بِلاَلاً فَقَالَ صَلَّى فِيْهِ فَقُلْتُ فِيْ اَيِّ قَالَ بَيْنَ الْاُسْطُوَانَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَذَهَبَ عَلَيَّ اَنْ اَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى .

৪৫৪ আবূ নু'মান ও কুতায়বা (র)....ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ যখন মক্কায় আসেন তখন 'উসমান ইব্ন তালহা (রা)-কে ডাকলেন। তিনি দরজা খুলে দিলে নবী ﷺ, বিলাল, উসামা ইব্ন যায়দ ও 'উসমান ইব্ন তালহা (রা) ভিতরে গেলেন। তারপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। তিনি সেখানে কিছুক্ষণ থাকলেন। তারপর সবাই বের হলেন। ইব্ন 'উমর (রা) বলেন ঃ আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে বিলাল (রা)-কে (সালাতের কথা) জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ নবী ﷺ ভিতরে সালাত আদায় করেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঃ কোন্ স্থানে? তিনি বললেন ঃ দুই স্তম্ভের মাঝামাঝি। ইব্ন 'উমর (রা) বলেন ঃ কয় রাক'আত আদায় করেছেন তা জিজ্ঞাসা করতে আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

٣٢٣. بَابُ دُخُوْلِ الْمُشْرِكِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৩. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে মুশরিকের প্রবেশ

٤٥٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِيْ حَنِيْفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالٍ فَرَبَطُوْهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ .

৪৫৫ কুতায়বা (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্য নজদ অভিমুখে পাঠালেন। তারা বানূ হানীফা গোত্রের সুমামা ইব্ন উসাল নামক এক ব্যক্তিকে নিয়ে এলেন। তারপর তাকে মসজিদের একটি খুঁটির সাথে বেঁধে রাখলেন।

banglainternet.com

٣٢٤. بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ فِي الْمَسْجِدِ

৩২৪. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে আওয়ায উঁচু করা

٤٥٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرُ بْنُ مَجِحُ الْمَدَنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا الْجُعَيْدُ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِيْ رَجُلٌ فَنَظَرْتُ اِلَيْهِ فَاِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ اذْهَبْ فَأْتِنِيْ بِهٰذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا قَالَ مِمَّنْ اَنْتُمَا اَوْ مِنْ اَيْنَ اَنْتُمَا قَالاَ مِنْ اَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ لَوْ كُنْتُمَا مِنْ اَهْلِ الْبَلَدِ لَاَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ اَصْوَاتَكُمَا فِيْ مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

৪৫৬ 'আলী ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র)....সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি মসজিদে নববীতে দাঁড়িয়েছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমার দিকে একটা কাঁকর নিক্ষেপ করলো। আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে, তিনি 'উমর ইব্নুল খাত্তাব (রা)। তিনি বললেন ঃ যাও, এ দু'জনকে আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাদের নিয়ে তাঁর কাছে এলাম। তিনি বললেন ঃ তোমরা কারা? অথবা তিনি বললেন ঃ তোমরা কোন্ স্থানের লোক? তারা বললো ঃ আমরা তায়েফের অধিবাসী। তিনি বললেন ঃ তোমরা যদি মদীনার লোক হতে, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের কঠোর শাস্তি দিতাম। তোমরা দু'জনে রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মসজিদে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলছো!

٤٥٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ يُوْنُسُ ابْنُ يَزِيْدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ اَنَّ كَعْبَ ابْنَ مَالِكٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ اَبِيْ حَدْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِيْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَارْتَفَعَتْ اَصْوَاتُهُمَا حَتّٰى سَمِعَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ بَيْتِهِ فَخَرَجَ اِلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حَتّٰى كَشَفَ سِجْفَ حُجْرَتِهِ وَ نَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ فَقَالَ بِاَكْعْبُ فَقَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاَشَارَ بِيَدِهِ اَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قُمْ فَاقْضِهِ .

৪৫৭ আহমদ ইব্ন সালিহ (র).....কা'ব ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যুগে তিনি ইব্ন আবূ হাদরাদের কাছে তাঁর প্রাপ্য সম্পর্কে মসজিদে নববীতে তাগাদা করেন। এতে উভয়ের আওয়ায উঁচু হয়ে গেল। এমন কি সে আওয়ায রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘর থেকে শুনতে পেলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ঘরের পর্দা সরিয়ে তাদের দিকে বের হয়ে এলেন এবং কা'ব ইব্ন মালিককে ডেকে বললেন ঃ হে কা'ব! উত্তরে কা'ব বললেন ঃ লাব্বায়কা ইয়া রাসূলাল্লাহ! তখন নবী ﷺ হাতে ইশারা করলেন যে, তোমার প্রাপ্য থেকে অর্ধেক ছেড়ে দাও। কা'ব (রা) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তাই করলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ইব্ন আবূ হাদরাদ (রা)-কে বললেন ঃ উঠ এবার (বাকী) ঋণ পরিশোধ কর।

banglainternet.com

٣٢٥. بَابُ الْحِلَقِ وَالْجُلُوْسِ فِى الْمَسْجِدِ

৩২৫. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে হালকা বাঁধা ও বসা

٤٥٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ مَا تَرَى فِىْ صَلاَةِ اللَّيْلِ قَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِىَ اَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلّٰى وَاحِدَةً فَاَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلّٰى وَاِنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا فَاِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اَمَرَ بِهِ .

৪৫৮ মুসাদ্দাদ (র).....ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন সাহাবী নবী ﷺ -কে প্রশ্ন করলেন, তখন তিনি মিম্বরে ছিলেন ঃ আপনি রাতের সালাত কিভাবে আদায় করতে বলেন? তিনি বললেন ঃ দু'-দু'রাক'আত করে আদায় করবে। যখন তোমাদের কারো ভোর হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় তখন সে আরো এক রাক'আত আদায় করে নিবে। আর এইটি তার পূর্ববর্তী সালাতকে বিত্‌র করে দেবে। [নাফি' (র) বলেন] ইব্ন 'উমর (রা) বলতেন ঃ তোমরা বিত্‌রকে রাতের শেষ সালাত হিসেবে আদায় কর। কেননা নবী ﷺ এই নির্দেশ দিয়েছেন।

٤٥٩ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَجُلاً جَاءَ اِلَى النَّبِىِّ ﷺ وَهُوَ يَخْطُبُ فَقَالَ كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ فَقَالَ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا خَشِيْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ تُوْتِرُ لَكَ مَا قَدْ صَلَّيْتَ . قَالَ الْوَلِيْدُ بْنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنِىْ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ اَنَّ رَجُلاً نَادَى النَّبِىَّ ﷺ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ .

৪৫৯ আবূ নু'মান (র).....ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, এক সাহাবী নবী ﷺ -এর কাছে এমন সময় আসলেন যখন তিনি খুতবা দিচ্ছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ রাতের সালাত কিভাবে আদায় করতে হয়? নবী ﷺ বললেন ঃ দু'রাক'আত দু'রাক'আত করে আদায় করবে। আর যখন ভোর হওয়ার আশংকা করবে, তখন আরো এক রাক'আত আদায় করে নিবে। সে রাক'আত তোমার আগের সালাতকে বিত্‌র করে দিবে। ওয়ালীদ ইব্ন কাসীর (র) বলেন ঃ 'উবায়দুল্লাহ ইব্ন 'আবদুল্লাহ (র) আমার কাছে বলেছেন যে, ইব্ন 'উমর (রা) তাঁদের বলেছেন ঃ এক সাহাবী নবী ﷺ -কে সম্বোধন করে বললেন, তখন তিনি মসজিদে ছিলেন।

٤٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ طَلْحَةَ اَنَّ اَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيْلِ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ اَخْبَرَهُ عَنْ اَبِىْ وَاقِدٍ اللَّيْثِىِّ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَسْجِدِ فَاَقْبَلَ نَفَرٌ ثَلاَثَةٌ فَاَقْبَلَ اثْنَانِ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَ ذَهَبَ وَاحِدٌ . فَاَمَّا اَحَدُهُمَا فَرَاٰى فُرْجَةً فِى الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَدْبَرَ ذَاهِبًا فَلَمَّا فَرَغَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَلاَ اُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلاَثَةِ ، اَمَّا

banglainternet.com

اَحَدُهُمْ فَاَوٰى اِلَى اللّٰهِ فَاٰوَاهُ اللّٰهُ ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللّٰهُ مِنْهُ ، وَاَمَّا الْاٰخَرُ فَاَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللّٰهُ عَنْهُ .

৪৬০ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....আবূ ওয়াকিদ লায়সী (রা) থেকে বর্ণিত, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ছিলেন। এমন সময় তিনজন লোক এলেন। তাঁদের দু'জন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এগিয়ে এলেন আর একজন চলে গেলেন। এ দু'জনের একজন হালকায় খালি স্থান পেয়ে সেখানে বসে পড়লেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি মজলিসের পেছনে বসলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি পিঠটান দিয়ে সরে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কথাবার্তা থেকে অবসর হয়ে বললেন ঃ আমি কি তোমাদের ঐ তিন ব্যক্তি সম্পর্কে খবর দেব? এক ব্যক্তি তো আল্লাহর দিকে অগ্রসর হলো। আল্লাহও তাকে আশ্রয় দিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি লজ্জা করলো, আর আল্লাহ তা'আলাও তাকে (বঞ্চিত করতে) লজ্জাবোধ করলেন। তৃতীয় ব্যক্তি মুখ ফিরিয়ে নিল, কাজেই আল্লাহও তার থেকে ফিরে থাকলেন।

٣٢٦. بَابُ الْاِسْتِلْقَاءِ فِى الْمَسْجِدِ

৩২৬. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদে চিত হয়ে শোয়া

٤٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ اَنَّهُ رَاٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مُسْتَلْقِيًا فِى الْمَسْجِدِ وَاضِعًا اِحْدٰى رِجْلَيْهِ عَلَى الْاُخْرٰى * وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعُثْمَانُ يَفْعَلاَنِ ذٰلِكَ .

৪৬১ 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাসলামা (র).....'আব্বাদ ইব্ন তামীম (র) তাঁর চাচা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি (তাঁর চাচা) রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মসজিদে চিত হয়ে এক পায়ের উপর আরেক পা রেখে শুয়ে থাকতে দেখেছেন। ইব্ন শিহাব (র) সা'ঈদ ইব্ন মুসায়্যাব (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, 'উমর ও 'উসমান (রা) এরূপ করতেন।

٣٢٧. بَابُ الْمَسْجِدِ يَكُوْنُ فِى الطَّرِيْقِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ بِالنَّاسِ ، وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ وَاَيُّوْبُ وَمَالِكٌ

৩২৭. পরিচ্ছেদ ঃ লোকের অসুবিধা না হলে রাস্তায় মসজিদ বানানো বৈধ। হাসান বসরী, আয়্যুব এবং মালিক (র) এরূপ বলেছেন।

٤٦٢ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ ﷺ قَالَتْ لَمْ اَعْقِلْ اَبَوَىَّ اِلاَّ وَهُمَا يَدِيْنَانِ الدِّيْنَ وَلَمْ يَمُرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ اِلاَّ يَاْتِيْنَا فِيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ طَرَفَىِ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، ثُمَّ بَدَا لِاَبِىْ بَكْرٍ فَابْتَنٰى مَسْجِدًا بِفِنَاءِ دَارِهِ فَكَانَ يُصَلِّىْ فِيْهِ وَيَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ فَيَقِفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاَبْنَاءُ هُمْ يَعْجَبُوْنَ مِنْهُ وَيَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ ، وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَجُلاً بَكَّاءً لاَ يَمْلِكُ

banglainternet.com

عَيْنَيْهِ اِذَا قَرَأَ الْقُرْاٰنَ فَاَفْزَعَ ذٰلِكَ اَشْرَافَ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ .

৪৬২ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র) নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ আমার জ্ঞানমতে আমি আমার মাতা-পিতাকে সব সময় দীনের অনুসরণ করতে দেখেছি। আর আমাদের এমন কোন দিন যায়নি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে দিনের উভয় প্রান্তে সকাল-সন্ধ্যায় আমাদের কাছে আসেন নি। তারপর আবূ বকর (রা)-এর মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিল। তিনি তাঁর ঘরের আঙ্গিনায় একটি মসজিদ তৈরী করলেন। তিনি এতে সালাত আদায় করতেন ও কুরআন তিলাওয়াত করতেন। মুশরিকদের মহিলা ও ছেলেমেয়েরা সেখানে দাঁড়াতো এবং এতে তারা বিস্মিত হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকতো। আবূ বকর (রা) ছিলেন একজন অধিক রোদনকারী ব্যক্তি। তিনি কুরআন পড়া শুরু করলে অশ্রু সংবরণ করতে পারতেন না। তাঁর এ অবস্থা নেতৃস্থানীয় মুশরিক কুরাইশদের শংকিত করে তুলল।

٣٢٨. بَابُ الصَّلاَةِ فِيْ مَسْجِدِ السُّوْقِ وَصَلّٰى ابْنُ عَوْنٍ فِيْ مَسْجِدٍ فِيْ دَارٍ يُغْلَقُ عَلَيْهِمُ الْبَابُ

৩২৮. পরিচ্ছেদ ঃ বাজারের মসজিদে সালাত আদায়

ইব্ন 'আওন (র) ঘরের মসজিদে সালাত আদায় করতেন যার দরজা বন্ধ করা হতো

٤٦٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلاَةُ الْجَمِيْعِ تَزِيْدُ عَلٰى صَلاَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ وَصَلاَتِهِ فِيْ سُوْقِهِ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ وَاَتَى الْمَسْجِدَ لاَيُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلاَةَ لَمْ يَخْطُ خَطْوَةً اِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ . وَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِيْ صَلاَةٍ مَّا كَانَتْ تَحْبِسُهُ وَتُصَلِّى الْمَلاَئِكَةُ عَلَيْهِ مَادَامَ فِيْ مَجْلِسِهِ الَّذِيْ يُصَلِّيْ فِيْهِ . اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُؤْذِ يُحْدِثْ فِيْهِ .

৪৬৩ মুসাদ্দাদ (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করলে ঘর বা বাজারে সালাত আদায় করার চাইতে পঁচিশ গুণ সওয়াব বৃদ্ধি পায়। কেননা, তোমাদের কেউ যদি ভাল করে উযূ করে কেবল সালাতের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে, সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত যতবার কদম রাখে তার প্রতিটির বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার মর্যাদা ক্রমান্বয়ে উন্নীত করবেন এবং তার এক-একটি করে গুনাহ মাফ করবেন। আর মসজিদে প্রবেশ করে যতক্ষণ পর্যন্ত সালাতের অপেক্ষায় থাকে, ততক্ষণ তাকে সালাতেই গণ্য করা হয়। আর সালাতের শেষে সে যতক্ষণ ঐ স্থানে থাকে ততক্ষণ ফিরিশতাগণ তার জন্যে এ বলে দু'আ করেন ঃ ইয়া আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করুন, ইয়া আল্লাহ ! তাকে রহম করুন—যতক্ষণ সে কাউকে কষ্ট না দেয়, সেখানে উযূ ভঙ্গের কাজ না করে।

٣٢٩. بَابُ تَشْبِيْكِ الْاَصَابِعِ فِي الْمَسْجِدِ وَغَيْرِهِ

৩২৯. পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদ ও অন্যান্য স্থানে এক হাতের আঙ্গুল অন্য হাতের আঙ্গুলে প্রবেশ করানো

banglainternet.com

٤٦٤ حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ عَنْ بِشْرٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ حَدَّثَنَا وَاقِدٌ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَوْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ اَصَابِعَهُ * وَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِنْ اَبِيْ فَلَمْ اَحْفَظْهُ فَقَوَّمَهُ لِيْ وَاقِدٌ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ وَهُوَ يَقُوْلُ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو كَيْفَ بِكَ اِذَا بَقِيْتَ فِيْ حُثَالَةٍ مِنَ النَّاسِ بِهٰذَا .

৪৬৪ হামিদ ইব্ন 'উমর (র).....ইব্ন 'উমর বা ইব্ন 'আমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলে প্রবেশ করান। 'আসিম ইব্ন 'আলী (র) থেকে বর্ণিত 'আসিম ইব্ন মুহম্মদ (র) বলেন ঃ আমি এ হাদীস আমার পিতা থেকে শুনেছিলাম, কিন্তু আমি তা স্মরণ রাখতে পারিনি। এরপর এ হাদীসটি আমাকে ঠিকভাবে বর্ণনা করেন ওয়াকিদ (র) তাঁর পিতা থেকে। তিনি বলেন ঃ আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রা) বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন ঃ হে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর! যখন তুমি নিকৃষ্ট লোকদের সাথে অবস্থান করবে, তখন তোমার অবস্থা কি হবে?

وَلَفْظُهُ فِيْ جَمْعِ الْحُمَيْدِيِّ فِيْ مُسْنَدِ ابْنِ عُمَرَ شَبَّكَ النَّبِيُّ ﷺ اَصَابِعَهُ وَقَالَ كَيْفَ اَنْتَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اِذَا بَقِيْتَ فِيْ حُثَالَةٍ مِّنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُوْدُهُمْ وَاَمَانَاتُهُمْ وَاخْتَلَفُوْا فَصَارُوْا هٰكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ قَالَ فَكَيْفَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ تَاْخُذُ مَاتَعْرِفُ وَتَدَعُ مَاتُنْكِرُ وَتُقْبِلُ عَلٰى خَاصَّتِكَ وَتَدَعُهُمْ وَعَوَامَّهُمْ .

– عينى ج ٤ ص ٢٦٠

হুমায়দী (র) তাঁর 'আল জাম'উ বাইনাস সাহীহায়ন' গ্রন্থে ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এরূপ বর্ণনা করেন, "নবী ﷺ এক হাতের আঙুল আর এক হাতের আঙুলে প্রবেশ করান এবং বলেন ঃ হে 'আবদুল্লাহ্! যখন তুমি নিকৃষ্ট লোকদের মধ্যে অবস্থান করবে তখন তোমার অবস্থা কি হবে ? তাদের অঙ্গীকার পূরণ করা হবে না ও আমানতে খেয়ানত করা হবে এবং তাদের মতানৈক্য দেখা দিবে। আর তারা এরূপ হয়ে যাবে এবং তিনি এক হাতের আঙুল আর এক হাতে প্রবেশ করান। 'আবদুল্লাহ্ (রা) বললেন ঃ "ইয়া রাসূলাল্লাহ, তখন আমি কি করব? তিনি বললেন, যা তুমি শরী'আতসম্মত বলে জান তা গ্রহণ কর, আর যা শরী'আতবিরোধী বলে মনে করবে তা বর্জন করবে। আর তুমি নিজকে নিজে বাঁচাবে, আর সাধারণ লোককে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিবে।—'উমদাতুল ক্বারী, ৪খ, পৃ. ২৬০

٤٦٥ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ اَصَابِعَهُ .

৪৬৫ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র).... আবূ মূসা (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন ঃ একজন মু'মিন আরেকজন মু'মিনের জন্যে ইমারততুল্য, যার এক অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে থাকে। এ বলে তিনি

banglainternet.com

এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন।

٤٦٦ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شُمَيْلٍ قَالَ اَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ ابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِحْدَى صَلَاتَىِ الْعَشِىِّ قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ قَدْ سَمَّاهَا اَبُوْ هُرَيْرَةَ وَلٰكِنْ نَسِيْتُ اَنَا قَالَ فَصَلّٰى بِنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ اِلٰى خَشَبَةٍ مَعْرُوْضَةٍ فِى الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَاَنَّهُ غَضْبَانُ وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى ، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَخَرَجَتِ السُّرْعَانُ مِنْ اَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالُوْا قَصُرَتِ الصَّلَاةُ وَفِى الْقَوْمِ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا اَنْ يُكَلِّمَاهُ ، وَفِى الْقَوْمِ رَجُلٌ فِىْ يَدَيْهِ طُوْلٌ يُقَالُ لَهُ ذُو الْيَدَيْنِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَسِيْتَ اَمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ لَمْ اَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ فَقَالَ اَكَمَا يَقُوْلُ ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالُوْا نَعَمْ فَتَقَدَّمَ فَصَلّٰى مَا تَرَكَ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُوْدِهِ اَوْ اَطْوَلَ ثُمَّ رَفَعَ رَاْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَاَلُوْهُ ثُمَّ سَلَّمَ فَيَقُوْلُ نُبِّئْتُ اَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ ثُمَّ سَلَّمَ .

৪৬৬ ইসহাক (র).....আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আমাদের বিকালের এক সালাতে ইমামতি করলেন। ইব্ন সীরীন (র) বলেন ঃ আবূ হুরায়রা (রা) সালাতের নাম বলেছিলেন, কিন্তু আমি তা ভুলে গিয়েছি। আবূ হুরায়রা (রা) বলেন ঃ তিনি আমাদের নিয়ে দু'রাক'আত সালাত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর মসজিদে রাখা এক টুকরা কাঠের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁকে রাগান্বিত মনে হচ্ছিল। তিনি তাঁর ডান হাত বাঁ হাতের উপর রেখে এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করালেন। আর তাঁর ডান গাল বাম হাতের পিঠের উপর রাখলেন। যাঁদের তাড়া ছিল তাঁরা মসজিদের দরজা দিয়ে বাইরে চলে গেলেন। সাহাবীগণ বললেন ঃ সালাত কি সংক্ষিপ্ত হয়ে গেছে? উপস্থিত লোকজনের মধ্যে আবূ বকর (রা) এবং 'উমর (রা)-ও ছিলেন। কিন্তু তাঁরা নবী ﷺ-এর সঙ্গে কথা বলতে ভয় পেলেন। আর লোকজনের মধ্যে লম্বা হাত বিশিষ্ট এক ব্যক্তি ছিলেন, যাঁকে "যুল-ইয়াদাইন" বলা হতো, তিনি বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি ভুলে গেছেন, নাকি সালাত সংক্ষেপ করা হয়েছে? তিনি বললেন ঃ আমি ভুলিনি এবং সালাত সংক্ষেপও করা হয়নি। এরপর (অন্যদের) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ যুল-ইয়াদাইনের কথা কি ঠিক? তাঁরা বললেন ঃ হাঁ। তারপর তিনি এগিয়ে এলেন এবং সালাতের বাদপড়া অংশটুকু আদায় করলেন। তারপর সালাম ফিরালেন ও তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মতো বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। পরে আবার তাকবীর বললেন এবং স্বাভাবিকভাবে সিজদার মত বা একটু দীর্ঘ সিজদা করলেন। তারপর তাকবীর বলে মাথা উঠালেন। লোকেরা প্রায়ই ইব্ন সীরীন (র)-কে জিজ্ঞাসা করতো, "পরে কি তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন?" তখন ইব্ন সীরীন (র) বলতেন ঃ আমার কাছে বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা) বলেছেন ঃ তারপর তিনি সালাম ফিরিয়েছিলেন।

banglainternet.com

٣٣٠. بَابُ الْمَسْجِدِ الَّتِيْ عَلَى طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَالْمَوَاضِعِ الَّتِيْ صَلَّى فِيْهَا النَّبِيُّ ﷺ

৩৩০. পরিচ্ছেদ ঃ মদীনার রাস্তার মসজিদসমূহ এবং যে সকল স্থানে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছিলেন

٤٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِيْ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ ابْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ رَاَيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ يَتَحَرّٰى اَمَاكِنَ مِنَ الطَّرِيْقِ فَيُصَلِّيْ فِيْهَا ، وَيُحَدِّثُ اَنَّ اَبَاهُ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْهَا ، وَاَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ فِيْ تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ * قَالَ وَحَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ تِلْكَ الْاَمْكِنَةِ وَسَاَلْتُ سَالِمًا فَلاَ اَعْلَمُهُ اِلاَّ وَافَقَ نَافِعًا فِي الْاَمْكِنَةِ كُلِّهَا اِلاَّ اَنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِيْ مَسْجِدٍ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ .

৪৬৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ বকর মুকাদ্দামী (র).....মূসা ইব্ন 'উকবা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সালিম ইব্ন 'আবদুল্লাহ্ (রা)-কে রাস্তার বিশেষ বিশেষ স্থান অনুসন্ধান করে সে সব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছি এবং তিনি বর্ণনা করতেন যে, তাঁর পিতাও এসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। আর তিনিও রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে এসব স্থানে সালাত আদায় করতে দেখেছেন। মূসা ইব্ন 'উকবা (র) বলেন ঃ নাফি' (র)-ও আমার কাছে ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সেসব স্থানে সালাত আদায় করতেন। তারপর আমি সালিম (র)-কে জিজ্ঞাসা করি। আমার জানামতে তিনিও সেসব স্থানে সালাত আদায়ের ব্যাপারে নাফি' (র)-এর সাথে একমত পোষণ করেছেন; তবে 'শারাফুর-রাওহা' নামক স্থানের মসজিদের ব্যাপারে তাঁরা ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন।

٤٦٨ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ حِيْنَ يَعْتَمِرُ وَفِيْ حَجَّتِهِ حِيْنَ حَجَّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فِيْ مَوْضِعِ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَكَانَ اِذَا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ وَكَانَ فِيْ تِلْكَ الطَّرِيْقِ اَوْ حَجٍّ اَوْ عُمْرَةٍ هَبَطَ بَطْنَ وَادٍ ، فَاِذَا ظَهَرَ مِنْ بَطْنِ وَادٍ اَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِيْ عَلٰى شَفِيْرِ الْوَادِي الشَّرْقِيَّةِ فَعَرَّسَ ثُمَّ حَتّٰى يُصْبِحَ لَيْسَ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ بِحِجَارَةٍ وَلاَ عَلَى الْاَكَمَةِ الَّتِيْ عَلَيْهَا الْمَسْجِدُ كَانَ ثُمَّ خَلِيْجٌ يُصَلِّيْ عَبْدُ اللّٰهِ عِنْدَهُ فِيْ بَطْنِهِ كُثَيْبٌ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثُمَّ يُصَلِّيْ فَدَحَا السَّيْلُ فِيْهِ بِالْبَطْحَاءِ حَتّٰى دَفَنَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ الَّذِيْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يُصَلِّيْ فِيْهِ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى حَيْثُ الْمَسْجِدِ الصَّغِيْرُ الَّذِيْ دُوْنَ الْمَسْجِدِ الَّذِيْ بِشَرَفِ الرَّوْحَاءِ وَقَدْ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِيْ كَانَ صَلّٰى فِيْهِ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ ثُمَّ عَنْ يَمِيْنِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ فِي الْمَسْجِدِ تُصَلِّيْ ، وَذٰلِكَ الْمَسْجِدُ عَلٰى حَافَةِ الطَّرِيْقِ الْيُمْنٰى وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلٰى مَكَّةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ الْاَكْبَرِ رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ اَوْ نَحْوِ ذٰلِكَ ، وَاَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّيْ اِلَى الْعِرْقِ الَّذِيْ عِنْدَ

banglainternet.com

مُنْصَرَفِ الرَّوْحَاءِ ، وَذٰلِكَ الْعِرْقُ انْتَهٰى طَرَفُهُ عَلٰى حَافَةِ الطَّرِيْقِ دُوْنَ الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُنْصَرَفِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلٰى مَكَّةَ وَقَدِ ابْتُنِىَ ثَمَّ مَسْجِدٌ فَلَمْ يَكُنْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّىْ فِىْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ كَانَ يَتْرُكُهُ عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَهُ وَيُصَلِّىْ اَمَامَهُ اِلَى الْعِرْقِ نَفْسِهِ ، وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرُوْحُ مِنَ الرَّوْحَاءِ فَلَا يُصَلِّى الظُّهْرَ حَتّٰى يَاْتِىَ ذٰلِكَ الْمَكَانَ فَيُصَلِّىْ فِيْهِ الظُّهْرَ وَاِذَا اَقْبَلَ مِنْ مَكَّةَ فَاِنْ مَرَّ بِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ بِسَاعَةٍ اَوْ مِنْ اٰخِرِ السَّحَرِ عَرَّسَ حَتّٰى يُصَلِّىَ بِهَا الصُّبْحَ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةٍ ضَخْمَةٍ دُوْنَ الرُّوَيْثَةِ عَنْ يَمِيْنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَاهَ الطَّرِيْقِ فِىْ مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ حَتّٰى يُفْضِىَ مِنْ اَكَمَةٍ دُوَيْنَ بَرِيْدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيْلَيْنِ ، وَقَدِ انْكَسَرَ اَعْلَاهَا فَانْثَنٰى فِىْ جَوْفِهَا وَهِىَ قَائِمَةٌ عَلٰى سَاقٍ وَفِىْ سَاقِهَا كُثُبٌ كَثِيْرَةٌ وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى فِىْ طَرَفِ تَلْعَةٍ مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلَى هَضْبَةٍ عِنْدَ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ اَوْ ثَلَاثَةٌ عَلَى الْقُبُوْرِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ يَمِيْنِ الطَّرِيْقِ عِنْدَ سَلَمَاتِ الطَّرِيْقِ بَيْنَ اُولٰئِكَ السَّلَمَاتِ كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَرُوْحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ اَنْ تَمِيْلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ فَيُصَلِّى الظُّهْرَ فِىْ ذٰلِكَ الْمَسْجِدِ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَزَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيْقِ فِىْ مَسِيْلٍ دُوْنَ هَرْشٰى ذٰلِكَ الْمَسِيْلُ لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشٰى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ قَرِيْبٌ مِنْ غَلْوَةٍ ، وَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ يُصَلِّىْ اِلٰى سَرْحَةٍ هِىَ اَقْرَبُ السَّرَحَاتِ اِلَى الطَّرِيْقِ وَهِىَ اَطْوَلُهُنَّ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ فِى الْمَسِيْلِ الَّذِىْ فِىْ اَدْنَى مَرِّ الظَّهْرَانِ قَبْلَ الْمَدِيْنَةِ حِيْنَ يَهْبِطُ مِنَ الصَّفْرَاوَاتِ يَنْزِلُ فِىْ بَطْنِ ذٰلِكَ الْمَسِيْلِ عَنْ يَسَارِ الطَّرِيْقِ وَاَنْتَ ذَاهِبٌ اِلٰى مَكَّةَ لَيْسَ بَيْنَ مَنْزِلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الطَّرِيْقِ اِلَّا رَمْيَةٌ بِحَجَرٍ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَنْزِلُ بِذِىْ طُوًى وَيَبِيْتُ حَتّٰى يُصْبِحَ يُصَلِّى الصُّبْحَ حِيْنَ يَقْدَمُ مَكَّةَ وَمُصَلّٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ذٰلِكَ عَلٰى اَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ لَيْسَ فِى الْمَسْجِدِ الَّذِىْ بُنِىَ ثَمَّ وَلٰكِنْ اَسْفَلَ مِنْ ذٰلِكَ عَلٰى اَكَمَةٍ غَلِيْظَةٍ ، وَاَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَىِ الْجَبَلِ الَّذِىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَبَلِ الطَّوِيْلِ نَحْوَ الْكَعْبَةِ فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِىْ بُنِىَ ثَمَّ يَسَارَ الْمَسْجِدِ بِطَرَفِ الْاَكَمَةِ وَمُصَلّٰى النَّبِىِّ ﷺ اَسْفَلَ مِنْهُ عَلَى الْاَكَمَةِ السَّوْدَاءِ تَدَعُ مِنَ الْاَكَمَةِ عَشَرَةَ اَذْرُعٍ اَوْ نَحْوَهَا ثُمَّ تُصَلِّىَ مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنَ الْجَبَلِ الَّذِىْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ ،

banglainternet.com

৪৬৮ ইবরাহীম ইবন মুনযির আল-হিযামী (র).....'আবদুল্লাহ ইবন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ

ﷺ 'উমরা ও হজ্জের জন্যে রওয়ানা হলে 'যুল-হুলায়ফা'য় অবতরণ করতেন, বাবলা গাছের নীচে 'যুল-হুলায়ফা'র মসজিদের স্থানে। আর যখন কোন যুদ্ধ থেকে অথবা হজ্জ বা 'উমরা করে সেই পথে ফিরতেন, তখন উপত্যকার মাঝখানে অবতরণ করতেন। যখন উপত্যকার মাঝখান থেকে উপরের দিকে আসতেন, তখন উপত্যকার তীরে অবস্থিত পূর্ব নিম্নভূমিতে উট বসাতেন। সেখানে তিনি শেষ রাত থেকে ভোর পর্যন্ত বিশ্রাম করতেন। এ স্থানটি পাথরের উপর নির্মিত মসজিদের কাছে নয় এবং যে মসজিদ টিলার উপর, তার নিকটেও নয়। এখানে ছিল একটি ঝিল, যার পাশে 'আবদুল্লাহ (রা) সালাত আদায় করতেন। এর ভিতরে কতগুলো বালির স্তূপ ছিল। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এখানেই সালাত আদায় করতেন। তারপর নিম্নভূমিতে পানির প্রবাহ হয়ে 'আবদুল্লাহ (রা) যে স্থানে সালাত আদায় করতেন তা সমান করে দিয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) [নাফি' (র)-কে] বলেছেন ঃ নবী ﷺ 'শারাফুর-রাওহা'র মসজিদের কাছে ছোট মসজিদের স্থানে সালাত আদায় করেছিলেন। নবী ﷺ যেখানে সালাত আদায় করেছিলেন, 'আবদুল্লাহ (রা) সে স্থানের পরিচয় দিতেন এই বলে যে, যখন তুমি মসজিদে সালাতে দাঁড়াবে তখন তা তোমার ডানদিকে। আর সেই মসজিদটি হলো যখন তুমি (মদীনা থেকে) মক্কা যাবে তখন তা ডানদিকের রাস্তার এক পাশে থাকবে। সে স্থান ও বড় মসজিদের মাঝখানে ব্যবধান হলো একটি ঢিল নিক্ষেপ পরিমাণ অথবা তার কাছাকাছি। আর ইব্ন 'উমর (রা) 'রাওহা'র শেষ মাথায় 'ইরক' (ছোট পাহাড়)-এর কাছে সালাত আদায় করতেন। সেই 'ইরক'-এর শেষ প্রান্ত হলো রাস্তার পাশে মসজিদের কাছাকাছি মক্কা যাওয়ার পথে রাওহা ও মক্কার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) এই মসজিদে সালাত আদায় করতেন না, বরং সেটাকে তিনি বামদিকে ও পেছনে ফেলে অগ্রসর হয়ে 'ইরক'-এর নিকটে সালাত আদায় করতেন। আর 'আবদুল্লাহ (রা) রাওহা থেকে বেরিয়ে ঐ স্থানে পৌঁছার আগে যোহরের সালাত আদায় করতেন না। সেখানে পৌঁছে যোহর আদায় করতেন। আর মক্কা থেকে আসার সময় এ পথে ভোরের এক ঘন্টা আগে বা শেষ রাতে আসলে তথায় অবস্থান করে ফজরের সালাত আদায় করতেন। 'আবদুল্লাহ (রা) আরো বর্ণনা করেন ঃ নবী ﷺ 'রুওয়ায়ছা'র নিকটে রাস্তার ডানদিকে রাস্তা সংলগ্ন প্রশস্ত সমতল ভূমিতে একটা বিরাট গাছের নীচে অবস্থান করতেন। তারপর তিনি 'রুওয়ায়ছা'র ডাকঘরের দু'মাইল দূরে টিলার পাশ দিয়ে রওয়ানা হতেন। বর্তমানে গাছটির উপরের অংশ ভেঙে গিয়ে মাঝখানে ঝুঁকে গেছে। গাছের কাণ্ড এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আর তার আশেপাশে অনেকগুলো বালির স্তূপ বিস্তৃত রয়েছে। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন ঃ 'আর্‌জ' গ্রামের পরে পাহাড়ের দিকে যেতে যে উচ্চভূমি রয়েছে, তার পাশে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছেন। এই মসজিদের পাশে দু'তিনটি কবর আছে। এসব কবরে পাথরের বড় বড় খণ্ড পড়ে আছে। রাস্তার ডান পাশে গাছের নিকটেই তা অবস্থিত। দুপুরের পর সূর্য ঢলে পড়লে 'আবদুল্লাহ (রা) 'আর্‌জ'-এর দিক থেকে এসে গাছের মধ্য দিয়ে যেতেন এবং ঐ মসজিদে যোহরের সালাত আদায় করতেন। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সে রাস্তার বাঁ দিকে বিরাট গাছগুলির কাছে অবতরণ করেন যা 'হারশা' পাহাড়ের নিকটবর্তী নিম্নভূমির দিকে চলে গেছে। সেই নিম্নভূমিটি 'হারশা'-এর এক প্রান্তের সাথে মিলিত। এখান থেকে সাধারণ সড়কের দূরত্ব প্রায় এক তীর নিক্ষেপের পরিমাণ। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) সেই গাছগুলির মধ্যে একটির কাছে সালাত আদায় করতেন, যা ছিল রাস্তার নিকটবর্তী এবং সবচাইতে উঁচু। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) আরো বর্ণনা করেছেন

banglainternet.com

যে, নবী ﷺ অবতরণ করতেন 'মাররুয যাহরান' উপত্যকার শেষ প্রান্তে নিম্নভূমিতে, যা মদীনার দিকে যেতে ছোট পাহাড়গুলোর নীচে অবস্থিত। তিনি সে নিম্নভূমির মাঝখানে অবতরণ করতেন। এটা মক্কা যাওয়ার পথে বাম পাশে থাকে। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর মনযিল ও রাস্তার মাঝে দূরত্ব এক পাথর নিক্ষেপ পরিমাণ। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) তাঁকে আরও বলেছেন যে, নবী ﷺ 'যূ-তুওয়া'য় অবতরণ করতেন এবং এখানেই রাত যাপন করতেন আর মক্কায় আসার পথে এখানেই ফজরের সালাত আদায় করতেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাত আদায়ের সেই স্থানটা ছিল একটা বড় টিলার উপরে। যেখানে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেখানে নয় বরং তার নীচে একটা বড় টিলার উপর। 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) তাঁদের কাছে আরও বর্ণনা করেছেন যে, নবী ﷺ পাহাড়ের দু'টো প্রবেশপথ সামনে রাখতেন যা তার ও দীর্ঘ পাহাড়ের মাঝখানে কা'বার দিকে রয়েছে। বর্তমানে সেখানে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছে, সেটিকে তিনি [ইব্ন 'উমর (রা)] টিলার প্রান্তের মসজিদটির বাম পাশে রাখতেন। আর নবী ﷺ -এর সালাতের স্থান ছিল এর নীচে কাল টিলার উপরে। টিলা থেকে প্রায় দশ হাত দূরে দু'টো পাহাড়ের প্রবেশপথ যা তোমার ও কা'বার মাঝখানে রয়েছে—সামনে রেখে তুমি সালাত আদায় করবে।

٣٣١. بَابُ سُتْرَةِ الْإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ خَلْفَهُ

৩৩১. পরিচ্ছেদ ঃ ইমামের সুতরাই মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট

٤٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُتْبَةَ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ اَتَانٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلَى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَيَّ اَحَدٌ .

৪৬৯ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি একটা মাদী গাধার উপর সওয়ার হয়ে এলাম, তখন আমি ছিলাম সাবালক হওয়ার নিকটবর্তী। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে দেওয়াল ব্যতীত অন্য কিছুকে সুতরা বানিয়ে মিনায় লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। কাতারের কিছু অংশ অতিক্রম করে আমি সওয়ারী থেকে অবতরণ করলাম। গাধীটিকে চরাতে দিয়ে আমি কাতারে শামিল হয়ে গেলাম। আমাকে কেউই এ কাজে বাধা দেয়নি।

٤٧٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيْدِ اَمَرَ بِالْحَرْبَةِ فَتُوْضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّيْ اِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ وَكَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْاُمَرَاءُ .

৪৭০ ইসহাক (র).....ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদের দিন যখন বের হতেন তখন

banglainternet.com

তাঁর সামনে ছোট নেযা (বল্লম) পুঁতে রাখতে নির্দেশ দিতেন। সেদিকে মুখ করে তিনি সালাত আদায় করতেন। আর লোকজন তাঁর পেছনে দাঁড়াতো। সফরেও তিনি তাই করতেন। এ থেকে শাসকগণও এটা অবলম্বন করেছেন।

٤٧١ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِيْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ بِالْبَطْحَاءِ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةُ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ تَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ .

৪৭১ আবুল ওয়ালীদ (র).....'আওন ইব্ন আবূ জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি যে, নবী ﷺ সাহাবীগণকে নিয়ে 'বাতহা' নামক স্থানে যোহরের দু'রাক'আত ও আসরের দু'রাক'আত সালাত আদায় করেন। তখন তাঁর সামনে ছড়ি পুঁতে রাখা হয়েছিল। তাঁর সম্মুখ দিয়ে (সুতরার বাইরে) মহিলা ও গাধা চলাচল করতো।

٣٣٢. بَابُ قَدْرِكَمْ يَنْبَغِيْ اَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْمُصَلِّيْ وَالسُّتْرَةِ

৩৩২. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লী ও সুতরার মাঝখানে কি পরিমাণ দূরত্ব থাকা উচিত

٤٧٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِيْ حَازِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلَّى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ .

৪৭২ 'আমর ইব্ন যুরারা (র).....সাহল ইব্ন সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সালাতের স্থান ও দেওয়ালের মাঝখানে একটা বকরী চলার মত ব্যবধান ছিল।

٤٧٣ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ اَبِيْ عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ قَالَ كَانَ جِدَارُ الْمَسْجِدِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ مَاكَادَتِ الشَّاةُ تَجُوْزُهَا .

৪৭৩ মাক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র).....সালামা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ মসজিদের দেওয়াল ছিল মিম্বরের এত কাছে যে, মাঝখান দিয়ে একটা বকরীরও চলাচল কঠিন ছিল।

٣٣٣. بَابُ الصَّلٰوةِ اِلَى الْحَرْبَةِ

৩৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ বর্শা সামনে রেখে সালাত আদায়

٤٧٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فَيُصَلِّيْ اِلَيْهَا .

৪৭৪ মুসাদ্দাদ (র).....আবদুল্লাহ ইব্ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ -এর সামনে বর্শা পুঁতে রাখা হতো, আর তিনি সেদিকে সালাত আদায় করতেন।

banglainternet.com

٣٣٤. بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْعَنَزَةِ

৩৩৪. পরিচ্ছেদ ঃ লৌহযুক্ত ছড়ি সামনে রেখে সালাত আদায়

٤٧٥ حَدَّثَنَا اٰدَمُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَوْنُ بْنُ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَاُتِىَ بِوَضُوْءٍ فَتَوَضَّأَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَالْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ يَمُرُّوْنَ مِنْ وَرَائِهَا .

৪৭৫ আদম (র).....'আওন ইব্ন আবূ জুহায়ফা (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি, তিনি বলেছেন ঃ একদিন দুপুরে আমাদের সামনে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাশরীফ আনলেন। তাঁকে উযূর পানি দেওয়া হলো। তিনি উযূ করলেন এবং আমাদের নিয়ে যোহর ও আসরের সালাত আদায় করলেন। সালাতের সময় তাঁর সামনে ছিল লৌহযুক্ত ছড়ি, যার বাইরের দিক দিয়ে মহিলা ও গাধা চলাচল করতো।

٤٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ بَزِيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِىْ مَيْمُوْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ تَبِعْتُهُ اَنَا وَغُلاَمٌ وَمَعَنَا عُكَّازَةٌ اَوْ عَصًا اَوْ عَنَزَةٌ وَمَعَنَا اِدَاوَةٌ فَاِذَا فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ نَاوَلْنَاهُ الْاِدَاوَةَ .

৪৭৬ মুহাম্মদ ইবন হাতিম ইবন বযী' (র).....আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ যখন প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বের হতেন, তখন আমি ও একজন বালক তাঁর পিছনে যেতাম। আর আমাদের সাথে থাকতো একটা লাঠি বা একটা ছড়ি অথবা একটা ছোট নেযা, আরো থাকতো একটা পানির পাত্র। তিনি তাঁর প্রয়োজন সেরে নিলে আমরা তাঁকে ঐ পাত্রটি দিতাম।

٣٣٥. بَابُ السُّتْرَةِ بِمَكَّةَ وَغَيْرِهَا

৩৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ মক্কা ও অন্যান্য স্থানে সুতরা

٤٧٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِالْهَاجِرَةِ فَصَلَّى بِالْبَطْحَاءِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ وَنُصِبَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ وَتَوَضَّأَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَتَمَسَّحُوْنَ بِوَضُوْئِهِ .

৪৭৭ সুলায়মান ইবন হারব (র).....আবূ জুহায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একদিন দুপুরে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে তাশরীফ আনলেন। তিনি বাতহা নামক স্থানে যোহর ও 'আসরের সালাত দু'-দু'রাক'আত করে আদায় করলেন। তখন তাঁর সামনে একটা লৌহযুক্ত ছড়ি পুঁতে রাখা হয়েছিল।

banglainternet.com

তিনি যখন উযূ করছিলেন, তখন সাহাবীগণ তাঁর উযূর পানি নিজেদের শরীরে (বরকতের জন্য) মসেহ্ করতে লাগলো।

٣٣٦. بَابُ الصَّلاَةِ إِلَى الْأُسْطُوَانَةِ

وَقَالَ عُمَرُ الْمُصَلُّونَ أَحَقُّ بِالسَّوَارِي مِنَ الْمُتَحَدِّثِينَ إِلَيْهَا وَرَأَى ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يُصَلِّي بَيْنَ أُسْطُوَانَتَيْنِ فَأَدْنَاهُ إِلَى سَارِيَةٍ فَقَالَ صَلِّ إِلَيْهَا

৩৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ স্তম্ভ (থাম) সামনে রেখে সালাত আদায়

'উমর (রা) বলেন ঃ বাক্যালাপে রত ব্যক্তিদের চাইতে মুসল্লীরাই স্তম্ভ সামনে রাখার বেশী অধিকারী। এক সময় ইব্ন 'উমর (রা) দেখলেন, এক ব্যক্তি দুটো স্তম্ভের মাঝখানে সালাত আদায় করছে। তখন তিনি তাকে একটি স্তম্ভের কাছে এনে বললেন ঃ এটি সামনে রেখে সালাত আদায় কর

٤٧٨ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ كُنْتُ آتِي مَعَ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ فَيُصَلِّي عِنْدَ الْأُسْطُوَانَةِ الَّتِي عِنْدَ الْمُصْحَفِ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ أَرَاكَ تَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَ هٰذِهِ الْأُسْطُوَانَةِ قَالَ فَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَتَحَرَّى الصَّلاَةَ عِنْدَهَا ·

৪৭৮ মক্কী ইব্ন ইবরাহীম (র)......ইয়াযীদ ইব্ন আবূ 'উবায়দ (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি সালামা ইব্নুল আকওয়া' (রা)-এর কাছে আসতাম। তিনি সর্বদা মসজিদে নববীর সেই স্তম্ভের কাছে সালাত আদায় করতেন যা ছিল মাসহাফের নিকটবর্তী। আমি তাঁকে বললাম ঃ হে আবূ মুসলিম! আমি আপনাকে সর্বদা এই স্তম্ভ খুঁজে বের করে সামনে রেখে সালাত আদায় করতে দেখি (এর কারণ কি?) তিনি বললেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে এটি খুঁজে বের করে এর কাছে সালাত আদায় করতে দেখেছি।

٤٧٩ حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ * وَزَادَ شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ ﷺ ·

৪৭৯ কাবীসা (র)......আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি নবী ﷺ-এর বিশিষ্ট সাহাবীদের পেয়েছি। তাঁরা মাগরিবের সময় দ্রুত স্তম্ভের কাছে যেতেন। শু'বা (র) 'আমর (র) সূত্রে আনাস (রা) থেকে (এ হাদীসে) অতিরিক্ত বলেছেন ঃ 'নবী ﷺ বেরিয়ে আসা পর্যন্ত।

banglainternet.com

٣٣٧. بَابُ الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّوَارِي فِي غَيْرِ جَمَاعَةٍ

৩৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ জামা'আত ব্যতীত স্তম্ভসমূহের মাঝখানে সালাত আদায় করা

٤٨٠ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَبِلَالٌ فَأَطَالَ ثُمَّ خَرَجَ وَكُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ دَخَلَ عَلَى أَثَرِهِ فَسَأَلْتُ بِلَالاً أَيْنَ صَلَّى قَالَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ .

৪৮০ মূসা ইব্‌ন ইসমা'ঈল (র).....ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ বায়তুল্লাহ-এ প্রবেশ করেছিলেন। আর তাঁর সঙ্গে ছিলেন উসামা ইব্‌ন যায়দ (রা), 'উসমান ইব্‌ন তালহা (রা) এবং বিলাল (রা)। তিনি অনেকক্ষণ ভিতরে ছিলেন। তারপর বের হলেন। আর আমিই প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর পরে প্রবেশ করেছে। আমি বিলাল (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী ﷺ কোথায় সালাত আদায় করেছেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ সামনের দুই স্তম্ভের মাঝে।

٤٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ فَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ وَمَكَثَ فِيهَا فَسَأَلْتُ بِلَالاً حِيْنَ خَرَجَ مَا صَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ وَعَمُودًا عَنْ يَمِيْنِهِ وَثَلاَثَةَ أَعْمِدَةٍ وَرَاءَهُ . وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ ثُمَّ صَلَّى * وَقَالَ لَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ . فَقَالَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ .

৪৮১ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র).....'আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ আর উসামা ইব্‌ন যায়দ, বিলাল এবং 'উসমান ইব্‌ন তালহা হাজাবী (রা) কা'বা শরীফে প্রবেশ করলেন। নবী ﷺ-এর প্রবেশের সাথে সাথে 'উসমান (রা) কা'বার দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা কিছুক্ষণ ভিতরে ছিলেন। বিলাল (রা) বের হলে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম ঃ নবী ﷺ কি করলেন? তিনি জওয়াব দিলেন ঃ একটা স্তম্ভ বাম দিকে, একটা স্তম্ভ ডান দিকে আর তিনটা স্তম্ভ পেছনে রাখলেন। আর তখন বায়তুল্লাহ ছিল ছয়টি স্তম্ভ বিশিষ্ট। তারপর তিনি সালাত আদায় করলেন। [ইমাম বুখারী (র) বলেন] ইসমা'ঈল (র) আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, ইমাম মালিক (র) বলেছেন যে, তাঁর (নবীর) ডান পাশে দুটো স্তম্ভ ছিল।

٣٣٨. بَابٌ

৩৩৮. পরিচ্ছেদ

٤٨٢ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ ضَمْرَةَ قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَعْبَةَ مَشَى قِبَلَ وَجْهِهِ حِيْنَ يَدْخُلُ وَجَعَلَ الْبَابَ قِبَلَ ظَهْرِهِ فَمَشَى حَتَّى يَكُوْنَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ الَّذِي قِبَلَ وَجْهِهِ قَرِيْبًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَذْرُعٍ صَلَّى يَتَوَخَّى الْمَكَانَ الَّذِي أَخْبَرَهُ بِهِ بِلاَلٌ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِيْهِ . قَالَ وَلَيْسَ عَلَى أَحَدِنَا بَأْسٌ أَنْ صَلَّى فِيْ أَيِّ نَوَاحِي الْبَيْتِ شَاءَ .

banglainternet.com

৪৮২ ইবরাহীম ইব্‌ন মুনযির (র).....নাফি' (র) থেকে বর্ণিত, 'আবদুল্লাহ (রা) যখন কা'বা শরীফে প্রবেশ করতেন তখন সামনের দিকে চলতে থাকতেন এবং দরজা পেছনে রাখতেন। এভাবে এগিয়ে গিয়ে যেখানে তাঁর ও দেওয়ালের মাঝে প্রায় তিন হাত পরিমাণ ব্যবধান থাকতো, সেখানে তিনি সালাত আদায় করতেন। তিনি সে স্থানেই সালাত আদায় করতে চাইতেন, যেখানে নবী ﷺ সালাত আদায় করেছিলেন বলে বিলাল (রা) তাঁকে খবর দিয়েছিলেন। তিনি বলেন ঃ কা'বা ঘরের যে-কোন প্রান্তে ইচ্ছা, সালাত আদায় করায় আমাদের কারো কোন দোষ নেই।

٣٣٩. بَابُ الصَّلاَةِ اِلَى الرَّاحِلَةِ وَالْبَعِيْرِ وَالشَّجَرِ وَالرَّحْلِ

৩৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ উটনী, উট, গাছ ও হাওদা সামনে রেখে সালাত আদায় করা

٤٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ بَكْرِ الْمُقَدَّمِىُّ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ فَيُصَلِّىْ اِلَيْهَا قُلْتُ اَفَرَاَيْتَ اِذَا هَبَّتِ الرِّكَابُ قَالَ كَانَ يَاْخُذُ الرَّحْلَ فَيُعَدِّلُهُ فَيُصَلِّىْ اِلَى اُخْرَتِهِ اَوْ قَالَ مُؤَخَّرِهِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَفْعَلُهُ .

৪৮৩ মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ বকর মুকাদ্দামী বসরী (র).....ইব্‌ন 'উমর (রা) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর উটনীকে সামনে রেখে সালাত আদায় করতেন। (রাবী নাফি' [র] বলেন ঃ) আমি ('আবদুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর [রা] কে) জিজ্ঞাসা করলাম ঃ যখন সওয়ারী নড়াচড়া করতো তখন (তিনি কি করতেন)? তিনি বলেন ঃ তিনি তখন হাওদা নিয়ে সোজা করে নিজের সামনে রাখতেন, আর তার শেষাংশের দিকে সালাত আদায় করতেন। (নাফি' [র] বলেন ঃ) ইব্‌ন 'উমর (রা)-ও এরূপ করতেন।

٣٤٠. بَابُ الصَّلاَةِ اِلَى السَّرِيْرِ

৩৪০. পরিচ্ছেদ ঃ চৌকি সামনে রেখে সালাত আদায় করা

٤٨٤ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِىْ شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَعَدَلْتُمُوْنَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَاَيْتُنِىْ مُضْطَجِعَةً عَلَى السَّرِيْرِ فَيَجِىْءُ النَّبِىُّ ﷺ فَيَتَوَسَّطُ السَّرِيْرَ فَيُصَلِّىْ فَاَكْرَهُ اَنْ اَسْنَحَهُ فَاَنْسَلُّ مِنْ قِبَلِ رِجْلَىِ السَّرِيْرِ حَتَّى اَنْسَلَّ مِنْ لِحَافِىْ .

৪৮৪ 'উসমান ইব্‌ন আবূ শায়বা (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমরা আমাদেরকে কুকুর, গাধার সমান করে ফেলেছ। আমি নিজে এ অবস্থায় ছিলাম যে, আমি চৌকির উপর শুয়ে থাকতাম আর নবী ﷺ এসে চৌকির মাঝ বরাবর দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতেন। এভাবে আমি সামনে থাকা পসন্দ করতাম না। তাই আমি চৌকির পায়ের দিকে সরে গিয়ে চুপি চুপি নিজের লেপ থেকে বেরিয়ে পড়তাম।

banglainternet.com

٣٤١. بَابُ يَرُدُّ الْمُصَلِّيْ مَنْ مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَرَدَّ ابْنُ عُمَرَ فِي التَّشَهُّدِ وَفِي الْكَعْبَةِ ، وَقَالَ اِنْ اَبَى اِلاَّ اَنْ يُقَاتِلَهُ قَاتَلَهُ

৩৪১. পরিচ্ছেদ ঃ সম্মুখ দিয়ে অতিক্রমকারীকে মুসল্লীর বাধা দেয়া উচিত

ইব্‌ন 'উমর (রা) তাশাহ্‌হুদে বসা অবস্থায় এবং কা'বা শরীফেও (অতিক্রমকারীকে) বাধা দিয়েছেন এবং তিনি বলেন, সে অতিক্রম করা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করে লড়তে চাইলে মুসল্লী তার সাথে লড়বে

٤٨٥ حَدَّثَنَا اَبُوْ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ .

ح وَ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِيْ اِيَاسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلاَلٍ الْعَدَوِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ السَّمَّانُ قَالَ رَاَيْتُ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ فِيْ يَوْمِ جُمُعَةٍ يُصَلِّيْ اِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَاَرَادَ شَابٌّ مِنْ بَنِيْ اَبِيْ مُعَيْطٍ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَدَفَعَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فِيْ صَدْرِهِ فَنَظَرَ الشَّابُّ فَلَمْ يَجِدْ مَسَاغًا اِلاَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَعَادَ لِيَجْتَازَ فَدَفَعَهُ اَبُوْ سَعِيْدٍ اَشَدَّ مِنَ الْاُوْلَى فَنَالَ مِنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ فَشَكَا اِلَيْهِ مَالَقِيَ مِنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ وَدَخَلَ اَبُوْ سَعِيْدٍ خَلْفَهُ عَلَى مَرْوَانَ فَقَالَ مَالَكَ وَلاِبْنِ اَخِيْكَ يَا اَبَا سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّى اَحَدُكُمْ اِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَاَرَادَ اَحَدٌ اَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ فَاِنْ اَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَاِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ .

৪৮৫ আবূ মা'মার (র) ও আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র).....আবূ সালেহ সাম্মান (র) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা)-কে দেখেছি। তিনি জুমু'আর দিন লোকদের জন্য সুতরা হিসাবে কোন কিছু সামনে রেখে সালাত আদায় করছিলেন। আবূ মু'আইত গোত্রের এক যুবক তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইল। আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) তার বুকে ধাক্কা মারলেন। যুবকটি লক্ষ্য করে দেখলো যে, তাঁর সামনে দিয়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। এজন্যে সে পুনরায় তাঁর সামনে দিয়ে যেতে চাইল। এবারে আবূ সা'ঈদ খুদরী (রা) প্রথমবারের চাইতে জোরে ধাক্কা দিলেন। ফলে আবূ সা'ঈদ (রা)-কে তিরস্কার করে সে মারওয়ানের কাছে গিয়ে আবূ সা'ঈদ (রা)-এর ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করল। এদিকে তার পরপরই আবূ সা'ঈদ (রা)-ও মারওয়ানের কাছে গেলেন। মারওয়ান তাঁকে বললেন ঃ হে আবূ সাঈদ ! তোমার এই ভাতিজার কি ঘটেছে? তিনি জবাব দিলেন ঃ আমি নবী ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, তোমাদের কেউ যদি লোকদের জন্য সামনে সুতরা রেখে সালাত আদায় করে, আর কেউ যদি তার সামনে দিয়ে যেতে চায়, তাহলে যেন সে তাকে বাধা দেয়। সে যদি না মানে, তবে সে ব্যক্তি (মুসল্লী) যেন তার সাথে মুকাবিলা করে, কারণ সে শয়তান।

banglainternet.com

٣٤٢. بَابُ اِثْمِ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّيْ

৩৪২. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর সম্মুখ দিয়ে গমনকারীর গুনাহ

٤٨٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ قَالَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى النَّضْرِ مَوْلٰى عُمَرَبْنِ عُبَيْدِ اللّٰهِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ اَرْسَلَهُ اِلٰى اَبِىْ جُهَيْمٍ يَسْاَلُهُ مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَارِّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ فَقَالَ اَبُوْ جُهَيْمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ اَنْ يَّقِفَ اَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ اَنْ يَّمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ * قَالَ اَبُو النَّضْرِ لاَ اَدْرِىْ اَقَالَ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا اَوْ شَهْرًا اَوْ سَنَةً .

৪৮৬ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র).....বুসর ইব্ন সা'ঈদ (র) থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইব্ন খালিদ (রা) তাঁকে আবূ জুহায়ম (রা)-এর কাছে পাঠালেন, যেন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারীর সম্পর্কে তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কি শুনেছেন। তখন আবূ জুহায়ম (রা) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন ঃ যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা তার কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চাইতে চল্লিশ দিন/মাস/ বছর দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো। আবুন-নাযর (র) বলেন ঃ আমার জানা নেই তিনি কি চল্লিশ দিন বা চল্লিশ মাস বা চল্লিশ বছর বলেছেন।

٣٤٣. بَابُ اِسْتِقْبَالِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلِّىْ ، وَكَرِهَ عُثْمَانُ اَنْ يُّسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ وَهُوَ يُصَلِّىْ وَهٰذَا اِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَاَمَّا اِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ بِهِ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ اِنْ الرَّجُلُ لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الرَّجُلِ

৩৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ কারো দিকে মুখ করে সালাত আদায়

'উসমান (রা) সালাতরত অবস্থায় কাউকে সামনে রাখা মাকরূহ মনে করতেন। এ হুকুম তখনই প্রযোজ্য যখন তা মুসল্লীকে অন্যমনস্ক করে দেয়। কিন্তু যখন অন্যমনস্ক করে না, তখন যায়দ ইব্ন সাবিত (রা)-এর মতানুসারে কোন ক্ষতি নেই। তিনি বলেন ঃ একজন আরেকজনের সালাত নষ্ট করতে পারে না

٤٨٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِىْ ابْنَ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَايَقْطَعُ الصَّلاَةَ فَقَالُوْا يَقْطَعُهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْاَةُ فَقَالَتْ لَقَدْ جَعَلْتُمُوْنَا كِلاَبًا لَقَدْ رَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يُصَلِّىْ وَاِنِّىْ لَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَاَنَا مُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيْرِ فَتَكُوْنُ لِىَ الْحَاجَةُ فَاَكْرَهُ اَنْ اَسْتَقْبِلَهُ فَاَنْسَلُّ اِنْسِلاَلاً * وَعَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ نَحْوَهُ .

banglainternet.com

৪৮৭ ইসমা'ঈল ইব্‌ন খলীল (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, একবার তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী জিনিসের আলোচনা করা হল। লোকেরা বললো ঃ কুকুর, গাধা ও মহিলা সালাত নষ্ট করে দেয়। 'আয়িশা (রা) বললেন ঃ তোমরা আমাদের কুকুরের সমান করে দিয়েছ ! আমি নবী ﷺ-কে দেখেছি, সালাত আদায় করছেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝে চৌকির উপর কাত হয়ে শুয়ে থাকতাম। কোন কোন সময় আমার বের হওয়ার দরকার হতো এবং তাঁর সামনের দিকে যাওয়া অপসন্দ করতাম। এজন্যে আমি চুপে চুপে সরে পড়তাম। আ'মাশ (র) 'আয়িশা (রা) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

٣٤٤. بَابُ الصَّلاَةِ خَلْفَ النَّائِمِ

৩৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ ঘুমন্ত ব্যক্তির পেছনে সালাত আদায়

٤٨٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةٌ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ .

৪৮৮ মুসাদ্দাদ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি তখন তাঁর বিছানায় আড়াআড়িভাবে শুয়ে থাকতাম। বিত্‌র পড়ার সময় তিনি আমাকেও জাগাতেন, তখন আমিও বিত্‌র পড়তাম।

٣٤٥. بَابُ التَّطَوُّعِ خَلْفَ الْمَرْأَةِ

৩৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলার পেছনে থেকে নফল সালাত আদায়

٤٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا قَالَتْ كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ ، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ ، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا ، قَالَتْ وَالْبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ .

৪৮৯ 'আবদুল্লাহ ইব্‌ন ইউসুফ (র)....নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে শুয়ে থাকতাম আর আমার পা দু'টো থাকত তাঁর কিবলার দিকে। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন আমাকে টোকা দিতেন, আর আমি আমার পা সরিয়ে নিতাম। তিনি দাঁড়িয়ে গেলে পুনরায় পা দু'টো প্রসারিত করে দিতাম। 'আয়িশা (রা) বলেন ঃ তখন ঘরে কোন বাতি ছিল না।

٣٤٦. بَابُ مَنْ قَالَ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ

৩৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ কোন কিছু সালাত নষ্ট করে না বলে যিনি মত পোষণ করেন

banglainternet.com

٤٩٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ

عَائِشَةَ ح قَالَ الْأَعْمَشُ وَحَدَّثَنِي مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ ذُكِرَ عِنْدَهَا مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ . فَقَالَتْ شَبَّهْتُمُونَا بِالْحُمُرِ وَالْكِلَابِ وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي وَإِنِّي عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ مُضْطَجِعَةً فَتَبْدُو لِي الْحَاجَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَجْلِسَ فَأُوذِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَأَنْسَلُّ مِنْ عِنْدِ رِجْلَيْهِ .

৪৯০ 'উমর ইব্ন হাফস্ (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তাঁর সামনে সালাত নষ্টকারী কুকুর, গাধা ও মহিলা সম্বন্ধে আলোচনা চলছিল। 'আয়িশা (রা) বললেনঃ তোমরা আমাদেরকে গাধা ও কুকুরের সাথে তুলনা করছ? আল্লাহ্‌র কসম ! আমি নবী ﷺ-কে সালাত আদায় করতে দেখেছি। তখন আমি চৌকির উপরে তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শায়িত ছিলাম। আমার প্রয়োজন হলে আমি উঠে বসা পসন্দ করতাম না। কেননা, তাতে নবী ﷺ-এর কষ্ট হতে পারে। আমি তাঁর পায়ের পাশ দিয়ে চুপে চুপে বের হয়ে পড়তাম।

٤٩١ حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنُ شِهَابٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَمَّهُ عَنِ الصَّلَاةِ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ فَقَالَ لَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُ فَيُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ .

৪৯১ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র).....নবী ﷺ-এর সহধর্মিণী আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ ﷺ রাতে উঠে সালাতে দাঁড়াতেন আর আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে আড়াআড়িভাবে তাঁর পারিবারিক বিছানায় শুয়ে থাকতাম।

٣٤٧. بَابٌ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً صَغِيرَةً عَلَى عُنُقِهِ فِي الصَّلَاةِ

৩৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ সালাতে নিজের ঘাড়ে কোন ছোট মেয়েকে তুলে নেয়া

٤٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا .

৪৯২ 'আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র)....আবূ কাতাদা আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইব্ন রাবী'আ ইব্ন 'আবদ শামস (র)-এর ঔরসজাত কন্যা উমামা (রা)-কে কাঁধে নিয়ে সালাত আদায় করতেন। তিনি যখন সিজদায় যেতেন তখন তাকে রেখে দিতেন আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে তুলে নিতেন।

٣٤٨. بَابٌ إِذَا صَلَّى إِلَى فِرَاشٍ فِيهِ حَائِضٌ

banglainternet.com

৩৪৮. পরিচ্ছেদ ঃ এমন বিছানা সামনে রেখে সালাত আদায় করা যাতে ঋতুবতী মহিলা রয়েছে

٤٩٣ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ قَالَ اَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ اَخْبَرَتْنِيْ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ قَالَتْ كَانَ فِرَاشِيْ حِيَالَ مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ فَرُبَّمَا وَقَعَ ثَوْبُهُ عَلَيَّ وَاَنَا عَلَى فِرَاشِيْ .

৪৯৩ 'আমর ইব্ন যুরারা (র).....মায়মূনা বিনতে হারিস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আমার বিছানা নবী ﷺ-এর মুসাল্লার বরাবর ছিল। আর আমি আমার বিছানায় থাকা অবস্থায় কোন কোন সময় তাঁর কাপড় আমার গায়ের উপর এসে পড়তো।

٤٩٤ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ قَالَ سَمِعْتُ مَيْمُوْنَةَ تَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ وَاَنَا عَلَى جَنْبِهِ نَائِمَةٌ فَاِذَا سَجَدَ اَصَابَنِيْ ثَوْبُهُ وَاَنَا حَائِضٌ .

৪৯৪ আবু নু'মান (র).....মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ নবী ﷺ সালাত আদায় করতেন আর আমি তাঁর পাশে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করতেন তখন তাঁর কাপড় আমার গায়ের উপর পড়তো। সে সময় আমি হায়য অবস্থায় ছিলাম।

٣٤٩. بَابُ هَلْ يَغْمِزُ الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ عِنْدَ السُّجُوْدِ لِكَيْ يَسْجُدَ

৩৪৯. পরিচ্ছেদ ঃ সিজদার সুবিধার্থে নিজ স্ত্রীকে সিজদার সময় স্পর্শ করা

٤٩٥ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيٰى قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ بِئْسَمَا عَدَلْتُمُوْنَا بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ لَقَدْ رَاَيْتُنِيْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُصَلِّيْ وَاَنَا مُضْطَجِعَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَسْجُدَ غَمَزَ رِجْلَيَّ فَقَبَضْتُهُمَا .

৪৯৫ 'আমর ইব্ন 'আলী (র).....'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ তোমরা আমাদেরকে কুকুর ও গাধার সমান করে বড়ই খারাপ করেছ। অথচ আমি নিজকে এ অবস্থায় দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায়ের সময় আমি তাঁর ও কিবলার মাঝখানে শুয়ে থাকতাম। তিনি যখন সিজদা করার ইচ্ছা করতেন তখন আমার পা দু'টোতে টোকা দিতেন। আমি তখন আমার পা দু'টো গুটিয়ে নিতাম।

٣٥٠. بَابُ الْمَرْاَةِ تَطْرَحُ عَنِ الْمُصَلِّيْ شَيْئًا مِنَ الْاَذٰى

৩৫০. পরিচ্ছেদ ঃ মুসল্লীর দেহ থেকে মহিলা কর্তৃক নাপাকী পরিষ্কার করা

٤٩٦ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ اِسْحٰقَ السَّرْمَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ مُوْسٰى قَالَ حَدَّثَنَا اِسْرَائِيْلُ عَنْ اَبِيْ

banglainternet.com

اِسْحٰقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَائِمٌ يُصَلِّيْ عِنْدَ الْكَعْبَةِ وَجَمْعُ قُرَيْشٍ فِيْ مَجَالِسِهِمْ ، اِذْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اَلاَ تَنْظُرُوْنَ اِلٰى هٰذَا الْمُرَائِيْ اَيُّكُمْ يَقُوْمُ اِلٰى جَزُوْرِ اٰلِ فُلَانٍ فَيَعْمِدُ اِلٰى فَرْثِهَا وَدَمِهَا وَسَلَاهَا فَيَجِيْئُ بِهٖ ثُمَّ يُمْهِلُهٗ حَتّٰى اِذَا سَجَدَ وَضَعَهٗ بَيْنَ كَتِفَيْهِ فَانْبَعَثَ اَشْقَاهُمْ فَلَمَّا سَجَدَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَضَعَهٗ بَيْنَ كَتِفَيْهِ وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا فَضَحِكُوْا حَتّٰى مَالَ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضٍ مِنَ الضَّحِكِ فَانْطَلَقَ مُنْطَلِقٌ اِلٰى فَاطِمَةَ ، وَهِيَ جُوَيْرِيَةٌ فَاَقْبَلَتْ تَسْعٰى وَثَبَتَ النَّبِيُّ ﷺ سَاجِدًا حَتّٰى اَلْقَتْهُ عَنْهُ وَاَقْبَلَتْ عَلَيْهِمْ تَسُبُّهُمْ فَلَمَّا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، ثُمَّ سَمّٰى اَللّٰهُمَّ عَلَيْكَ بِعَمْرِو ابْنِ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتْبَةَ وَاُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ وَعُقْبَةَ بْنِ اَبِيْ مُعَيْطٍ وَعُمَارَةَ بْنِ الْوَلِيْدِ ، قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَوَاللّٰهِ لَقَدْ رَاَيْتُهُمْ صَرْعٰى يَوْمَ بَدْرٍ ثُمَّ سُحِبُوْا اِلَى الْقَلِيْبِ قَلِيْبِ بَدْرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَاُتْبِعَ اَصْحَابُ الْقَلِيْبِ لَعْنَةً .

৪৯৬ আহমদ ইব্‌ন ইসহাক সারমারী (র).....'আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাস'উদ [রা]) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ কা'বার নিকটে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করছিলেন। আর কুরাইশের একদল তাদের মজলিসে ছিল। এমন সময় তাদের একজন বলল ঃ তোমরা কি এই রিয়াকারকে দেখনি? তোমাদের এমন কে আছে, যে অমুক গোত্রের উট যবেহ করার স্থান পর্যন্ত যেতে রাযী ? সেখান থেকে গোবর, রক্ত ও গর্ভাশয় নিয়ে এসে অপেক্ষায় থাকবে। যখন এ ব্যক্তি সিজদায় যাবে, তখন এগুলো তার দুই কাঁধের মাঝখানে রেখে দেবে। এ কাজের জন্য তাদের চরম হতভাগা ব্যক্তি ('উকবা ইব্‌ন আবূ মু'আইত) উঠে দাঁড়াল (এবং তা নিয়ে আসলো)। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় গেলেন তখন সে তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে সেগুলো রেখে দিল। নবী ﷺ সিজদায় স্থির রয়ে গেলেন। এতে তারা হাসাহাসি করতে লাগলো। এমনকি হাসতে হাসতে একজন আরেকজনের গায়ের উপর লুটিয়ে পড়তে লাগল। (এই অবস্থা দেখে) এক ব্যক্তি ফাতিমা (রা)-এর কাছে গেল। তিনি তখন ছোট বালিকা ছিলেন। তিনি দৌড়ে চলে আসলেন। তখনও নবী ﷺ সিজদারত ছিলেন। ফাতিমা (রা) সেগুলো তাঁর উপর থেকে ফেলে দিলেন এবং মুশরিকদের লক্ষ্য করে গালমন্দ করতে লাগলেন। যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত শেষ করলেন তখন তিনি বললেনঃ "আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।" আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।" "আল্লাহ ! তুমি কুরাইশদের ধ্বংস কর।" তারপর তিনি নাম ধরে বললেন, "হে আল্লাহ ! তুমি 'আমর ইব্‌ন হিশাম, উতবা ইব্‌ন রাবী'আ, শায়বা ইবন রাবী'আ, ওয়ালীদ ইব্‌ন উতবা, উমায়্যা ইব্‌ন খালাফ, 'উকবা ইব্‌ন আবূ মু'আইত এবং উমারা ইব্‌ন ওয়ালীদকে ধ্বংস কর।" 'আবদুল্লাহ (ইব্‌ন মাস'উদ [রা]) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র কসম ! আমি এদের সবাইকে বদর যুদ্ধের দিন নিহত লাশ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি। তারপর তাদের হিঁচড়ে বদরের কুয়ায় নিক্ষেপ করা হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলতেন ঃ এই কুয়াবাসীদের উপর চিরকালের জন্য অভিশাপ।

banglainternet.com

ইফাবা—২০০৬-২০০৭—প্র/৬৬৭৮(উ)—৫,২৫০